বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ঠিকানা

আবু মাহদী

সেবা প্রকাশনী

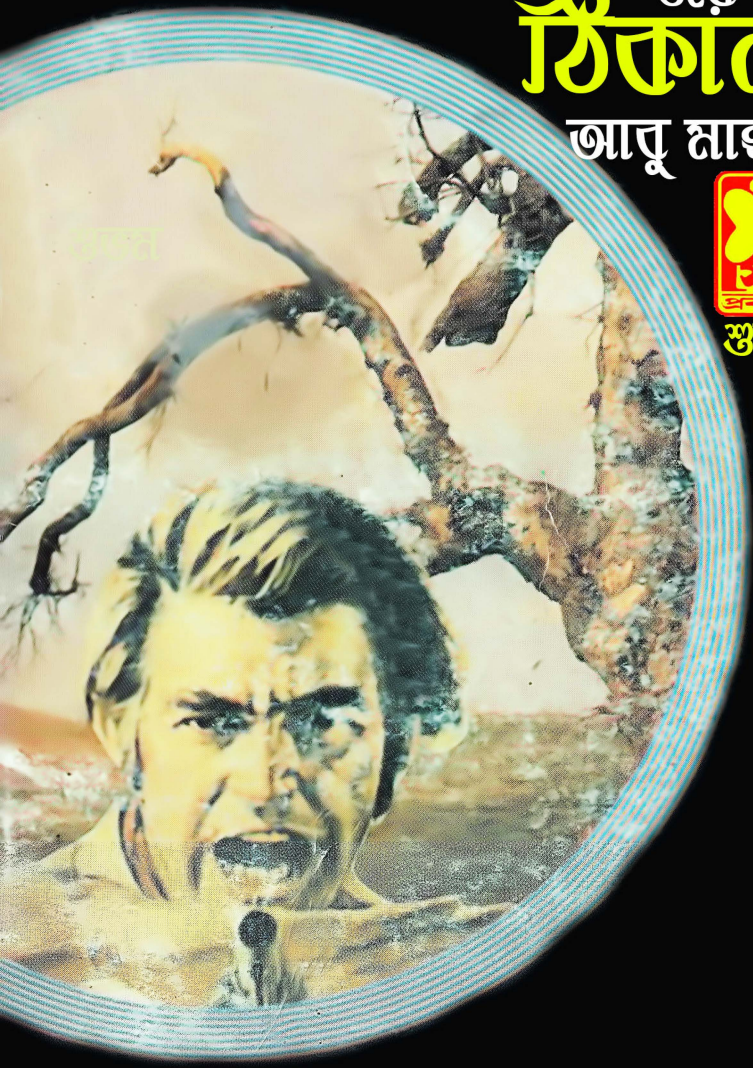

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

ঠিকানা

আবু মাহদী

নিরীহ, নির্বিরোধী মিগুয়েল দম্পতি ও তাদের একমাত্র মেয়েকে মেরে ফেলেছে ওবি। কাপুরুষোচিত এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিল ওয়েন খুনীকে খুন করে! এবং ফেঁসে গেল।

তার বিবেকহীন, নির্দয় খুনী, লম্পট সাত ভাই আর বাপ ধাওয়া করতে শুরু করল ওয়েনকে।

আহত হয়ে গা ঢাকা দিল সে।

কিন্তু সেলিয়া বিপদে ফেলে দিল।

তাকে বাঁচাতে বেরুতেই হলো ওয়েনকে।

একদিকে আট ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর খুনী, অন্যদিকে কোমানচি—এত শত্রুর হাত থেকে কি করে তাকে রক্ষা করবে ওয়েন?

নিজেকেই বা বাঁচাবে কি ভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী **শুভম**

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

ঠিকানা

আবু মাহ্‌দী

BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 8163 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

THIKANA
A Western Novel
By: Abu Mahdi

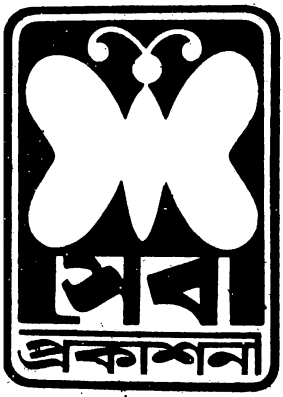

ঊনত্রিশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

ঠিকানা

ওয়েস্টার্ন

ঠিকানা

আবু মাহদি

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, প্লাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী ম্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান।
খোন্দকার আলী আশরাফ : কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর।
বজলুর রহমান: বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল। **আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাভার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার। **কাজী মায়মুর হোসেন:** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা। **আবু মাহ্‌দী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

দীর্ঘ চড়াই সেরে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ঘোড়া দাঁড় করাল ওয়েন ডেব্রাইট। মেদহীন, শক্ত-সামর্থ্য পেশীবহুল দেহ তার। দীর্ঘকায়। বয়স ত্রিশের কোঠায়। নিচে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা শহরের ওপর লাল চোখের দৃষ্টি মেলে দিল সে। পুরো শরীর ঘামে ভিজে জ্যাবজেবে হয়ে আছে, তার ওপর ধুলো বালি জমে যা-তা চেহারা হয়েছে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওয়েনের দু'চোখে।

দু'দিন ধরে অনুসরণ করে আসা ট্রেইলটা এখন তাজা দেখাচ্ছে। পালাতে থাকা মানুষরূপী এক হিংস্র জন্তুর ট্রেইল এটা। সোজা ওই শহরের দিকে এগিয়েছে।

আরও কঠিন হয়ে উঠল যুবকের চেহারা। চোখের সামনে ভেসে উঠল ভেঙে চুরে তছনছ ছোট জীর্ণ শ্যাকটার ছবি। প্রাণহীন কার্লোস মিগুয়েল চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে, মাথা ঝুলে আছে বুকের ওপর। চোখহীন কোটর দুটো নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। মেঝেতে পড়ে আছে মিসেস মিগুয়েল। তার খুলি চৌচির হয়ে রক্ত-মগজ বেরিয়ে এসে বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে রেখেছে মেঝে। পাশে পড়ে আছে তাদের চোদ্দ বছরের একমাত্র মেয়ে, ম্যানুয়েলা। তার উদোম শরীরের সবখানে হিংস্র, উন্মত্ত পাশবিকতার চিহ্ন ফুটে আছে। প্রাণহীন চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে যেন।

সামান্য কিছু নগদ টাকা ছাড়া দস্যু তস্করদের আকর্ষণ করার

মত আর কোন সম্পদ ছিল না ওদের। ছিল মায়া-মমতা, আন্তরিকতা আর সহমর্মিতা ভরা অন্তর। ওয়েন ডেব্রাইটের এক জীবনের দায় রয়েছে পরিবারটির প্রতি। বেশ কয়েক বছর আগে অ্যাপাচিদের হাতে ওর প্রাণ যেতে বসেছিল। মারাত্মক আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় কোনমতে মিগুয়েলদের শ্যাকের দরজায় এসে পড়েছিল, ওই পরিবারটিই বাঁচিয়েছিল ওকে। সেবা-যত্ন-আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ সুস্থ-সবল করে তোলে। সেদিনের ছোট্ট, ফুটফুটে ম্যানুয়েলা পর্যন্ত শাসন চালিয়ে ওষুধ পথ্য খাইয়েছে ওকে, কথা না শুনলে মা-বাবাকে বলে দেবে বলে ভয় দেখিয়ে তটস্থ রেখেছে। ছোটবেলায় বাপ-মা হারা ওয়েন ডেব্রাইটকে আপন করে নিয়েছিল ওরা। সবাই মিলে পরম যত্নে জীবনের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জাগিয়ে তুলেছে ওর মনে। তাই যেখানেই যাক, ওই জীর্ণ শ্যাকটার টানেই ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত ডেব্রাইট।

কয়েকদিন পর ফিরে এসে সেদিনও শ্যাকের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অতি কষ্টে মন শক্ত করে একসময় উঠে একা হাতে কবর খুঁড়ে পরম যত্নে শুইয়ে দিয়েছে দেহগুলো। এই জঘন্য অপরাধের চরম প্রতিশোধ নিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এ দেশে আইনের শাসনের দেখা পাওয়া অসম্ভব, তাই নিজেই তুলে নিয়েছে সে দায়িত্ব। তারপর থেকে শয়তানটার ট্রেইল খুঁজে নিয়ে তাড়া করে ফিরছে।

ছুটতে ছুটতে একবার খুব কাছাকাছি পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেল। পরদিন আবার ট্রেইল বের করে নিশ্চিন্ত হয়েছে ওয়েন। জানে টেক্সাসের মধ্য অঞ্চলের এদিকটায় ধারে-কাছে শহর বলতে ওই একটাই আছে, কোমানচি ওয়েলস। সেদিকেই গেছে শয়তানটা। ট্রেইল পরীক্ষা করে বুঝে নিয়েছে রাতে থামেনি সে। তার মানে অনেকটা এগিয়ে

গেছে। তারপর থেকে একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ও। এখন ওটার ক্ষমতা বলতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। পা টেনে টেনে কোনমতে এখানে উঠেছে ওটা। কিন্তু কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের বিশ্রাম, বা ঘোড়াটাকে জিরিয়ে নেয়ার সুযোগ দেবার উপায় নেই।

আবার ওটাকে চলতে বাধ্য করল ডেব্রাইট। জানে কোমানচি ওয়েলসেই পাবে খুনীটাকে। ওখানেই প্রতিশোধ নেবে সে।

চারদিকে উঁচু-নিচু, রুক্ষ, ঊষর পাথুরে এলাকার মধ্যে বিশাল সব ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা শহর কোমানচি ওয়েলস। আয়তনে যথেষ্ট বড়। লোকজনের বসবাস কম নয়। বাড়িঘর প্রায় সবই মাটির পুরু দেয়ালের। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ঘরগুলোও তাই। তবে খানকতেক সুদৃশ্য কাঠের বিল্ডিংও আছে, তারমধ্যে কয়েকটা দোতলা। ওরকম একটার মাথায় ঝুলছে হোটেলের বোর্ড।

ছায়া ঢাকা মেইন স্ট্রীট ধরে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলেছে ওয়েন ডেব্রাইটের ঘোড়া। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় উত্তেজনায় টান্ টান্। নজর দূরের সেলুনটার ওপর, তাই মেক্সিকান রেস্তরাঁর সুস্বাদু খাবারের গন্ধ নাকে ঢুকলেও সেদিকে খেয়াল দিল না। এসে সেলুনের সামনে ঘোড়া থামাল।

টাইরেইলে বাঁধা কয়েকটা ঘোড়ার মধ্যে একটার ওপর দৃষ্টি আটকে গেল ওর। সারা দেহ ধুলোয় মোড়া ওটার। দেখলেই বোঝা যায় চরম পরিশ্রান্ত, গায়ের ঘাম চিক্ চিক্ করছে গাছের পাতার ফাঁক গলে আসা ছিটেফোঁটা রোদ লেগে। নিঃশ্বাস ফেলার ভারী শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। ওটার পাশেই নিজেরটাকে বাঁধল ডেব্রাইট। মনে মনে হিসাব করার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেলুনের দরজা জানালাগুলো ভাল করে একবার দেখে নিয়ে পা বাড়াল।

আর্চের পাশে রাখা ওয়াশ টবের টলটলে শীতল পানির

হাতছানি উপেক্ষা করে দরজার কাছে এসে ক্ষণিকের জন্য থামল। ভেতর থেকে কয়েকজন মাতাল খদ্দেরের অসংলগ্ন কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। জড়ানো কথা, অস্পষ্ট। হোলস্টারে রাখা কনফেডারেট ডান্স ব্রাদার্স অ্যান্ড পার্ক রিভলভার নেড়েচেড়ে আলগা করে নিল সে। পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে সেলুনের মেঝেতে নিজেকে গড়িয়ে দিল। দিক্ পরিবর্তন করে ওই অবস্থায়ই পৌঁছে গেল দরজার পাশের দেয়ালে। তারপর দেয়াল ঘেঁষে বারের দিকে ফিরে উঠে দাঁড়াল। এক নজরে দেখে নিল ভেতরে সবার অবস্থান।

কাউন্টারের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পানালাপ করছে তিন সাধারণ খদ্দের। কাউন্টারের ওপাশে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বারটেন্ডার। তার সামনে তারই দিকে ফিরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সামনের হুইস্কির বোতল অর্ধেক খালি তার। কাঁধ চওড়া লোকটার, বিশাল কাঠামো। ঘামে ভেজা চুল মাথার তালুতে লেপ্টে আছে। ঢালু কপালের নিচে কুতকুতে দুটো চোখ, সরু নাকের দু'পাশে প্রায় সেঁটে আছে। মুখ ভর্তি ঘন দাড়ি, কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে পায়ের বুট পর্যন্ত ধুলোয় ধূসর। চাউনিতে হুইস্কির ভেল্কি পরিষ্কার।

দরজা খোলার আচমকা বিকট শব্দে সবার মত সেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এবং জমে গেছে। তার চোখে চোখ রেখে ওয়েন কঠিন গলায় বলল, 'আমার এতদূর ছুটে আসার কারণ নিশ্চই বুঝতে পারছ তুমি? তোমাকে খুন করে কার্লোস মিগুয়েল আর তার পরিবারের হত্যার প্রতিশোধ নেব আমি। সভ্য সমাজের প্রচলিত প্রথা তোমার মত জংলী জানোয়ারের বেলায় খাটে না, তবু ঠিক করেছি, নীতিগত কারণে তোমাকে ড্র করার সুযোগ দেব আমি।'

বিস্মিত চেহারা হলো লোকটার। জড়ানো গলায় বলল, 'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। ম্যালা

ভ্যাজ ভ্যাজ না করে এখান থেকে জলদি কেটে পড়ো।'

'ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে লাভ হবে না, মিস্টার। আমি তিন পর্যন্ত গুনব, এর মধ্যে ড্র করবে তুমি।' একপাশে জমে দাঁড়িয়ে থাকা তিন খদ্দেরের ওপর দিয়ে চট্ করে চোখ ঘুরিয়ে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল যুবক। 'ব্যক্তিগত ঝগড়া। নিজেরা মিট্ মাট্ করে নিলে আশাকরি তোমাদের কোন আপত্তি থাকবে না?'

ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ সরল না টেন্ডারের। কোনমতে মাথাটা কেবল সামান্য কাত করতে পারল সে। অন্যরাও সবাই নিশ্চল হয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল।

'এক,' কঠোর শোনাল ওয়েনের গলা। নজর স্থির। হোলস্টারের সামান্য ওপরে মেলে রাখা হাতের আঙুলের ডগা সামান্য বাঁকানো অবস্থায় টান্ টান্ হয়ে আছে।

নড়ে চড়ে উঠল বিশালদেহী। চোখে ভয় দেখা যাচ্ছে। ভেতরের সবার উদ্দেশে বলল সে, 'তোমরা কেউ কিছু করো, নইলে পরে আফসোস করবে।'

'দুই,' আরও কঠিন হয়ে উঠেছে ওয়েনের গলা।

মুহূর্তের জন্য কাঁধের পেশী টান্ টান্ হয়ে উঠল বিশালদেহীর, অবশ্য পরমুহূর্তেই আবার ঢিলে হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত বদলেছে সে।

চাপা হুঙ্কার ছাড়ল যুবক, 'তি-ন!'

প্রতিটি পেশী টান্ টান্ হয়ে অধীর অপেক্ষায় আছে, কিন্তু প্রতিপক্ষের দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যুবক চাইছে তার হাত সামান্য হলেও নড়ুক, অস্ত্র বের করার চেষ্টা করুক। কিন্তু ব্যাটা অনড়। যতই হিংস্র পশু হোক, কাউকে এমন অরক্ষিত অবস্থায় খুন করা সম্ভব নয় ওয়েনের পক্ষে। কাপুরুষের কাজ হয়ে যাবে সেটা। সভ্য সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

কাজেই পেশীতে ঢিল দিল ও। বাঁকা কণ্ঠে বলল, 'সুযোগ

পেয়েও মন ভরেনি দেখছি। মনে হচ্ছে পাল্লা আরও ভারী না হলে লড়ার মুরোদ হবে না তোমার। ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পারো তৈরি হয়ে নাও। এরপর তোমাকে আর কোন সুযোগ দেয়া হবে না, কথাটা মনে রেখো,' কথা শেষ হতে না হতে ঘুরে দরজার দিকে এগোল।

দরজায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই পেছন থেকে নড়াচড়ার একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে ঢুকতে আশায় মন নেচে উঠল ওর। হাত পলকে পৌঁছে গেল রিভলভারের বাঁটে। ওটা বের করে একপাশে সামান্য সরল, হ্যামার টেনে ঘুরতে শুরু করেছে, এইসময় পেছন থেকে গুলির শব্দ উঠল। মুহূর্তে পাঁজরে তীব্র জ্বলুনি অনুভব করল সে, যেন উত্তপ্ত লোহার শিক ভরে দিয়েছে কেউ ওখান দিয়ে। রক্তের উষ্ণধারা টের পেল ওয়েন।

ঘোরা বন্ধ করেনি, জানে দ্বিতীয় বুলেটটাও এখুনি আসবে। কেমন এক ধরনের শিহরণ খেলে গেল সর্বাঙ্গে। পেছনের মৃদু শব্দটা যদি সময়মত কানে না আসত, যদি কিছুটা না সরত, এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত সে। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল ডেব্রাইট। আপনা থেকে হাত উঁচু হলো, লক্ষ্যে স্থির হলো অস্ত্রের ব্যারেল। ঘোরা শেষ হতেই গুলি করল ও। পরমুহূর্তে বাম বাহুর পেশীতে তীব্র ঝাঁকি খেল। ব্যথায় আঁধার দেখল সে। নতুন ক্ষত থেকে রক্তের নহর গড়িয়ে নামতে শুরু করল।

গুলি খেয়েও আরও একবার ট্রিগার টানতে পেরেছে বিশালদেহী, তবে ওয়েনের গতির কাছে সামান্য ব্যবধানে হার হয়েছে তার, তাই জায়গামত লাগাতে পারেনি বুলেট। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি ওয়েন, শয়তানটার দু'চোখের ঠিক মাঝখান দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে তপ্ত মৃত্যু। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে।

কষ্ট হলেও নিজেকে সামলে নিল যুবক। ধীরে ধীরে রিভলভার হোলস্টারে পুরে রাখল। খদ্দের তিনজন আগের জায়গা থেকে

বিস্ফারিত চোখে একবার ওকে, আরেকবার পড়ে থাকা বিশালদেহীকে দেখছে। ওদিকে বারটেন্ডার সামনে আসার জন্য কাউন্টার ঘুরে এগোতে শুরু করেছে।

'ও আমাকে দু'বার গুলি করেছে,' সবাইকে দেখে নিয়ে বলল ডেব্রাইট। 'তোমরা কেউ কি শেরিফকে খবরটা জানাবে? ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যাওয়া ভাল।'

ওর কথা শেষ হলে এক খদ্দেরকে ইশারা করল টেন্ডার, দ্রুত বেরিয়ে গেল লোকটা। পাশে এসে দাঁড়াল টেন্ডার। উদ্বিগ্ন চেহারায় বলল, 'বেশি চোট লেগেছে, মিস্টার?'

মাথা নাড়ল যুবক। 'এরচেয়ে বহুগুণ কঠিন আঘাত বয়ে চলেছি আমি।'

দ্বিধায় পড়ে গেল টেন্ডার, যুবকের কথা বুঝতে পারেনি। মুহূর্ত পরে দ্বিধা ঝেড়ে ওর হাত ধরল সে। 'এদিকে এসে বোসো। জায়গাগুলো ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি আমি। তারপর দুই ঢোক হুইস্কি গলায় ঢাললে ব্যথা অনেক কমে যাবে, এসো।'

কথা না বাড়িয়ে তাকে অনুসরণ করল যুবক। তার দেখানো এক চেয়ারে বসে পড়ল। বোতাম খুলে শরীরের ওপরের অংশ থেকে শার্ট নিচের দিকে নামিয়ে ক্ষত দুটো পরীক্ষা করে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল টেন্ডার, 'নাহ্, তেমন গুরুতর নয়।' একটা টাওয়েলে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে ক্ষত পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে। কাজের ফাঁকে তাক্ লাগা গলায় বলল, 'তবে যাই বলো, তোমার হাতের কাজ কিন্তু ভারি চমৎকার। এত দ্রুত কাজ সেরেছ যে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম পাহাড়টা ধসে পড়ল।'

ধীরে ধীরে আহত হাতটা নেড়ে দেখল ওয়েন। আশ্বস্ত হলো ব্যথা লাগলেও নড়ছে দেখে। মাসল্ যদি এক আধটা ছিঁড়ে গিয়েও থাকে, তবু ওটার অকেজো হয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিছুটা সময় আর শুশ্রূষা পেলেই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

পরিষ্কার একটা তোয়ালে ছিঁড়ে ফালি করে ওর পাঁজরের ওপর ব্যান্ডেজ করছে টেন্ডার। জায়গাটা ভীষণ জ্বালা করে ওঠায় বিকৃত করে মুখ ঘুরিয়ে নিল যুবক। তখনই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল চৌকো দেহের বয়স্ক এক লোক। বেশ মোটা। তার বুকে আঁটা আছে পেতলের স্টার। দরজা থেকেই বিরক্ত কণ্ঠে বলল সে, 'আবার কি ঘটল, মিলার?' পরমুহূর্তে ফ্লোরে পড়ে থাকা দেহটা দেখে সভয়ে আঁতকে উঠল লোকটা, 'হে মা মেরি! এ যে দেখছি ওবি ফাসকেন!'

বারটেন্ডার ব্যাখ্যা করল, 'কোত্থেকে এসে হুইস্কি গিলতে শুরু করেছিল ওবি। একটুপর এই ভদ্রলোক ঢুকে তাকে ড্রু করতে বলল, কিন্তু ওবি রাজি হচ্ছে না দেখে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে পৌঁছতেই ও ব্যাটা পেছন থেকে আচমকা গুলি চালিয়ে বসল এর ওপর, দু'বার। তারপর এই লোক গুলি করেছে।'

ক্লান্তির ছাপ ফুটল শেরিফের চেহারায়। 'একে কেন খুন করতে চেয়েছিলে তুমি?'

'আমার এক আত্মীয় পরিবার, তাদের স্বামী-স্ত্রী আর চোদ্দ বছরের মেয়েকে অমানুষের মত নির্যাতনের পর খুন করে রেখে এসেছে ও,' ডেব্রাইট বলল।

কোন মন্তব্য করল না শেরিফ। তবে সে যে ওর কথা বিশ্বাস করেছে, তা তার চেহারায় স্পষ্ট। 'তোমার আঘাত কি গুরুতর?' প্রশ্ন করল চিন্তিত শেরিফ।

'একটা বুলেট পাঁজরের চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, আরেকটা বাহুর মাংসল্।'

'কি মনে হয়, কেটে পড়তে পারবে?'

একবার টেন্ডার, আরেকবার শেরিফকে দেখল যুবক। 'আমি তাহলে মুক্ত?'

'অবশ্যই!' বলল সে। 'আমি চাই তুমি এই মুহূর্তে কোমানচি

ওয়েলস ছেড়ে সরে পড়ো। ওবির বাপসহ আরও সাতটা ভাই আছে, সব একেকটা ধেড়ে শয়তান। নীচতায় কেউ ওবির চাইতে কোন অংশে কম নয়। ওরা কেউ ব্যাপারটা মেনে নেবে না।'

ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে হবে? ভাবল ডেব্রাইট। এটা কোন কাজের কথা নয়। যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, ফাসকেনদেরকে তাদের প্রিয় ওবির কুকীর্তির কথা না জানিয়ে ওয়েন ডেব্রাইট এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হতে শার্ট পরে উঠে দাঁড়াল ও। মাথা ঘুরে ওঠায় পা টলে উঠল। পাঁজরের চামড়ায় টান পড়তে ভীষণ জ্বালা করে উঠল। চেহারা বিকৃত হয়ে গেল তার। তাড়াতাড়ি কাউন্টারের পেছনে গিয়ে একটা হুইস্কির বোতল তার দিকে ঠেলে দিল টেন্ডার। 'দামের কথা ভেবো না। এটা আমার তরফ থেকে।'

প্রবল ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল ওয়েন। কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ধরল। নির্জলা হুইস্কির ধাক্কা সামলে বোতল নামিয়ে রাখল। নজরে পড়ল তিন খদ্দেরের একজনের সাথে নিচু গলায় কথা বলছে শেরিফ।

একটু পরই কথা শেষ করে চিন্তিত চেহারায় এগিয়ে এল সে। 'হিউ বলছে, কেউ যে ওর পিছু নিয়েছে, সেটা ওবি বোধহয় টের পেয়েছিল। তাই শহরে পৌঁছেই উডি বার্কিকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে ভাবল যুবক, এইজন্যই শয়তানটা এখানে পৌঁছার জন্য অমন তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কারণ সে জানত, এখানে পৌঁছলে বাপ-ভাইদের সাহায্য পাওয়া যাবে। তবে হিসেবে গোলমাল করে ফেলেছে বজ্জাতটা। বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে ধাওয়াকারী। তাই একজনকে বাড়িতে খবর দিতে পাঠিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত মনে পান করতে সেলুনে

ঢুকেছিল।

শেরিফের কথায় চিন্তায় বাধা পড়ল যুবকের। 'তোমার ঘোড়াটা নিশ্চই খুব ক্লান্ত। লেস ম্যাঙ্কারের স্টেবল্ থেকে ওটা বদলে নিলে ভাল করবে। দাম বেশি নেবে না ও।'

রাগ চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো ওয়েন। শ্লেষ ভরা গলায় বলল, 'ফাসকেনদের এত ভয় পেলে তুমি আইন রক্ষা করবে কি করে, শেরিফ?'

শেরিফের চেহারা অন্ধকার হয়ে উঠল। গম্ভীর গলায় বলল, 'এখান থেকে মাত্র ষোলো মাইল দূরে ওদের বাড়ি। উডি বার্কির মুখে ওবির ডাক শুনে সবাই যার যার হাতের কাজ ফেলে মুহূর্তে তৈরি হয়ে ছুটে আসবে একসাথে। এসে যখন দেখবে ওবি খুন হয়েছে, তখন কারণ খুঁজবে না কেউ, তোমাকে বিনা প্রশ্নে খুন করবে। এটাই ওদের স্বভাব। পরিবারের একজনের ওপর আঘাত এলে সবাই একজোট হয়ে মোকাবেলা করে ওরা।'

একটু থেমে তিক্ত গলায় আবার বলতে শুরু করল, 'ওবির বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ সত্যি বলে ধরে নিচ্ছি আমি। তাই বলে ভেবো না, তোমার পক্ষ নিয়ে আমি বা শহরের লোকেরা ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব। কারণ সেই সামর্থ্য নেই আমাদের। আমরা সবাই ওদের সমঝে চলার চেষ্টা করি। তাছাড়া তুমি বিদেশী, তোমার পক্ষ নেবার মত তেমন কোন কারণও দেখছি না।'

ঘেমে উঠেছে মোটা শরীরের আইনের লোকটা। তার বুক পিঠ আর বগলের ঘামে ভিজে গেছে শার্ট। ক্লান্ত গলায় আরও বলল, 'ফাসকেনরা তাদের একজনকে খুইয়ে উন্মাদ হয়ে উঠবে, মহা তাণ্ডব শুরু করে দেবে শহরের ওপর। সামনে যাকে পাবে তাকেই খুন করবে, তারপর ছুটবে তোমার পেছনে। সেই ঝুঁকি নিয়েও আমি তোমাকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিচ্ছি। কেন, জানতে চাও? কারণ তোমার মধ্যে আগুন আছে। অন্যায়ের

প্রতিকার করার সৎসাহস আছে, যার প্রমাণ এখানে পড়ে আছে। হয়তো তুমি বা তোমার মত আর কোন সাহসী যুবকের হাত ধরেই আইনের শাসন একদিন এই এলাকায় প্রতিষ্ঠা পাবে। সেই আশায় তোমাকে পালাবার পরামর্শ দিচ্ছি আমি।

'আমার কথা শোনো ইয়াং ম্যান। এখনও সময় আছে, ঘোড়া পাল্টে ছুটতে শুরু করলে বেশ খানিকটা ব্যবধান তৈরি করে নিতে পারবে।' কথা শেষ করে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল শেরিফ।

চোয়ালে চোয়াল চেপে বসেছে ওয়েনের। অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এরমধ্যে। জীবনে কখনও যে ও পালায়নি, তা নয়। কখনও ইন্ডিয়ানদের, কখনও রুরালেদের, আবার কখনওবা পাসির হাত থেকে বাঁচতে পালিয়েছে, তবে সে সবের পেছনে কৌশলগত কারণ ছিল। আজকের ব্যাপার তার সাথে মেলে না। এতজনের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াই করা যদিও ওর একার পক্ষে এক কথায় অসম্ভব। তারপরও ফাসকেনদের সম্বন্ধে শেরিফ যা বলল, তাতে পালিয়ে যাওয়া হবে আরও বড় কাপুরুষতার কাজ। নিরীহ শহরবাসীর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ঝুঁকি নিয়ে হলেও এখানে থেকে বুড়ো ফাসকেনের সাথে কথা বলতে পারলে হয়তো শান্ত করা যেতে পারে ওদের। তাতে যদি কাজ নাই হয় শেষ পর্যন্ত, তখন নাহয় পালানোর কথা চিন্তা করা যাবে। তবে সে পালানো শুধু নিজের জীবন বাঁচাতে নয়, ভবিষ্যৎ মোকাবিলার প্রস্তুতির জন্য।

সিদ্ধান্তে অনড় থাকল ওয়েন ডেব্রাইট। আড়চোখে শেরিফ আর টেন্ডারকে একপলক দেখে নিয়ে দৃঢ়পায়ে দরজার দিকে এগোল।

'যাচ্ছ তাহলে?'

'হ্যাঁ। তবে পালাতে নয়, খেতে। খুব খিদে পেয়েছে আমার।'

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল লোক দুটো।

দুই

কাছাকাছি এক রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ল ওয়েন ডেব্রাইট। এটা একটা মেক্সিকান রেস্তরাঁ। মশলাদার সব উপাদেয় খাবারের সুগন্ধে ভেতরটা ভরে আছে, নাকে গেলে যে কারও খিদে চাগিয়ে ওঠার কথা। কিন্তু ওর খিদে নেই। অথচ বেশ মনে পড়ছে একটু আগেও খিদেয় চোঁ চোঁ করছিল পেট।

তাহলে কি কি ঘটতে যাচ্ছে ভেবে উদ্বেগে আছে বলে খিদে উবে গেল? না হঠাৎ করে সব উত্তেজনা শেষ হয়ে গেল বলে? অর্ডার নিতে ওয়েটার এসে দাঁড়াল ওর টেবিলের পাশে। লোকটার শরীর থেকেও খাবারের গন্ধ আসছে।

'আগে এক কাপ কফি দাও,' বলল ও। 'খাবারের অর্ডার একটু পরে দেব।'

এক মিনিট পর গরম কফি রেখে চলে গেল ওয়েটার। যুবক তখন ভেবে চলেছে, ষোলো মাইল, তার মানে উডি যদি খুব বেগেও ঘোড়া ছোটায়, তাহলেও এই গরমে দু'ঘণ্টার কমে পৌঁছতে পারবে না সে ফাসকেনদের বাড়ি। ওরাও যদি খবর পেয়ে সাথে সাথেই ছুটতে শুরু করে, তাঁহলে এসে পৌঁছতে আরও দু'ঘণ্টা। এরমধ্যে ঘণ্টাখানেক চলে গেছে, তাহলে হাতে আরও তিন ঘণ্টার মত রয়েছে। সময়টা বিশ্রাম নিয়ে কাটালে শরীরের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। তারপর খিদে লাগলে তখন খাওয়া যাবে ভেবে নিয়ে দ্রুত কফি শেষ কবল ও। দাম চুকিয়ে রাস্তায়

বেরিয়ে এল।

খানিকটা এগিয়ে লেস ম্যাঙ্কারের লিভারি স্টেবলে ঘোড়া রেখে বেরিয়ে এল সে। হোটেলে ঢুকে একটা রুম নিল দোতলায়। তারপর রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সোজা বিছানায় গা এলিয়ে দিল। মনকে অন্য চিন্তায় ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করল। ভাবতে শুরু করল; এখান থেকে বেরিয়ে কলোরাডোর পশ্চিমে চলে যাবে। ওদিকটা সবুজ-শ্যামল, এদিকের মত অনুর্বর, পাথুরে নয়। ওখানে গরু পালতে শুরু করবে ডেব্রাইট, যদিও ওদিককার বাজার তেমন লাভজনক নয়। তা হোক, লেগে থাকলে একদিন না একদিন উন্নতি করার সুযোগ নিশ্চই আসবে। তা না ও যদি আসে, তবু আর এদিকে থাকবে না সে। এদিকে আর কোন আকর্ষণ বাকি নেই ওর জন্য। ক্ষতস্থান দুটোর ব্যথা আর অস্বস্তিকর ভাবনা নিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল যুবক।

শেরিফের ধাক্কায় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল ওর। জানালা বন্ধ করার কথা খেয়াল করেনি ঘুমাবার আগে। পশ্চিমে হেলে পড়া রোদ সরাসরি ভেতরে ঢুকে রুমটা আভেনের মত তাতিয়ে তুলেছে। ওর সমস্ত শরীর ঘেমে গোসল হয়ে আছে। ব্যান্ডেজ, শার্ট চুইয়ে বের হওয়া রক্তে বিছানার চাদর ভিজে গেছে।

পাগলের মত ওর ভাল হাতটা ধরে ঝাঁকাচ্ছে শেরিফ। 'ওঠো, মিস্টার! জল্‌দি উঠে পড়ো!'

ভীষণভাবে চমকে উঠল ওয়েন, ধড়মড় করে উঠে বসল। আতঙ্কিত হয়ে ভাবল, শেরিফ যে পথে ঢুকেছে, ফাসকেনরাও সে পথে ওর অজান্তেই ঢুকে পড়তে পারত। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত করল.ও।

উত্তেজিত, চাপা গলায় বলে চলেছে শেরিফ, 'ওরা এসে পড়েছে! তোমাকে খুঁজছে! যদি আমার কথা শুনে তখনই বেরিয়ে পড়তে, তাহলে এতক্ষণে তিন ঘণ্টার দূরত্ব তৈরি করতে পারতে

তুমি। এখন...'

দাঁড়িয়ে পড়ল ডেব্রাইট। সাথে সাথে মাথা ঘুরে উঠল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে খাটের কোনা ধরে ফেলল। শরীরের বাঁ দিকটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। কেমন যেন অবশ অবশ লাগছে। টন্ টন্ করছে বাঁ হাত। মাথা হালকা, বোধহীন মনে হচ্ছে। কি করা উচিত ওর? পালাবে? এখানে থাকলে তো ফাসকেনদের মোকাবিলা করতে হবে। তাতে খুনোখুনি হবেই। আর যদি পালিয়ে যায়, তাহলে শেরিফের কথামত ওরা এখানে তাণ্ডব চালাবে। কোনটা করবে ও?

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করেছে। ক্ষণিকের জন্য একটা সম্ভাবনার কথা মনে এল ওর। যদি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনমতে এখান থেকে পালানো যায়, তাহলে ওরা হয়তো খোঁজাখুঁজি করবে। তাড়াও করবে। তারপর না পেয়ে একসময় হয়তো ক্ষ্যান্ত দেবে। দুর্বল গলায় বলল ও, 'রুমের ভাড়া দিতে হবে যে!'

'সে আমি দেব'খন,' তাড়া লাগাল বৃদ্ধ শেরিফ। 'তুমি বাপু পালাও এখন। পেছনে তোমার ঘোড়া রাখা আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে, দ্রুত বুট পরে ফিতা কষে বেঁধে নিল। তারপর শেরিফের পেছনে পেছনে চলল।

কয়েক পা যেতে না যেতে নিচে রাস্তার দিক থেকে চড়া গলার ধমকাধমকির শব্দ আসছে শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। কান খাড়া করে বোঝার চেষ্টা করল ব্যাপারটা। কয়েকজনের তর্জন-গর্জনের সাথে অন্যরকম শব্দও কানে আসছে। পায়ে পায়ে জানালার পাশে এসে ধুলোমলিন পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। রাস্তার ওপারে, ডান দিকের হাত পঞ্চাশেক দূরে সেই সেলুনটার আর্চের বাইরে ছয়জন লোককে গোল হয়ে দাঁড়ানো দেখতে পেল ওয়েন। আরেকজনকে দেখল সবার ঘোড়ার লাগাম একসাথে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। খুদে

জটলার মধ্য থেকে দু'জন প্রায় অচেতন, কুঁকড়ে যাওয়া বারটেন্ডারের দেহটাকে উঁচু করে ধরে রেখেছে। আরেকজন বিশাল মুঠি পাকিয়ে লোকটার রক্তাক্ত মুখে একের পর এক ঘুসি মেরে চলেছে।

প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করারও ক্ষমতা নেই লোকটার, অসহায়ের মত মার খেয়েই চলেছে। প্রতিবার ঘুসির সাথে চিৎকার করে বলছে লোকটা, 'কোনদিকে গেছে সে? অ্যাই, কুত্তার বাচ্চা, কোনদিকে? জল্‌দি বল!'

মিলার নিরুত্তর।

ডেব্রাইটের শার্টের আস্তিন খামচে ধরে টান দিল শেরিফ। 'চলে এসো তুমি। ভয় নেই, মিলার মুখ খুলবে না।'

ঘোর লাগা দৃষ্টিতে শেরিফের দিকে তাকাল ও। পরমুহূর্তে রিভলভার বের করে মিলারকে মারতে থাকা লোকটার পায়ের কাছে মাটিতে গুলি করল। থমকে গেল লোকটা সাথে সাথে, মাথা তুলে গুলির উৎস খুঁজতে শুরু করল।

চেঁচিয়ে উঠল ওয়েন, 'এই যে, বেজন্মা! আমি এখানে!'

কথাটা বলেই জানালা থেকে মাথা সরিয়ে নিল ও, কিন্তু দেখে ফেলেছে ওরা। শেরিফ ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে দেখে জোরপায়ে তার পেছনে ছুটল ও। জানালা দিয়ে বৃষ্টির মত গুলি এসে দেয়ালের গায়ে, সিলিঙে বিঁধছে। একটা বুলেট ওর মাথার কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে দরজার ওপরের কাঁচের প্যানেল গুঁড়ো করে দিল।

পেছনের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামছে শেরিফ। ফোঁস ফোঁস করে নাক মুখ দিয়ে বাতাস বেরোচ্ছে তার। হাঁপাতে হাঁপাতে খেঁকিয়ে উঠল, 'আহাম্মক! গাধা কোথাকার! এখন আর পালিয়ে যাবার পথও খোলা রাখলে না!'

'কি বলতে চাও তুমি, ওই ভালমানুষ মিলারকে পিটিয়ে মেরে

ফেলতে দেয়া উচিত ছিল আমার?'

'অসহ্য হয়ে উঠলে একসময় ও তোমার কথা ফাঁস করে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা ঠিকই করত! এসো জলদি!'

আর দ্বিধা না করে ছুটল ওয়েন ডেব্রাইট। ঘুমের কারণে এখন কিছুটা সুস্থ বোধ হচ্ছে ওর। খিদেও লেগেছে, কিন্তু খাবার সুযোগ নেই এ মুহূর্তে। সিঁড়ির পাশে ঘোড়াটা স্যাডল পরানো অবস্থায় তৈরি আছে দেখল সে। স্যাডলব্যাগটা বেশ ফোলা দেখা যাচ্ছে।

ওটার পাশে দাঁড়িয়ে অধৈর্য গলায় বলল শেরিফ, 'স্যাডলব্যাগে খাবার আছে, পথে খেয়ে নিয়ো! ঈশ্বরের দোহাই, ভাগো এখন!'

একলাফে স্যাডলে চড়ে বসল ডেব্রাইট। গলির শেষ মাথার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়ার দু'পাশে স্পার দাবাল জোরে। দশ পা-ও এগোতে পারেনি, তার আগেই গলির ওমাথা দিয়ে ঢুকে পড়ল দুটো ঘোড়া, এদিকেই আসছে। যেমন বিশাল ঘোড়া, তেমনি বিশালদেহী দুই আরোহী। একজন উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, হারামজাদা!'

মনিবের বিপদ টের পেয়েছে ঘোড়া, তাই সঙ্কেত পাওয়ামাত্র পেছনের পায়ের ওপর ভর রেখে চট্ করে ঘুরে গেল। পলকে উল্টোদিকে ঘুরে ছুটতে শুরু করল তীরবেগে। স্পার দাবিয়ে ওটার গতি বাড়িয়ে দিল ডেব্রাইট। সামনে দাঁড়ানো শেরিফের হাতে পিস্তল দেখতে পেল, যদিও ব্যবহার করার মত করে ধরে রাখেনি সে ওটা। মনে মনে লোকটার প্রতি করুণা হলো ওর। সে নয়, আসলে ফাসকেনরাই এখানকার আইন। শরীরের ওপর অংশ ঘোড়ার পিঠের সাথে ঝুঁকিয়ে ঝড়ের বেগে শেরিফকে পাশ কাটিয়ে ছুটল যুবক। পেছনে গুলির শব্দ উঠল।

বুলেটটা কোনদিকে গেছে লক্ষ করতে পারেনি ওয়েন। বাঁ দিকে দুটো মাটির ঘরের মাঝখানে সামান্য ফাঁক নজরে পড়তে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওইটুকু সময়ের মধ্যে বাঁ দিকে পলকের

জন্যে তাকিয়ে দেখতে পেল, বেকায়দা ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে আছে শেরিফ। তার নিশ্চল শরীরটাকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে ছুটে আসছে দুই ফাসকেন।

তাড়া খেয়ে জীবনে অনেকবার পালিয়েছে ওয়েন ডেব্রাইট। বেঁচেও গেছে। এবারও ওর পালানোর চেষ্টা সফল হবে, না এই নোংরা অপরিসর গলিতে ফাসকেনদের হাতে মৃত্যু ঘটবে, জানে না। যদি ঘটেই যায়, তাহলে কিছু করার নেই। আর যদি বেঁচে যেতে পারে তাহলে শেরিফ হত্যার প্রতিশোধ নেবেই নেবে, প্রতিজ্ঞা করল সে মনে মনে। উপকারী বুড়ো লোকটার অসহায়ত্বের কারণ ভালই বুঝতে পারছে সে এখন। তার মাটিতে লুটানো দেহটার কথা মনে হতেই চোয়াল শক্ত হয়ে চেপে বসল।

নুয়ে পড়া পুরানো কাঠের একটা বেড়া টপকে এল যুবক। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা পুরানো টিন, কাঠের ভাঙাচোরা টুকরো, ভাঙা বোতল, আবর্জনার স্তূপ মাড়িয়ে, ঘর-বাড়ির ফাঁক-ফোকর দিয়ে একছুটে শহরের শেষপ্রান্তে চলে এল। করণীয় নিয়ে মুহূর্তের জন্য দোটানায় ভুগে শেষে উত্তরদিকে ঘোরাল ঘোড়ার মুখ। মাথা ঘুরিয়ে দেখে নিল দুজনের সাথে আরও তিনজন যোগ দিয়ে একযোগে ছুটে আসছে।

চিন্তার রেখা ফুটল ওর কপালে। ফাসকেনদের শাস্তি দিতে হলে বেঁচে থাকতে হবে, আর সে জন্য সুযোগ তৈরি করে নিতে হবে। স্যাডলবুটে ওর রাইফেলটা রেখে দিয়েছে শেরিফ। গুলির পাউচটাও জায়গামতই আছে। মুহূর্তের জন্য বেদনায় ছেয়ে গেল মন। এক ঝট্‌কায় রাইফেল বের করে নিল, ওদেরকে দেরি করিয়ে দিতে কিছু কৌশল খাটাতে হবে।

চেম্বারে গুলি ভরে প্রথম থেকে পেছনে লাগা দুটো ঘোড়ার একটার বুক লক্ষ্য করে যত্নের সাথে একটা গুলি করল ও। তীব্রবেগে ছুটন্ত ঘোড়াটা আচমকা ডিগবাজি খেল দুটো। আরোহী

কিছু বোঝার আগেই স্যাডল থেকে উড়ে গেল অনেকখানি। মাটিতে ধড়াস করে আছড়ে পড়ে দশ-বারোটা গড়ান দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা গুলি করতে আরম্ভ করল।

গুলি এড়াতে দ্রুত এঁকেবেঁকে ছুটল ডেব্রাইট। ওই অবস্থায়ই পেছনে তাকিয়ে দেখল চার ফাসকেনের দু'জন ঘোড়া থেকে নেমে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে অনবরত। অন্য দু'জন পড়ে যাওয়া ফাসকেনের সাথে কথা বলছে। সে ততক্ষণে সামলে নিয়ে মাটি থেকে উঠে ধুলো ঝাড়তে শুরু করেছে। চোখ মোটা করে নিজের মৃত ঘোড়াটাকে দেখছে।

একটুপর আবার তাকাল ওয়েন। দেখতে পেল শহরের দিক থেকে আরও তিনজন তেড়ে আসছে। মোট আটজন। আট ফাসকেন। মৃত শেরিফের ভাষায় এরা প্রত্যেকেই ওবির মতই নীচ প্রকৃতির। ন্যায় অন্যায় বোঝে না, মানে না। আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী হয়েও শক্তির জোরে আইনকেই বুড়ো আঙুল দেখায়। প্রমাণ আজ নিজের চোখেই দেখেছে ওয়েন। এরা সভ্যতার শত্রু। তাই সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে এদের শেষ করতে হবে।

ওদের গতি আপাতত থামিয়ে দিতে পেরেছে ওয়েন। শহর থেকে নতুন ঘোড়া এনে আবার ধাওয়া শুরু করার আগে অন্তত মাইল দুয়েক এগিয়ে যেতে পারবে ও। সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে, এ অবস্থায় এগিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ছুটছে ও। একটা চিন্তা অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে এর মধ্যে। শেরিফকে যে ওরা খুন করেছে, সেটা বাইরের কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। কারণ সামান্য যা দেখতে পেয়েছে ও, তাতে মনে হয়েছে ফাসকেনরা শহরে ঢোকার সাথে সাথে বাসিন্দারা সবাই শহর খালি করে পালিয়েছে। নয়তো দরজায় খিল এঁটে ভেতরে লুকিয়ে পড়েছে। তাদের কেউ দুর্ঘটনাবশে যদি আসল ঘটনা দেখেও থাকে, প্রকাশ করার সাহস পাবে না কোনদিনও।

এই অবস্থায় ফাসকেনরা চাইলে ওই খুনের দায়ও ডেব্রাইটের ঘাড়ে গছাতে পারে। এক কাজে দুই কাজ হবে তাহলে। এবং ওকে জীবিতই ধরতে হবে ওদের, এমন কোন কথাও নেই। লাশটা পেলেই চলবে।

আর যদি ও কোনমতে বেঁচেই যায়, তাহলে ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজাবে যাতে ওকে শেরিফ হত্যার দায়ে ওয়ান্টেড ঘোষণা করা হয়। মাথার ওপর যথেষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা পুরস্কারের টোপ ঝোলানো হয়। চিন্তায় পড়ল ওয়েন ডেব্রাইট। এখন চাইলেও এদের সাথে মোকাবিলা না করে থাকার পথ নেই ওর।

ছুটন্ত ঘোড়া থেকে আচমকা পড়ে যাওয়ার ধাক্কা কাটিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লী ফাসকেন। বিভ্রান্ত চেহারায় পা টেনে টেনে মৃত ঘোড়ার দিকে এগোল। পাশাপাশি ছুটতে থাকা তার ভাই, মিড, বাধ্য হয়ে থেমে পড়ল। পেছন পেছন আসা অন্য তিন ভাই, ডিক, এড ও ডেভ ওকে পড়ে যেতে দেখে দ্রুত ছুটে এসে দাঁড়াল পাশে। এড আর মিড, দুজনে পালাতে থাকা যুবকের দিকে গুলি ছুঁড়ছে।

পরিবারের সবার ছোট লী ফাসকেন। কয়েকদিন শেভ্ না করা অপরিষ্কার চেহারা। অবশ্য দাড়ি গোঁপ এখনও ঘন কালো হয়ে ওঠেনি ওর। তার মধ্যে সারা মুখ ব্রনে ঠাসা।

অকথ্য-অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে ঘোড়ার নিচে আটকা পড়া রাইফেল টেনে বের করে এনে তাক্ করে দাঁড়াল সে। তারপর ওয়েনের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল।

ভাইদের মধ্যে সবার বড় এড, ভাবলেশহীন চেহারায় বলল, 'এতদূর থেকে গুলি লাগানো যাবে না ওর গায়ে। ডেভ, তুমি লীর জন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসোগে' যাও।'

ডেভ চলে গেল। শহরের দিক থেকে তখনই আরও তিনজন, ওদের বাপ বুড়ো বিল ফাসকেন, দু'ভাই–হার্ব এবং কন এসে বাকিদের সাথে যোগ দিল।

গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে দিল লী। চিন্তিত চেহারায় তার দিকে তাকাল বড় ভাই। 'শেরিফকে তুমিই গুলি করেছ?'

ছোট বাচ্চা দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন চেহারা করে, তেমনি চেহারা হলো ছেলেটার। কাঁচুমাচু হাসি হেসে সামান্য নড করল।

'কেউ দেখেছে?'

'শেরিফ, আমি, মিড আর ওই শয়তান খুনীটা ছাড়া গলিতে কাউকে দেখিনি।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

গভীর দৃষ্টিতে ওকে কয়েকমুহূর্ত দেখল এড। 'তাহলে ওই লোকটাকে ধরে আনতেই হবে আমাদের।'

বাপ বেঁচে থাকলেও প্রায় চল্লিশ বছরের এডই সংসারের প্রধান বর্তমানে। তার কথাতেই সব কাজ চলে। অনুতাপহীন কণ্ঠে মন্তব্য করল সে, 'বুড়োটা খুন হয়ে ভালই হয়েছে। এখন ডেভ আমাদের কাউকে শেরিফ নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে শহর থেকে নতুন একটা ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল ডেভ। মৃত ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলে ওটাতে পরিয়ে চড়ে বসল লী। গম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়ল এড, 'চলো এবার সবাই, বজ্জাতটাকে ধরি গিয়ে।'

ছুটল ওরা সার বেঁধে। পলায়নপর খুনীটাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, মাইল দেড় কি দুই আগে ছুটছে সে। তাই ট্রেইল অনুসরণের কষ্ট না করেই ওরা নিশ্চিন্তে তাড়া করে চলছে। বিস্তৃত

সমতলভূমির ওপর দিয়ে চলছে সবাই, চিতার মত ক্ষিপ্রগতিতে। এ মুহূর্তে তাদের সবার মনে অদ্ভুত এক চিন্তার ঐক্যসুর বেজে চলেছে। ওরা জানে এই প্রথমবার ফাসকেন পরিবারের ওপর আঘাত এসেছে, ওই হাত এখুনি ভেঙে চুরমার করে না দিতে পারলে কোমানচি ওয়েলসে ফাসকেনদের রাজত্ব অচিরে ফুরিয়ে যাবে। চারদিক থেকে একের পর এক হামলা হবে। এক সময় ভেঙে পড়বে পারিবারিক ঐক্য, দাপট হারিয়ে সবার চোখে খেলো হয়ে যাবে। কাজেই ড্রেব্রাইটকে তাদের চাই-ই চাই।

দিনের আলো ফুরিয়ে দ্রুত অন্ধকার নেমে এল। আরও একটুপর ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিল। সবার আগে ছিল সে। 'দেখতে পাচ্ছি না ওকে। এই অন্ধকারে ট্রেইল দেখে চলাও সম্ভব নয়।'

কিছু ভেবে নিয়ে মুখ খুলল এড; 'আমি আর ডেভ এখানেই থাকছি। তোমরা সবাই চলতে থাকো। থামবে না কেউ। রাতে যদি ওকে না পাও, তাহলে সকালে দু'দলে ভাগ হয়ে ট্রেইল খুঁজে নেবে। যদি ট্রেইল না পাও, তাহলে ডেভের জন্য ফোগার্টির রোডহাউসে অপেক্ষা করবে। যাও সবাই, চলতে শুরু করে দাও।'

যতক্ষণ দেখা গেল ওদের চলে যাওয়া দেখল সে। তারপর নেমে নিজের আর ডেভের ঘোড়া দুটোকে খুঁটা পুঁতে বাঁধল। ডেভ আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করল। একটুপর আগুন জ্বেলে স্যাড্‌লে বাঁধা ব্যাগ থেকে খাবার বের করে সাপার তৈরিতে মন দিল।

ডেভের কাজ দেখতে দেখতে তাকে বেজির সাথে তুলনা করল এড। পরিবারের একমাত্র শিক্ষিত ডেভ স্মার্ট, ধূর্ত এবং নীতিজ্ঞানহীন। কোমানচি ওয়েলসের একশো মাইলের মধ্যে ও-ই একমাত্র লইয়ার। ভাইদের নির্মম নিষ্ঠুরতা আর নিজের নীতিহীনতা দিয়ে মোটামুটি সাইজের একটা র‍্যাঞ্চ জোগাড় করে

ফেলেছে সে। সমস্যা হচ্ছে র‍্যাঞ্চটা এত লোকের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে যখন সবচাইতে ভাল ষাঁড়ের দামও চার ডলারের বেশি ওঠে না। তারওপর যথেষ্ট খদ্দেরের আকাল পড়লে সত্যি সত্যিই পরিবারের খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের।

ডেভ আবার 'জাস্টিস অভ দি পীস'। আপনমনে হাসল এড। একটাই ন্যায় বিচার করে ও, আর সেটা অবশ্যই ফাসকেনদের পক্ষে। ওর বিচারে শাস্তির ভয়ে সারা দেশ ফাসকেনদের সমস্ত চাহিদা নির্দ্বিধায় পূরণ করে থাকে।

ডেভের সাপার তৈরি করা হয়ে গেছে। ভাগের বীন আর দু'কাপ ধূমায়িত কফি খেয়ে স্যাডলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল এড। কিছুক্ষণের মধ্যে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

—

ফাসকেনদের ছঁয় সদস্য শত্রুর সন্ধানে ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে। চুপচাপ। নিজেদের মধ্যে চিন্তার অদ্ভুত মিল থাকায় কোন কথা বলার প্রয়োজন পড়ছে না ওদের। এভাবে ছুটে শত্রুকে ধরতে পারার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, তবু ছুটছে ওরা। ওদের বেঁচে থাকার যেন একটাই উদ্দেশ্য এখন, তা হচ্ছে চ্যালেঞ্জকারী শত্রুকে ধরা।

মাঝরাত এসে চলে গেল, তবু চলা থামায়নি তারা। রাত প্রায় দুটোর দিকে আকাশের গায়ে উঁচু একটা বাড়ির কাঠামো ফুটে উঠল। পোয়া মাইলের মত দূরে। ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুড়ো বিল। সেদিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। অন্যরা সবাই তার পেছনে দাঁড়াল।

একটুপর ডিক জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবছ, বাবা? হারামজাদা ওখানে আছে মনে হয় তোমার?'

'অসম্ভব নয়।'

'আমরা গিয়ে দেখব একবার?'

'মন্দ হয় না। ওবির দুটো গুলি শুনেছি লেগেছে ওর গায়ে। বিশ্রাম নিতে ওকে থামতে হবেই। চলো যাই, একবার দেখেই আসি।'

'বাড়ির লোকজন যদি শয়তানটাকে লুকিয়ে রাখে?'

'তাহলে আমরা বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করব,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল সে।

দল বেঁধে বাড়িটার দিকে এগোল সবাই। একশো ফুট মত দূরে থাকতে ডিক আর লী চুপিসারে সরে পড়ল দল থেকে। বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। তারপর বাইরের ঘরগুলো খুঁজতে শুরু করল।

অন্য তিন ছেলেকে নিয়ে বুড়ো সোজা এসে বড় ঘরের সামনে থামল। মিড আর হার্ব নিঃশব্দে সরে গিয়ে ঘরের দুপাশে, আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল।

'হ্যালো! বাড়িতে কেউ আছ?' হাঁক ছাড়ল বুড়ো।

একটা ল্যাম্প জ্বলে উঠল ভেতরে। দরজার ফাঁক দিয়ে ওটার আলোর ছিটেফোঁটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। দরজার পাল্লার পিপ্‌হোল মুহূর্তের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল, কেউ উঁকি দিয়ে বাইরে দেখছে। তারপর খুলে গেল দরজা।

রাইফেল হাতে নাইটশার্ট পরা একলোক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। সঙ্গী পাওয়া গেছে মনে করে লোকটার মন খুশি হয়ে উঠল। হালকা গলায় বলল সে, 'দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলে এসো।' আগন্তুকদের ঢোকার সুবিধা করে দিতে দরজা ছেড়ে পিছিয়ে দাঁড়াল।

ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভেতর পা রাখল বিল। তার পেছনে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল কন। মিড আর হার্ব আসা পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর তিন ভাই ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। পিস্তল বের করে সিঁড়ির দিকে এগোল কন।

ওপরে উঠে চিলেকোঠা খুঁজে দেখার ইচ্ছা।

ওদের কাণ্ড দেখে মালিকের মুখ থেকে স্বাগত হাসিটা মিলিয়ে গেল। চোখ সতর্ক হয়ে উঠেছে। 'কি চাও তোমরা?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল বিল, 'আমার এক ছেলের খুনীকে খুঁজছি। দেখেছ তাকে?'

বুড়োর পেছনে দাঁড়ানো ছেলেদের দিকে তাকাল বাড়ির মালিক। চেহারায় ঔদ্ধত্য ফুটছে। ওপরে ততক্ষণে কনের ইশারা পেয়ে দু'ভাই আরেক বন্ধ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। খেপে উঠল বাড়ির মালিক। গলা চড়িয়ে বলল সে, 'এক্ষুণি বেরোও আমার বাড়ি থেকে। তোমরা আইনের লোক নও, সে এখানে থাকলেও তোমাদেরকে বলতাম না আমি।'

পাত্তা দিল না বুড়ো ফাসকেন। 'মিড, যাও, পাশের রুমটা দেখে নাও ভাল করে।'

মিড পা বাড়াতে মালিক তার বাহু চেপে ধরল। 'যাবে না। ও ঘরে আমার স্ত্রী আছে।'

ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল মিড। রাইফেল উঁচু করল মালিক। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার কপালে শক্ত আঘাত করল বিল। প্রচণ্ড আঘাতে গুঙিয়ে উঠল লোকটা, লুটিয়ে পড়ল। সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

দরজা ঠেলে ভেতরে গেল মিড। বেডরুম থেকে ভারী কিছু একটা শব্দ এল। প্রায় সাথে সাথে পিছিয়ে এল সে। ডান গালে হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

ওদিকে চিলেকোঠা থেকে লাফিয়ে নেমে বেডরুমের দিকে দৌড়াচ্ছে কন। উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে চোখ। জিভ দিয়ে বার কয়েক ঠোঁট চেটে নিল। দরজার কাছে গিয়ে মাথা সোজা করে

ডাইভ দিয়ে বেডরূমে ঢুকে পড়ল সে।

বেডরূমের খোলা দরজা দিয়ে কয়েকমুহূর্তের জন্য একটা নারীদেহ দেখতে পাওয়া গেল, কনের দিকে জ্বলন্ত একটা কাঠের টুকরো বাড়িয়ে ধরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে নাচাচ্ছে। তবে দেরি করে ফেলেছে সে।

ক্ষিপ্রগতিতে মেয়েটির পেছনে পৌঁছে গেল কন। পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথার পেছনে মারল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মেয়েটি। পড়ে থাকা অজ্ঞান দেহটার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কন কয়েকমুহূর্তের জন্য। মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে তার। দেহটা ডিঙিয়ে বেডরূম থেকে বেরিয়ে এল সে।

'পেলে?' প্রশ্ন করল বিল।

মাথা নাড়ল কন।

ডিক আর লীও ততক্ষণে বাইরের ঘরগুলো খোঁজা শেষ করে এ ঘরে এসে ঢুকেছে। 'ওদিকে কাউকে পেলাম না, বাবা।' হতাশ শোনাল লীর গলার স্বর।

'তাহলে আর কি; চলো যাই। শুয়োরের বাচ্চা বোধহয় এদিকে আদৌ আসেইনি,' শ্রাগ করে বলল বুড়োটা।

তিন

অন্ধকার নেমে আসার পরও টানা এক ঘণ্টা ছুটে চলেছে ওয়েন ডেব্রাইট, একইদিকে। হঠাৎ খেয়াল হলো এভাবে এগোনো ঠিক

হচ্ছে না, অনুসরণকারীরা এখনও পেছনে লেগে থাকলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। একটু ভেবে নিয়ে দিক্ পরিবর্তন করল ও। উত্তর থেকে ঘোড়ার মুখ কিছুটা পশ্চিমে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকল এবার। জানে এতেও বিশেষ লাভ হবে না। সকাল হলেই ট্র্যাক খুঁজে পাবে ব্যাটারা, ধেয়ে আসবে।

দ্রুত শক্তি ফুরিয়ে আসছে যুবকের। জেদ এবং পরবর্তীতে প্রাণের তাগিদে ছুটতে গিয়ে এতক্ষণ গুলির আঘাতের কথা ভুলে ছিল। কিন্তু এখন ওখান থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে, সেই সাথে তীব্র ব্যথাও হচ্ছে। রক্ত পড়া আসলে কখনোই বন্ধ হয়নি, ব্যান্ডেজ বাঁধা আর ঘুমের কারণে বিশ্রাম পেয়ে কমে গিয়েছিল। কিন্তু ছোটার ফলে ঝাঁকি খেয়ে খেয়ে এখন তার মাত্রা কয়েকগুণ বেড়েছে। সারারাত এভাবে ছোটা সম্ভব নয় বুঝতে পারছে ওয়েন। ও জানে ওকে বিশ্রাম নিতেই হবে। এমনিতেই অনেক ক্ষতি হয়েছে। খুব দুর্বল লাগছে।

মাঝরাতের দিকে একটা প্রশস্ত, প্রায় শুকিয়ে যাওয়া স্রোতের পাশে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল ও। তলায় পানির একটা ক্ষীণ ধারা তখনও অবশিষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে পানি খাওয়াল ও, নিজেও খেল পেট পুরে। তারপর সঙ্গের ক্যানটিনটা ভরে নিল। পরে স্রোত পেরিয়ে অপর পাড়ে এসে খুঁটা পুঁতে লম্বা দড়ি দিয়ে ঘোড়া বাঁধল। এ পাড়ে বেশ ঘাস আছে। আর আছে প্রচুর মেসকিটের ঝোপ। ঘোড়া পালিয়ে যাবে আশঙ্কা করে ওটাকে বেঁধে রাখার কথা ভাবেনি সে। এটা কোমানচি এলাকা, ঘোড়াবিহীন কোন সাদা মানুষ এখানে বেঁচে থাকার আশাও করতে পারে না। তাই সাবধান থাকা ভাল ভেবে বেঁধেছে।

মেসকিটের ঘন ঝোপের আড়ালে বসে শেরিফের দেয়া খাবার স্যাকটা খুলল ওয়েন ডেব্রাইট। মন খারাপ হয়ে উঠল। মানুষটা

আসলেই ভাল আর সরল ছিল। নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখার কোনরকম ভান করেনি। অমন একটা হৃদয়বান মানুষকে কি না প্রাণ দিতে হলো প্রায় বিনা কারণে?

নিজেকে সামলে নিয়ে খাবার খেল ও, স্যাডলে মাথা রেখে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। প্রায় সাথে সাথে অস্বস্তিকর ঘুম এসে জুড়ে বসল চোখে।

ভোরে ঘুম ভাঙল নিজে থেকেই। তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে আবারও খেয়ে নিল ও, তারপর উত্তর-পশ্চিম মুখী হয়ে চলতে শুরু করল। সমতল রুক্ষ ভূমি, এখানে-ওখানে ঢেউ খেলানো। কোথাও কোথাও রিমরক প্রাকৃতিক নিয়মে ফেটে গিয়ে গভীর খাদ সৃষ্টি করেছে, তার পাথুরে পাড়গুলো খাড়া খাড়া। কখনও বা আবার ঘন গাছপালায় ঢাকা গভীর গিরিখাত।

চলার মধ্যে বারবার দিগন্তের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। ফাঁকা জায়গার ওপর দিয়ে চলার সময় যতটা সম্ভব রিজের চূড়ার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছে সে। দুপুর নাগাদ কুড়ি মাইলের মত এগোতে পারল ও। তারপর নিজের এবং পরিশ্রান্ত ঘোড়াটার বিশ্রামের জন্য থামল। খেয়ে নিল আবার।

জ্বর আসছে যুবকের। মনে হয় ঘা দুটোয় পুঁজ জমছে। টন্ টন্ করছে। তবু ভয়ে ব্যান্ডেজ খোলার সাহস করল না। ওতে যে ব্যথা লাগবে তাতেই বাকি শক্তি সব শেষ হয়ে যাবে। মনে মনে ফাসকেনদেরকে অভিশাপ দিল ও। আর কতদূর ওদের তাড়া খেয়ে ছুটতে হবে? ঘা শুকানো এবং লড়াই করার মত শক্তি ফিরে পেতে সময় দরকার। কখন পাবে ও সে সময়?

প্রায় সারা বিকেল আচ্ছন্নের মত চলল ওয়েন। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, বুঝতে পারছে না ঠিকমত। ঘোড়াটাকে ঠিকমত ছোটাবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। পশুটা ইচ্ছামত প্রায়

হেঁটে হেঁটে এগোচ্ছে। তবে কপালগুণে দিক ভুল করেনি ওটা। মাথার ওপর সূর্য নির্দয়ভাবে আগুন ঝরিয়ে চলছে। শেষ বিকেলে আর ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার ক্ষমতা অবিশিষ্ট রইল না ওর। অর্ধচেতন অবস্থায় পৌঁছে গেছে। মাথা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। ব্যথার তীব্র হুল ফুটছে শরীরে, মগজে। বিশ্রাম নিতে না পারলে মারা যাবে ডেব্রাইট। থামতে হবে ওকে।

শরীরটাকে পিছলে দিয়ে স্যাডল থেকে নেমে এল ওয়েন। দীর্ঘসময় চেষ্টা করে খুঁটা পুঁতে ঘোড়াটাকে বাঁধল কোনমতে। তারপর কয়েক পা এগিয়েই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। প্রায় সাথে সাথে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। ঘুম নয়, যেন মরে গেছে, এমন অবস্থা। একসময় সূর্য ডুবে গেল পশ্চিমে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আঁধার নামল পৃথিবীতে। রাত গভীর থেকে গভীর হলো, তবু ভাঙে না ঘুম।

খুব ভোরে আচমকা জেগে উঠল ও। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। বোধহয় এ কারণেই ঘুম ভেঙে গেছে। হাতড়ে স্যাডলের কাছে পড়ে থাকা ক্যানটিনটাকে তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে ধীরে ধীরে পানি খেল। দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখার চেষ্টা করল। এখনও বেশ জ্বর বোধ হচ্ছে।

কিছুই দেখতে পেল না ওয়েন। রাতের নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও কানে এল না। খিদে খিদে লাগছে, পিপাসা এখনও পুরো মেটেনি। ও জানে এগুলো শুভ লক্ষণ। ক্ষতস্থানগুলোয় এখনও যন্ত্রণাদায়ক তীব্র ব্যথা, তবু গত বিকেলের থেকে এখনকার অবস্থা অনেকগুণে ভাল মনে হচ্ছে। প্রথম থেকে সব কথা ধারাবাহিকভাবে মনে পড়ছে–এটা অবশ্যই শারীরিক উন্নতির লক্ষণ।

সব কথা মনে পড়তেই রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ঘা শুকানো আর জ্বর ছেড়ে যাবার জন্য সময় দরকার। একটু সুস্থ

হলেই ওদের মজা বুঝিয়ে দেবে ওয়েন ডেব্রাইট। শিকার তখন উল্টে শিকারি বনে যাবে। এমন দশা করে ছাড়বে যাতে ফাসকেনরা কেন ওকে তাড়া করেছিল, সে কথা ভেবে আক্ষেপ করবে মরার সময়।

আকাশ ফর্সা হতে রওনা হলো ওয়েন। ঘোড়ায় চড়ার কসরত করতে গিয়ে জানটা যেন বেরিয়ে যেতে বসেছিল। হাঁপাচ্ছে ও। ঘামছে দরদর করে। তবুও আজ আগের দিনের চাইতে অনেক ভাল বোধ হচ্ছে। শক্তি ফিরে আসছে দেহে। ঘোড়ার মুখ এবার সোজা উত্তরে ঘুরিয়ে দিল ও।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হলো। স্যাডলে বসেই খেলো সে, চলতে চলতে শেষ দুপুরের দিকে একটা পাথুরে টিবির মাথায় চড়ে থেমে সামনে তাকাল। অলস ভঙ্গিতে শকুন উড়ছে দূরে। অশুভ দৃশ্য।

কি হতে পারে, কোন মৃত জন্তু? যাই হোক না কেন, জায়গাটা ওর চলার পথ থেকে খুব দূরে নয়। ঘোড়ার মুখ সেদিকে ফিরিয়ে এগিয়ে চলল ডেব্রাইট। খুব সতর্ক হয়ে এগোচ্ছে। যদিও কোন ইন্ডিয়ানের ট্র্যাক চোখে পড়েনি এখনও। তবু এটা কোমানচি এলাকা, এখানে সতর্ক থাকাই উচিত। মাইল খানেকও এগোয়নি, তার আগেই কয়েকটা ঘোড়ার ট্রেইল চোখে পড়তে দ্রুত এক মেসকিট ঝোপের আড়ালে এসে থামল সে। সতর্ক চোখে আড়াল থেকে চারদিক দেখে নিল। তারপর ঘোড়া বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে এগোল।

পরীক্ষা করে ছ'টা ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখল সে মাটিতে। সবক'টা নালবিহীন। এমনকি খুরগুলো দীর্ঘদিন চাঁছাও হয়নি। ফাসকেনদের নয় তাহলে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো ডেব্রাইট। এগুলো ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল। বোধহয় কোন হান্টিং অথবা স্কাউটিং পার্টি হবে। হয়তো ওদের পড়ে থাকা অতিরিক্ত শিকারে সুযোগ পেয়ে ভাগ বসাচ্ছে শকুনগুলো।

ভাল করে দেখে বুঝতে পারল ট্রেইলগুলো কমপক্ষে আধাদিনের পুরানো। ঘোড়ায় চড়ে আবার শকুন লক্ষ্য করে এগোতে শুরু করল। দশ মিনিট পর মাটিতে দলবেঁধে ভূরিভোজ আর কামড়াকামড়িতে ব্যস্ত শকুনগুলোর কাছে এসে পড়ল ও। কর্কশ স্বরে ডেকে উঠে অনিচ্ছুকভাবে সরে গেল ওরা ডেব্রাইটকে দেখে। ডানা ঝাপটে কয়েকটা উঠে গেল আকাশে। নিচু দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে শুরু করল। দুটো মানুষের দেহ পড়ে আছে দেখল যুবক।

আরও কাছে পৌঁছে মুখ বিকৃত করে ফেলল ও। স্কাল্পহীন মাথার পাশের চামড়ার সাথে যথেষ্ট চুল তখনও দেখা যাচ্ছে। একজনের বেশিরভাগ ধূসর, অন্যজনের ঘন কালো, কোঁকড়া চুল। চেহারা শরীর দেখে কিছু বোঝার অবস্থা নেই, তবু মনে হলো, এরা সম্ভবত বাপ-ছেলে হবে। অসতর্কভাবে হান্টিং পার্টির সামনে পড়ে গিয়েছিল। প্রচুর কার্ট্রিজের খোল পড়ে থাকা দেখে বোঝা যায় একেবারে বিনাযুদ্ধে প্রাণ দেয়নি এরা। শকুনগুলো এমনভাবে সারা শরীর ঠুক্‌রে খেয়েছে যে দেখে বোঝার উপায় নেই বর্বর কোমানচিরা খুন করার পর মৃতদেহের ওপর আর কোন অত্যাচার চালিয়েছে কি না।

সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক ভাল করে দেখল ওয়েন, কোথাও কোন নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। দেরি করতে মন সায় দিচ্ছে না, আবার দুটো মরা মানুষের দেহ এভাবে শকুনের খাদ্য হতে রেখে দিয়ে চলে যেতেও বাধছে। কাছাকাছি তাকিয়ে মাটি খুঁড়বার কোনকিছু দেখতে পেল না ও। তবে শ'খানেক গজ দূরে বৃষ্টির পানির ঢল বয়ে যাওয়ার কারণে তৈরি হওয়া একটা ওয়াশ দেখতে পেল। এখন ওটা শুকিয়ে আছে। দু'পাড়ে নরম বেলে মাটি। ওই পর্যন্ত দেহ দুটো টেনে নিতে প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তবু ভেবে চিন্তে কাজটা করারই সিদ্ধান্ত নিল।

দেহ দুটোকে একহাতে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে খাড়া পাড় ধরে ওয়াশের ছ'ফুট গভীর খাদে ফেলল সে। এই সামান্য পরিশ্রমেই দম বন্ধ হয়ে এল। মাথা ঘুরছে, বমি করে দিতে ইচ্ছা করছে। তবুও থেমে থেমে, বুটের লাথি আর হাতের টানে পাড়ের মাটি খসিয়ে ফুট দুই উঁচু করে ঢেকে দিতে পারল দেহ দুটো।

কাজটা শেষ করে কিছু সময় ওখানেই বসে থেকে নিজেকে সুস্থ করার চেষ্টা করল যুবক। এখন আর শকুনে খেতে পারবে না, তবু, এর চাইতে ভালভাবে নিহত মানুষ দুটোর শেষগতি করতে না পারার আক্ষেপ রয়েই গেল। সাথে একটা বাইবেলও নেই যে দু'ছত্র পাঠ করবে।

একটু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওয়েন। চারদিকে ঘুরে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। ওর চোখ নিচে, ট্রেইল খুঁজছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্ডিয়ানদের এখানে আসা এবং চলে যাওয়ার দুটো ট্রেইলই পেয়ে গেল। ব্যাটারা যাবার সময় নিহত সাদা মানুষ দুটোর ঘোড়াও নিয়ে গেছে। ওদের যাবার ট্রেইলে আরও দুটো ঘোড়ার ট্রেইল দেখতে পেল ও। এ দুটোও নালবিহীন তবে সম্প্রতি খুর চাঁছা হয়েছে বোঝা যায়।

এবারে আরও দূর দিয়ে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ওয়েন। ওই ঘোড়া দুটোর এখানে আসার ট্রেইল খুঁজছে সতর্ক চোখে। একটুপর পেয়েও গেল।

ফিরে গিয়ে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল ও। এখানকার দুর্ঘটনার বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবে, না ধেয়ে আসা ফাসকেনদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পালাবে, তাই নিয়ে দোটানায় ভুগল কয়েকমুহূর্ত। এদের দুজনের নিশ্চই পরিবার আছে র‍্যাঞ্চে। তারা চিন্তায় থাকবে। আর সময় মত পুরুষরা বাড়ি না ফিরলে মেয়েদের পক্ষে এই কোমানচি এলাকায় তাদের খোঁজে আসা একেবারেই অসম্ভব কাজ। যদিও কোমানচি এলাকার

র‍্যাঞ্চহাউসগুলো প্রায় দুর্গের মত তৈরি করা হয়ে থাকে। ওয়েন ডেব্রাইট সেরকম কয়েকটা দেখেছেও। সাধারণভাবে সেসব দুর্ভেদ্য হলেও এদের বাড়িতে যদি আর কোন পুরুষ মানুষ না থেকে থাকে, তাহলে শুধু মেয়েরা কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবে বর্বর কোমানচিদের আক্রমণ? ওর আশঙ্কা হলো, হান্টিং পার্টি আরও বড় বিজয়ের আশায় নিশ্চই নিজেদের গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে আনতে গেছে। এ অবস্থায় একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে এদের বাড়ির লোকদের সতর্ক করে দেবার দায়িত্ববোধ জাগল ওর ভেতরে।

মনের সাথে বোঝাপড়া করতে করতেই ঘোড়াদুটোর আসার ট্রেইল দেখে দেখে পেছনদিকে চলল ও। বেলা শেষ হয়ে আসছে, সূর্য ডুবতে খুব একটা দেরি নেই। এক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা পর ট্রেইল আর দেখতে পাবে না সে। ঘোড়াটাও ছোটার ক্ষমতা হারিয়েছে। এখন পা টেনে টেনে চলছে। মাথা ঝুলে পড়েছে ওটার, শ্বাস টানার জোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওয়েন। তবে আশা করছে, লোক দুটো নিশ্চই এভাবে দূরের পথ পাড়ি দেবার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়নি। তাদের র‍্যাঞ্চহাউস নিশ্চই কাছাকাছি কোথাও হবে। কাজেই এগিয়ে চলল সে।

সময়মত সূর্য বিদায় নিল। আলো কমে যাওয়ায় ট্রেইল দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। হতাশা জাগছে মনে। এমন অবস্থায় আর একটু এগিয়ে একটা অপ্রশস্ত শুকনো ওয়াশ পার হলো ওয়েন। তারপর আর শ'খানেক গজ যাবার পর হঠাৎ করেই এক র‍্যাঞ্চহাউস চোখে পড়ল।

মাটির লম্বা একটা ঘর। পাহাড়ের পাশে অর্ধেকটা জেগে আছে মাটির ওপর। পাহাড়ের গায়ে আর আশেপাশের প্রকৃতির সাথে এমনভাবে মিশে দাঁড়িয়ে আছে যে অসতর্ক, অচেনা লোকের পক্ষে ভুল করে ওটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া খুবই সম্ভব। বিশেষ

করে এরকম কম আলোয়।

ছোট ছোট জানালাগুলো ভারী কাঠের পাল্লা দিয়ে আটকানো। ভারী, মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরি দরজাটা লোহার মজবুত খিলানের ওপর দাঁড়ানো। ঘরের পেছনে লাগোয়া কোরালের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে ঘরের কারণে। একটাই ঘোড়া আছে সেখানে।

আচমকা, কোনরকম সতর্ক সঙ্কেত না দিয়েই গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কোনকিছু ভেবে দেখার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল ওয়েন। বুকে ভর দিয়ে মাটিতে শুয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই! গুলি বন্ধ করো!'

পড়ার সময় মাটিতে ধাক্কা খেয়ে ওর মাথা ঘুরে উঠল। ঘোড়াটা গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়েও ক্লান্তির কারণে বেশিদূর যেতে পারল না। কয়েক পা ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথা ঝুলে আছে পশুটার।

ঘরের দিক থেকে কোন শব্দ আসছে না, কোন আলোও দেখা যাচ্ছে না। কয়েকমুহূর্ত মাটিতে নিশ্চল শুয়ে থাকল ওয়েন।

অবশেষে একটা গলা কানে এল ওর। নারী কণ্ঠের আওয়াজ। 'কি চাই তোমার?'

হাত তুলে ঝট্‌পট্ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'থাকলে কিছু খাবার আর সম্ভব হলে একটা ঘোড়া,' চিৎকার করে জবাব দিল ওয়েন।

আবার ভেসে এল গলাটা, 'এদিকে এগোও, ধীরে ধীরে! তোমার হাত যেভাবে আছে সেভাবেই রাখো!'

আদেশ পালন করল ও। কণ্ঠটা কোন অল্পবয়সী মেয়েরই হবে ধারণা করল। বয়স্ক লোকটার স্ত্রী হলে বয়সের কারণে গলার স্বর আরও কিছু ভারী হওয়ার কথা। তাহলে এ হয়তো তার মেয়ে, অথবা অল্পবয়সী যুবকের স্ত্রী হবে। কণ্ঠস্বরটা সাহসী, কঠোর বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য এতে তেমন আশ্চর্যের কিছু নেই। এরকম জায়গায় বসবাস করতে হলে মেয়েদেরকেও যোগ্য হতে

হয়।

পোর্চ পেরিয়ে পায়ে পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওয়েন ডেব্রাইট।

'কি নাম তোমার, এখানে কি করছ একা?'

'নাম ওয়েন ডেব্রাইট, ম্যা'ম। আমি উত্তরে যাচ্ছি।'

'এটা কোমানচিদের এলাকা, তা জানো না?'

'জানি, ম্যা'ম।'

দরজার খিল খোলার শব্দ কানে এল ওর। ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে খুলে গেল ভারী পাল্লাটা। হ্যাট খুলল যুবক।

এবারে ক্লান্তস্বরে বলল নারীকণ্ঠ, 'ভেতরে এসো, মিস্টার ডেব্রাইট। স্বাগতম।'

'ধন্যবাদ।' ভেতরে ঢুকল ও। পেছনে দরজা বন্ধ করে খিল লাগানোর শব্দ শুনল। ভেতরে ল্যাম্পের অল্প আলোয় মেয়েটিকে দেখতে পেল ও। ধারণার চাইতেও কম বয়স তার। উনিশ। বড়জোর কুড়ি হবে। ঘর পেরিয়ে অন্যপ্রান্তে গিয়ে আরেকটা ল্যাম্প ধরাল মেয়েটি। উজ্জ্বল আলোতে ওর বড় বড় টানা চোখ দেখতে পেল ওয়েন। চোখ দেখলে বোঝা যায় মেয়েটি খুব সহজ পাত্রী নয়।

ঘরের ভেতর দেখে নিয়ে বলল, 'তুমি একা?'

সারা শরীর ঘামে নাওয়া, নোংরা, রক্তাক্ত, ঘোড়ার গন্ধযুক্ত লোকটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল মেয়েটি। গম্ভীর গলায় বলল, 'না, আমার বাবা আর ভাই এখুনি ফিরে আসবে।'

চট্ করে যা বোঝার বুঝে নিল ডেব্রাইট। শূন্যতা এসে চেপে ধরল, ভেতরটা মুচড়ে উঠল বেদনায়। মেয়েটি জানে না সত্যি সত্যি একা হয়ে গেছে ও। আর সেই দুঃসহ কথাটা কি না ওকেই জানাতে হবে!

মেয়েটিকে সহজ করার জন্য কথা চালিয়ে গেল ও। 'বাবা

আর ভাই। ব্যস, আর কেউ নয়? ক্রু নেই?'

মৃদু হাসির রেখা ফুটল মেয়েটির মুখে। 'ছিল। কোমানচিদের ভয়ে পালিয়ে গেছে মরদের দল। ইন্ডিয়ানরা সাধারণত উত্তরেই থাকে। মাঝে মধ্যে ঘোড়ার জন্য দু'একটা হামলা অবশ্য চালায় তবে গত শীতকালে কলোরাডোর স্যান্ডক্রীক থেকে চেয়েন্নিদের উৎখাত করার পর থেকে ওরা ছড়িয়ে পড়েছে এখানে-সেখানে। এদিকেও কোন কোন দল পালিয়ে এসেছে। সুযোগ পেলেই স্কাল্পহান্টিঙের জন্য হামলা চালায়।'

ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল ওয়েন ডেব্রাইট, 'এদিকে সেরকমই একটা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। এখানে ভুল করে এসে উঠিনি আমি, এসেছি দুটো ঘোড়ার ট্রেইল ব্যাকট্র্যাক...'

রক্তশূন্য হয়ে পড়ল মেয়েটির চেহারা। মুহূর্তের জন্য ভীতি ফুটল তার সুন্দর চোখ দুটোয়।

যতটা সম্ভব সান্ত্বনার সুরে বলল ডেব্রাইট, 'তোমার বাবা আর ভাই, দুজনই মারা গেছে। আমি তাদের মাটি দিয়ে এসেছি।'

দীর্ঘ সময় স্থাণুর মত জায়গায় নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। ওয়েন টের পেল নিজের দুর্বলতা ওকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। পড়ে যাবার হাত থেকে বাঁচতে চোখ ঘুরিয়ে চেয়ার খুঁজল ও। একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে এগোনোর জন্য পা তুলল। কিন্তু কোথায় যে পড়ল পা-টা, বুঝতে পারল না। তাল হারিয়ে পড়ে গেল। ফ্লোরে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

চার

অন্ধকার থাকতে জেগে উঠল ওয়েন ডেব্রাইট। যে ঘরে প্রথম ঢুকেছিল, এটা সেটা নয়, অন্য একটা ছোট রুমের বিছানায় নিজেকে দেখতে পেল সে। পাঁজর আর বাহুর ব্যথা আগের চাইতে অনেক বেশি বোধ হচ্ছে, দুর্বল লাগছে খুব। বুঝতে পারছে অচেতন অবস্থায় অনেক রক্ত হারিয়েছে। হাত বুলিয়ে টের পেল ব্যান্ডেজ পাল্টে দেয়া হয়েছে, শরীরে কোন কাপড় চোপড়ও নেই। মেয়েটিই এত কিছু একা হাতে করেছে ভেবে মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। তবে সান্ত্বনাও পেল এই ভেবে যে নিজেকে ব্যস্ত রেখে সাময়িকভাবে হলেও দুঃখ ভুলে থাকতে পেরেছে সে।

সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা মাঝের দরজা দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল যুবক। এইটুকু পরিশ্রমেই ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল দৃষ্টি। সবকিছু দুলছে দেখে চট্ করে আবার শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। বিছানার গদির স্প্রিঙের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠল। প্রায় পরক্ষণেই দরজা ঠেলে মেয়েটি ঢুকল এঘরে। তার হাতে ধরা ল্যাম্পটা কমলা রঙের আলো ছড়াচ্ছে।

'শুয়ে থাকো! নইলে আবার রক্ত পড়া শুরু হয়ে যাবে,' বলল মেয়েটি।

জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল ও। অস্বস্তি লাগছে, একা হয়ে পড়া এই মেয়ের প্রতি দায়িত্ব এড়ানোর উপায় দেখতে পাচ্ছে না। একে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। সময় যা নষ্ট

হয়েছে, তাতে একে নিয়ে যেতে চাইলে আবার ফাসকেনদের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা কমে যাবে। কি করা যায়?

ওকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মেয়েটির চেহারার রঙ পাল্টে গেল। দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল সে। কিছুটা ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'গুলি খেলে কি করে, ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়েছিলে নাকি? পাসির তাড়া খেয়ে পালাচ্ছ আসলে, তাই না?'

ছোট্ট করে নড করল ওয়েন।

'কতদূরে আছে ওরা?'

'আধাদিন পেছনে, হয়তো।'

চেহারায় সতর্কতার ছাপ ফুটল মেয়েটির। 'তাহলে তো ভোর হবার আগেই তোমার বেরিয়ে পড়া উচিত। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারব না।'

ক্ষীণ কৌতুক ফুটল ওর চোখে। 'কি ব্যাপার, ব্যাঙ্ক ডাকাতকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে চাইছ যে?' মেয়েটির গালের রঙ গাঢ় হয়ে যেতে দেখে নরম গলায় বলল, 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি নয়, একটা মানুষ খুন করেছি আমি। তার পরিবারের লোকেরা আমাকে ধরতে চাইছে। অবশ্য বিচার করার জন্য নয়।'

'তাহলেও তোমার এখুনি চলে যাওয়া উচিত। কি মনে হয়, পারবে যেতে?'

মিথ্যে করে বলল ওয়েন, 'অসুবিধে হবে না। পারব।'

'একটা নতুন ঘোড়া সাজিয়ে দিচ্ছি তোমার জন্য।'

'আমি আমার ঘোড়াতেই যেতে পারব। কোরালের ঘোড়াটা তুমি তোমার জন্য তৈরি করে নাও।'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না।'

আবার উঠে বসতে চেষ্টা করল ওয়েন। এবার আর আগের মত অসুবিধে হলো না। গায়ের চাদরটা বুকের ওপর চেপে ধরে বিরক্ত স্বরে বলল, 'আমার কাপড়গুলো কোথায়?'

দ্রুত পাশের রুমে চলে গেল মেয়েটি। ফিরে এল একটুপর। হাতে ধরা কাপড়গুলো বাড়িয়ে ধরল। 'এগুলো ফিট্ হয় কিনা দেখো। তোমারগুলোর যা দশা, ওগুলো ব্যবহার করার অবস্থায় নেই।' রুম থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'নিজে পরতে পারবে?'

'পারব,' মাথা কাত করে বলল ওয়েন।

দরজা ভিড়িয়ে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। দুর্বলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উঠে দাঁড়াল যুবক। কোনমতে আন্ডারওয়্যার পরেই আবার বিছানায় বসে পড়তে হলো ওকে। স্প্রিঙের আওয়াজ শুনতে পেয়ে দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল মেয়েটি, 'কি হলো, পড়ে গেছ নাকি?'

'না, না। আমি ঠিক আছি,' দ্রুত জবাব দিল ও।

কিছুটা সময় স্থির থেকে নিজেকে সামলে নিল যুবক। তারপর ট্রাউজার, শার্ট পরে নিল। এগুলো নিজেরগুলোর চাইতেও ভাল ফিট করেছে ওকে। কার হবে? নিশ্চই মেয়েটির ভাইয়ের। মোজা পায়ে দিয়ে বুট পরে নিল। সাবধানে পা ফেলে মেইন রুমে এসে ঢুকল। মেয়েটির পা খালি দেখে মনে পড়ল গতকাল যখন প্রথম দেখেছিল, তখনও পা খালিই ছিল এর। 'কি ব্যাপার, জুতো নেই নাকি তোমার?' প্রশ্ন করল ও।

'অবশ্যই আছে। কেন?'

'তাহলে পরে ফেলো।'

'কেন?'

'খালি পায়ে রাইড করা সম্ভব নয়, তাই!'

'আমি কোথাও যাচ্ছি না। কথাটা তোমাকে আগেই বলেছি।'

চড়ে উঠতে থাকা রাগ দমন করে ওয়েন বলল, 'একার পক্ষে এখানে থাকা যে সম্ভব নয় তা তোমার বোঝা উচিত। তোমার বাবা আর ভাইকে ছয় যোদ্ধা খুন করে রেখে উত্তরদিকে গেছে।

নিশ্চই দল ভারী করে ওরা শিগগিরী ফিরে আসবে।'

চোয়াল চেপে বসেছে মেয়েটির। বাচ্চাদের অবুঝ জেদ ধরার চেহারা হয়েছে।

আবার বলতে শুরু করল ওয়েন, 'শুধু ইন্ডিয়ান কেন, আরও শত্রু আছে। আমি যে লোকটাকে খুন করেছি, সে আমার বড় ভাইর মত বন্ধু আর তার বউ-মেয়েকে খুন করেছে। চোদ্দ বছরের বাচ্চা মেয়েটিকে রেপ করেছে, তারপর খুন করেছে। কিন্তু তার বাপ আর ভাইরা সে সবের পরোয়া না করেই আমাকে খুন করতে চাইছে। আমার অবস্থান ফাঁস না করার দোষে বারটেন্ডারকে মেরে আধমরা করেছে। আর পালাতে সাহায্য করার জন্য কোমানচি ওয়েলসের শেরিফকে খুন করেছে। ওরা প্রত্যেকে আমার হাতে খুন হওয়া লোকটার মত একই চরিত্রের। কোমানচিরাও খুব সম্ভব ওদের থেকে নীচে নামতে পারবে না।'

তবুও নরম হবার লক্ষণ নেই মেয়েটির মধ্যে। একই রকম জেদী গলায় আবার বলল, 'বললাম তো যাব না আমি!'

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে, দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করো। একা একা এই র‍্যাঞ্চ চালানো দূরে থাক, ঘরের বাইরেই বেরোতে পারবে না তুমি। তোমার ঘরে রাখা রসদ ফুরিয়ে গেলে কী করবে? ইন্ডিয়ান অথবা ফাসকেনদের হামলা হলে কী করবে?'

এবারে কিছুটা মনে হয় নরম হলো মেয়েটি। তবুও মন থেকে সন্দেহ তাড়াতে পারছে না। 'তোমাকে চিনি না, জানি না, এমনকি তুমি সত্যি বলছ কি না তাও বোঝার উপায় নেই। যে জায়গার জন্য আমার বাপ-ভাই প্রাণ দিয়েছে সেটা ফেলে তোমার কথায় এভাবে চলে যেতে পারি না আমি।'

ওয়েন বুঝতে পারছে, মেয়েটি ভয় পেলেও জেদ ছাড়তে চাইছে না। হয়তো সময় নিয়ে বোঝালে একসময় রাজি হবে। কিন্তু সে সময় কোথায়? এখন জোর খাটানো ছাড়া উপায় নেই।

বিরক্ত চোখে মেয়েটিকে দেখল ও। মেয়ে হিসেবে মোটেই দুর্বল দেখাচ্ছে না ওকে, জোরাজুরি করে এঁটে ওঠা নিজের শরীরের এই অবস্থায় মোটেই সম্ভব নয়। তাছাড়া তা করতে গিয়ে নতুন করে যদি রক্ত পড়া শুরু হয়ে যায়, তাহলে তো পালানোও সম্ভব হবে না। বিছানায় শোয়া অবস্থায়ই ধরা পড়তে হবে জল্লাদ ফাসকেনদের হাতে। না নিজে বাঁচবে না মেয়েটিকে বাঁচাতে পারবে।

কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই বুঝতে পারল ওয়েন ডেব্রাইট। তাতে যদি মেয়েটি ব্যথা পায় তবু তা করতে হবে। তারপর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে। গলার স্বরে অন্তরঙ্গতা ফুটিয়ে বলল, 'তোমার নামটা কিন্তু জানা হয়নি আমার, মিস্।'

'আমি সেলিয়া। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ার। আমার বাবা উইলিয়াম ওয়েস্টমেয়ার আর ভাইকে এলভিস বলে ডাকা হত।'

মেয়েটির দিকে আলতো পায়ে এক পা এগোল যুবক। আড়চোখে দেখে দূরত্ব মেপে নিয়েছে। বলল, 'তোমাদের চলে কি ভাবে এখানে?'

দুর্বল, ভারী হয়ে উঠল মেয়েটির স্বর, 'আমাদের একলাখ একর জমি আর দশ হাজারেরও বেশি গরু আছে। পাহাড়ের পেছনে এক টুকরো জমিতে উৎপন্ন কর্ন আর গরুর মাংস খেয়ে দিব্যি চলে যায়।'

মেয়েটিকে সন্দেহ করার সুযোগ না দিয়ে কথাচ্ছলে আরও দু'পা এগিয়ে গেল ও। যথেষ্ট। আঘাত করলে ব্যথা পাবে সে, মন দুর্বল হয়ে আসতে চাইছে।

পরক্ষণে নিজেকে দৃঢ় করল ও, ব্যথা কিছুটা পেলেও জানে বেঁচে থাকার জন্য কাজটা করতেই হচ্ছে। মুঠো পাকানো হাতটা ওপরদিকে উঠেছে ওর। শেষ মুহূর্তে মেয়েটি তা দেখতে পেল।

বড় বড় চোখে তাকিয়ে মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। চোয়ালের পাশে ঘুসির শক্ত আঘাতে মাথা ঝট্‌কা মেরে ঘুরে গেল, পড়ে গেল মেঝেতে। সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

নিশ্চিত হয়ে নিল ওয়েন ডেব্রাইট। দরজার পাশে আলো নেভানো একটা লণ্ঠন ঝুলছে দেখে সেটা জ্বেলে নিল। বাইরে আলো নিয়ে যাবার ঝুঁকির কথা জেনেও দরজা খুলল। বেরিয়ে এসে পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে শত্রুর ছোঁড়া গুলির জন্য উত্তেজনায় টান টান হয়ে মুহূর্ত কয়েক দেরি করল। যখন এল না, তখন ছোট উঠানটা পার হয়ে পেছনের কোরালে এসে ঢুকল।

লণ্ঠনের আলোয় কোরালের একপাশে তাকের ওপর রাখা মেয়েদের সাইড-স্যাডল আর পশমের তৈরি প্যাড দেখতে পেল ওয়েন। সেগুলো দ্রুত হাতে পরিয়ে সেলিয়ার ঘোড়াটাকে বের করে দরজার পাশে এনে দাঁড় করাল। মন খারাপ করে ভাবল যদি নিজের জন্য এরকম একটা তাজা ঘোড়া পেত, বড় ভাল হত। কিন্তু কি আর করা, পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ভাবতে ভাবতে সেটাকেও এনে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল।

লণ্ঠন তুলে ঘরে ঢুকে মেইনরুমের অন্যপাশে আরেকটা ছোট রুমে এসে ঢুকল যুবক। এটা সেলিয়ার বেডরুম বোঝা যাচ্ছে। তার প্রয়োজন পড়তে পারে ভেবে কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিল সাথে করে। তারপর ফিরে এল বড় ঘরে।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা সদ্য স্বজন হারানো সেলিয়াকে অসহায় দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে মায়া হলো ওর, নিজের অভব্য কাজের জন্য বিড় বিড় করে ক্ষমা চেয়ে নিল। তারপর একহাতে অনেক কসরত করে তাকে ঘাড়ের ওপর তুলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ঘোড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে স্যাডলের

ওপর উপুড় করে শুইয়ে দিল। দড়ির বাঁধন এঁটে বসে পায়ের গোড়ালি বা হাতের কবজি যেন কেটে না যায়, সেজন্য পুরু কাপড় দিয়ে ওর পা হাত বেঁধে নিল। এরপর ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধল, যাতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা না থাকে।

মেয়েটির জ্ঞান যখন ফিরবে, তখনকার কথা কল্পনা করে ওর ঠোঁটের কোনায় হাসির রেখা দেখা দিল। এই ব্যবহারের জন্য সারাজীবন সেলিয়া ওকে ঘৃণা করবে নিশ্চই। তা করুক, ভাবল ও। যত ইচ্ছা ঘৃণা করুক, গালি দিক, নিরাপদ জায়গায় পৌঁছার পর দরকার হলে যেদিকে ইচ্ছে চলে যাক, ওয়েন ডেব্রাইট তাকে বাধা দেবে না। তবে এখন নিরাপদ হতে পারাটাই প্রথম এবং একমাত্র কাজ।

ঘরে ঢুকে পানি ঢেলে আগুন নেভাল যুবক। এক এক করে বাতিগুলোও নিভিয়ে দিল। এ ঘর আর কোনদিন দেখা হবে কি না সন্দেহ হলো ওর। ঘরটা পরিত্যক্ত বোঝার সাথে সাথে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে কোমানচিরা। পশুগুলো মালিকবিহীন অবস্থায় উল্টো পাল্টা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াবে কয়েকদিন। ব্যাপার বুঝে আশেপাশের র‍্যাঞ্চাররা যে যতগুলো পারে একসময় ধরে ধরে নিজের নিজের খোঁয়াড়ে পুরবে।

বেরিয়ে এসে দরজা টেনে ধরে বাইরে থেকে রহাইডের ল্যাচস্ট্রিং দিয়ে ভেতরের খিল এঁটে দিল যুবক। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের ঘোড়ার লাগাম হাতে ধরে নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল। স্যাডলে বসে এতক্ষণে আশ্চর্য হয়ে ভাবল এই শরীর নিয়ে এত কাজ করল কি করে ও? উত্তরদিকে মুখ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। তীব্র ব্যথা হচ্ছে ক্ষত দুটোয়। ঘোড়া দুটো ছুটছে না, হাঁটার থেকে সামান্য বেশি গতিতে চলছে, তাতেই এই অবস্থা! যদি তাড়া খেয়ে ছুটে পালাতে হয়, তখনকার অবস্থা কি হবে ঈশ্বর

মালুম। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সইবার চেষ্টা করতে থাকল ও।

পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। ওদের চলার পথের প্রকৃতিও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ। এখন আর সমতলভূমি নয়, কখনও গাছপালা বোঝাই গভীর গিরিখাত আবার কখনও উঁচু পাথুরে মালভূমির মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে। স্কুব সেডার আর পিননের অভাব নেই এদিকে। অ্যামবুশ করতে চাইলে ইন্ডিয়ানদের জন্য কভার হিসেবে কাজ করবে ঝোপগুলো।

সূর্য উঠল। সাথে সাথে ভোরের শীত শীত ভাব দূর হয়ে গেল। গায়ে জ্বালা ধরানো গরম হয়ে উঠল বাতাস। মেয়েটির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হলো ওয়েন ডেব্রাইট, এখনও জ্ঞান ফিরছে না কেন? খুব বেশি জোরে মেরেছিল নাকি ও? গভীর এক গিরিখাতের মধ্যে থেমে ঘোড়া থেকে নামল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অজ্ঞান সেলিয়ার ঘোড়ার পাশে এসে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। খেয়ালই করেনি, নিচু হয়ে বাঁধন খোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় চোখ মেলে তাকিয়েছে মেয়েটি। তার চোখের তারায় জ্বলছে তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন।

বাঁধন খোলা শেষ হবার সাথে সাথে পা গুটিয়ে অসম্ভব জোরে লাথি মেরে বসল সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ার। বুকের ওপর আচমকা শক্ত লাথি খেয়ে অপ্রস্তুত যুবক পিছিয়ে যেতে যেতে তাল সামলানোর চেষ্টা করল প্রাণপণ। কিন্তু ঠেকাতে ব্যর্থ হলো নিজেকে, চিৎ হয়ে পড়েই গেল। বুকের সব বাতাস বেরিয়ে গেছে। হাঁসফাঁস করছে দম নেবার জন্য।

পিছলে ঘোড়া থেকে নেমে যুদ্ধের ভঙ্গিতে পা ফাঁক করে দাঁড়াল সেলিয়া। আলু থালু চুল কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের ওপর ঝুলছে। আগুন ঝরানো চোখে তাকিয়ে আছে ওয়েনের দিকে। রাগে চেহারা হিংস্র উন্মাদের মত দেখাচ্ছে। ঝাঁঝাল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'শয়তান! ইতর কোথাকার!'

ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে যুবক। চেহারা সাদা। বাহু আর পাঁজরের দিকটা উষ্ণবোধ হচ্ছে। বুঝতে পারল রক্ত পড়ছে আবার। মেয়েটির মাথায় কিছু জ্ঞান ঢুকানো দরকার মনে হলো ওর। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। টলমল পা আর ঘুরতে থাকা মাথা আয়ত্তে আনতে সময় লাগল বেশ। তারপর বলল, 'ফাসকেন বাহিনী আর কোমানচি দল, যেই আগে পৌঁছত তাদের জন্য তোমাকে ওখানেই রেখে এলে বোধহয় ভাল করতাম আমি।'

'তাই করা উচিত ছিল তোমার। তোমাকে এইরকম ফোপর দালালি করার কোন অধিকার আমি তো দিইনি!'

'কি ব্যাপার?' বিস্মিত হলো ডেব্রাইট। 'মরার জন্য খেপে উঠলে কেন তুমি?'

'তুমি ছাড়া আর কারও মরার কারণ দেখছি না। আমি চাই দ্রুত মরো তুমি!'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ওয়েন ডেব্রাইট। 'ঘোড়ায় ওঠো!'

'উঠব না! তুমি আমাকে বাধ্য করতে পারো না!'

'তা পারি না। তবে তোমাকে এখানেই ফেলে রেখে চলে যেতে পারি আমি। আর তা যাবও। ভাল চাইলে এখনই ঘোড়ায় চড়ে বসো!'

সেলিয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে ওটাকে টেনে নিয়ে নিজেরটার পাশে এসে দাঁড়াল যুবক। স্টিরাপে পা ঢুকিয়ে স্যাডল হর্ন ডানহাতে আঁকড়ে ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়তে চেষ্টা করল। ব্যথায় মুখ সাদা হয়ে উঠল ওর। মুহূর্তের জন্য পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেল, পারল না চড়তে। আবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তৃতীয়বারে সফল হলো। এইটুকু পরিশ্রমেই মাথা সামনে ঝুলে পড়েছে ওর, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। পেছনে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করল। সেরকম কিছু একটা দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে ভাঙা গলায়

কোনমতে উচ্চারণ করল, 'আসছ তুমি?'

ও মনে করেছিল মেয়েটি-যেরকম রেগে আছে তাতে হয়তো খালি পায়েই পাথুরে শক্ত মাটিতে দাপিয়ে কিছু একটা উত্তর দেবে। কিন্তু সে তা না করে বলল, 'তোমাকে দেখে নেব আমি।'

'আসছ?'

শান্ত গলায় বলল সেলিয়া, 'হ্যাঁ, আসছি। তবে হলপ করে বলতে পারি, খুব শিগগিরি তোমার মনে হবে আমাকে না আনলেই ভাল করতে।'

সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকাল ডেব্রাইট। সেলিয়া ঘোড়ায় উঠে বসার জন্য অপেক্ষা করল। তারপর যাতে পেছন থেকে কেটে পড়তে না পারে সে জন্য তার ঘোড়ার লাগাম নিজের স্যাডল হর্নে ভাল করে পেঁচিয়ে বাঁধল। বিজয়ী হয়েছে বলে এতক্ষণে মন কিছুটা নরম হলো ওর। 'কাজে লাগবে ভেবে জুতো আর কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি সাথে করে। তোমার স্যাডলব্যাগে রাখা আছে সব।'

সেলিয়া সাড়া দিল না। ও নিজেও তাকাল না পেছনে। অনেক পরে দিগন্তে অনুসন্ধান করার ছলে চোখের কোনা দিয়ে ঠিকই ওকে দেখে নিল। জুতো পরে নিয়েছে সেলিয়া কখন যেন। কালো, হাই-বাটন জুতো।

ধীরগতিতে হলেও একটানা চলল ওরা। দুপুরে থেমে খাওয়া ছাড়া ক্যানটিন ভরে নেয়া এবং ঘোড়াকে পানি খাওয়ানোর জন্য দু'বার অল্প সময়ের জন্য থেমেছিল। একটু একটু করে শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে ওয়েন ডেব্রাইটের। সূর্যের নির্দয় তাপ ওপর থেকে আর নিচের উত্তপ্ত কড়াইয়ের মত পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। জংলীরা ছাড়া সাদা মানুষেরা পারতপক্ষে এদিকে আসে না।

অবশেষে সূর্য ডোবার প্রায় দু'ঘণ্টা আগে চলা থামাতে বাধ্য

হলো ওয়েন। আর চলার ক্ষমতা নেই তার। ফাসকেনরাই আসুক চাই অন্য কেউ, কিছুই এসে যায় না এখন ওর। নিজের ক্ষমতার সবরকম সীমা শেষ হয়ে গেছে।

পাঁচ

একটা অগভীর গিরিখাতের ধারে থামল ওরা। গিরিখাতের তলায় বয়ে চলেছে শীর্ণ স্রোত। অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে ওয়েন ড্রেব্রাইট। মাথা ঘুরছে। শ্বাস টানতেও কষ্ট হচ্ছে। শালার ওবি ফাসকেনের হাতটা যদি অন্তত একটাবারের জন্যও ফস্কে যেত, তাহলে একটা মাত্র আঘাত এতটা কাতর করতে পারত না। মনে মনে ওবির মুণ্ডুপাত আর নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত করল ও।

চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় মাথা ঘুরিয়ে সেলিয়াকে দেখতে পেল, ঘোড়া দুটোকে খুঁটায় বেঁধে রেখে কাঠের টুকরো খুঁজে খুঁজে জড়ো করছে। দুর্বল কণ্ঠে কাঠিন্য ফুটিয়ে ঘোষণা করল ওয়েন, 'আগুন জ্বালানো চলবে না।'

কাজ থামিয়ে দিল মেয়েটি, কিন্তু তার চোখ জ্বলে উঠল ঘৃণা আর রাগে। মিনিট দশেক চুপ করে শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে উঠে বসল ওয়েন। মাথায় ভাবনার ঝড় বইছে। ফাসকেনরা খুব বেশি হলে আর একদিনের মধ্যেই ধরে ফেলবে ওদের। বেশ বুঝতে পারছে ও, এভাবে বাঁচা যাবে না।

করণীয় নিয়ে বাস্তব অবাস্তব ভাবনায় ডুবে গেল যুবক। একবার মনে হচ্ছে, মেয়েটি ফিরে যেতে চাইলে তাকে যেতে

দেয়াই ভাল। তবে সমস্যা হচ্ছে, ওর একার পক্ষে বাড়ি পৌঁছতে পারার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়। আবার মনে হচ্ছে, ভাল ঘোড়াটা নিয়ে নিজেই প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু এমন কাজ করা দূরে থাক, দ্বিতীয়বার ও নিয়ে ভেবে দেখারও রুচি হলো না যুবকের। অতএব তৃতীয় ভাবনাটা নিয়েই ভাবতে বসল ও। সেটা হচ্ছে, কোথাও লুকিয়ে থেকে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অপেক্ষা করা। তবে এ কাজের সাফল্য ভাগ্য এবং অনেকগুলো 'অথবা' ও 'যদির' ওপর নির্ভরশীল। যেমন, ফাসকেনরা হয় ওর ট্রেইল হারিয়ে ফেলবে, অথবা ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাবে। অথবা ওরা যদি শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেয়ে এসেই পড়ে, তাহলে ব্যাটাদের মেরে তাড়িয়ে দেবার সুযোগ পাবে ও। আগুপিছু খুঁটিনাটি ভেবে নিয়ে শেষের চিন্তাটাকেই চূড়ান্ত করল।

আধঘণ্টা পর শরীরের আপত্তি অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল, টলমল পায়ে এগোল সেলিয়ার ঘোড়ার দিকে। দড়ি খুলে নিজের একশো মন ভারী দেহটাকে বহুকষ্টে টেনে তুলল ওটার পিঠে। ব্যাপার বুঝতে না পেরে রাগত চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মেয়েটি। 'লুকানোর উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি,' বলল সে। 'সুযোগ মনে করে পালানোর চেষ্টা করলে লাভ হবে না তোমার। ওই ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ধরতে আমার এক ঘণ্টাও লাগবে না।'

উত্তর দিল না সেলিয়া। আগের মতই ঘৃণা ঝরছে তার চোখ থেকে। তারপরও সে চোখের দৃষ্টিতে পাশাপাশি ফুটে ওঠা ভয় আর অনিশ্চয়তার ছায়াও নজর এড়াল না ওয়েনের। স্বজন হারানো আর একান্ত আপন পরিবেশ থেকে ছিট্‌কে অনিশ্চিত পরিবেশে পড়ার বেদনাবোধও ফুটে আছে সে দৃষ্টিতে।

মায়া হলো ওর মেয়েটির জন্য। তাকে সান্ত্বনা দেয়া, আশ্বস্ত করার তাগিদ অনুভব করল ভেতর থেকে। কিন্তু ও জানে, তাতে লাভ নেই। মেয়েটি ওকে বিশ্বাস বা পছন্দ, কোনটাই করছে না।

কাজেই ওর তরফ থেকে কোনকিছু ভালভাবে নেবে না সে। ঝোঁকটা চেপে রেখে ঘোড়া ছোটাল যুবক।

গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমেই দক্ষিণের দিগন্তে তাকাল। পরে অন্য সবদিকে। কোথাও ধুলো ওড়া বা কোনরকম নড়াচড়ার চিহ্ন দেখতে পেল না। রিজের চূড়া বরাবর কোনাকুনি চলছে ডেব্রাইট, অনবরত তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। পাঁচ মাইল মত দূরে একটা পাহাড় শ্রেণী দেখতে পেল। ওখানে আশ্রয় নেবার মত পাথরের বিশাল স্তূপ অথবা একটা গুহাজাতীয় কিছু পাওয়া যেতে পারে। এ ধরনের ভূ-প্রকৃতির সাথে পরিচয় আছে ওয়েনের। ও জানে, ভূমিক্ষয়ের কারণে নরম স্যান্ডস্টোন রিমের গায়ে অনেক সময় গর্ত হয়ে গভীর গুহা মত সৃষ্টি হয়।

অমন জায়গায় আশ্রয় নিলে সুবিধে, কেবল ঘোড়ার খাদ্য-পানীয়ের অভাবটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা থাকে। তা থাকুক, ভাবল ওয়েন। সব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা সবসময় এক জায়গায় পাওয়া যাবে, এমনটা আশা করাও উচিত নয়। এ মুহূর্তের মূল প্রয়োজন একটা নিরাপদ আশ্রয়, যেখান থেকে দরকার হলে নিজে নিরাপদ থেকে লড়াই চালানো যাবে। স্বাভাবিক গতিতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলছে ও। সেখানে যখন পৌঁছল, তখন পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে সূর্য ডুবতে বসেছে।

খাড়া, মসৃণ পাথরের ঢাল বেয়ে উঠছে ঘোড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বোলাচ্ছে ও রিমের গায়ে। একটু পরই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। গভীর গর্ত হয়ে ঝুলন্ত এক গুহা সৃষ্টি হয়েছে রিমের নিচে। কমপক্ষে আট-নয় হাত গভীর হবে। পশ্চিমমুখী হওয়ায় বিকেলের রোদ লেগে ভেতরটা তপ্ত কড়াইয়ের মত তেতে উঠবে। এখনও তেতেই আছে। তবে মুখের কাছাকাছি বিশাল এক পাথরের আড়াল নিয়ে সরাসরি রোদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল। ঘুরে ফিরে দেখল জায়গাটা, তারপর সন্তুষ্ট হলো। চলবে। মোটামুটি আদর্শ জায়গা।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। এখনও সময় আছে, জোরে ছুটলে পুরোপুরি অন্ধকার হবার আগে ফিরে আসতে পারবে মেয়েটিকে নিয়ে। চারদিক আরেকবার সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ফিরে চলল।

ওপরে আলো থাকলেও নিচে, গিরিখাতের গভীরে ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে এসেছে। বিষণ্ন চেহারায় একখণ্ড পাথরের ওপর বসে আছে সেলিয়া। ঘোড়ার শব্দ শুনে চমকে উঠে তাকাল। ওকে দেখে আবার আগের রূপ ধারণ করল।

ওয়েন বলল, 'জায়গা পাওয়া গেছে। চলে এসো।'

'যদি না যাই, কি করবে তুমি?'

'তাহলে তোমাকে ফেলে চলে যাব।'

গোঁজ হয়ে পাথরের ওপর বসে থাকল সে। ওয়েন দেরি করল না, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। ভয় পেয়ে ওর ঘোড়ার দিকে ছুটল সেলিয়া। রোদে পোড়া চ্যাপ্টা মুখে হাসির রেখা ফুটল যুবকের।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তবু জায়গামত পৌঁছতে বেগ পেতে হলো না ওয়েন ডেব্রাইটের। ঘোড়া থামিয়ে বলল, 'নেমে আমার জন্য অপেক্ষা করো।'

তাই করল সেলিয়া। ডেব্রাইট ঘোড়া দুটো নিয়ে রিমের নিচ দিয়ে চার, পাঁচশো গজ উত্তরে এগোল। সেখানে চূড়ায় ওঠার পথ খুঁজে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। মসৃণ, খাড়া পাথরে পা পিছলে যাচ্ছে ঘোড়ার। প্রাণপণে সোজা থাকার চেষ্টা করতে করতে ঢাল বেয়ে উঠছে ওগুলো। ওপরে কিনারার তুলনায় কিছুটা নিচু জায়গা খুঁজে বের করল সে। এখানে ঘোড়া রাখলে দূর থেকে

দেখতে পাবে না কেউ।

ঘোড়া বেঁধে স্যাডল আর ব্রিডল নামিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর পানির ক্যানটিন, খাবার, রাইফেল, স্যাডলব্যাগ আর সেলিয়ার জিনিসপত্রের স্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে ফিরে চলল। গুহার মুখে পৌঁছে বোঝা মেঝেতে রেখে বলল, 'খাবার বের করো। পানি হিসেব করে খেয়ো, এই কিন্তু সব।'

স্যাক হাতড়ে বীনের একটা ক্যান বের করল সেলিয়া। ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল। পানি খেয়ে বলল, 'ওদের হাত থেকে বাঁচতে এখানেই লুকিয়ে থাকতে চাইছ নাকি তুমি? বাঁচবে কি খেয়ে? শুধু পানি?'

অন্ধকারে মেয়েটির আবছা কাঠামোর দিকে তাকাল ও। 'আর কি করার আছে, বলো? যে অবস্থা, তাতে খুব শিগগির ধরা পড়ে যেতাম। এখানে কিছুটা বিশ্রাম পাব। তাতে আশাকরি হারানো শক্তি ফিরে পাব। তখন যুদ্ধ করতেও অসুবিধা হবে না।'

'আমার কি হবে?'

'আমার মনে হয়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, আমাদেরকে একসাথেই থাকতে হচ্ছে এখন থেকে। ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করাই ভাল হবে তোমার জন্য।'

'আমাকে কী ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছ তা বোঝো তুমি?'

'এক লক্ষ একর জমি আর দশ হাজার পশু। কিন্তু সেসব তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার ফিরে আসতে পারবে তুমি। ওখানে থেকে গেলে হয়তো বাড়িতেই মারা যেতে তুমি। নয়তো কোমানচিদের কোন তাঁবুতে আশ্রয় জুটত। এমনকি ফাসকেনদের মনোরঞ্জনের খোরাকও হতে পারতে।'

চুপ করে আছে সেলিয়া। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। চিৎ হয়ে ওয়ে উদার আকাশের উজ্জ্বল তারা দেখতে দেখতে ওর জন্য মন খারাপ হয়ে উঠল যুবকের। একা একটি মেয়ে, ভীত-

সন্ত্রস্ত। বাবা আর ভাই হারানোর তাজা, কঠিন কষ্ট বয়ে বেড়াতে হচ্ছে ওকে কোনরকম সান্ত্বনা ছাড়াই। ঠিকমত তাদেরকে কবর দেয়াও সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

আচমকা নীরবতা ভঙ্গ করে নিচু, মোলায়েম কণ্ঠে কথা বলে উঠল মেয়েটি, 'ওরা কি বেশি কষ্ট পেয়েছে, মিস্টার ডেব্রাইট? নাকি দ্রুত মারা গেছে?'

'দ্রুত। গুলি করা হয়েছিল আচমকা। হয়তো টেরও পায়নি তারা আগে থেকে। আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না, কেন তারা ওভাবে বাইরে বেরিয়েছিল?'

'মাংস শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে ষাঁড় শিকার করতে বেরিয়েছিল। অন্যসময় সাধারণত একজন বাইরে গেলে অন্যজন বাড়িতে থাকত। কিন্তু ষাঁড় জবাই করা তো একজনের পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে ডেব্রাইটের। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সেলিয়ার আচমকা প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠল। 'ঘোড়াগুলো ঠিক আছে তো? ওদের কোথায় রেখে এসেছ?'

জড়ানো গলায় বলল ও, 'ওপরে। উত্তরে একটা ট্রেইল আছে। বেঁধে রেখেছি। ঠিকই থাকবে ওরা।' ঘুমিয়ে পড়ল যুবক। ঘুমের ঘোরে একবার মেয়েটির কান্না শুনতে পেল। ভাল, কাঁদুক। কেঁদে কেটে হালকা হোক। ভাবতে ভাবতে আরও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ভালভাবে আকাশ পরিষ্কার হবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। সোজা উঠে বসে চারদিকে তাকাল। মেয়েটি নেই, একা ও! বিশ্রামের ফলে ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে ঠিকই, তবে ব্যথা করছে খুব। সেই সাথে চুলকানির নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে। শরীরের প্রচণ্ড প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল ও। পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল গুহার বাইরে।

কোথাও ধুলো উড়ছে না বা কিছু নড়াচড়াও করতে দেখা যাচ্ছে না। তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজতে থাকল। তারপর রিমের নিচের দিকে কয়েক পা নেমে এল। এবারে মেয়েটির হাই-বাটন জুতোর পরিষ্কার ট্র্যাক দেখতে পেল ও। ওগুলো সদ্য তৈরি। মেয়েটি ঘোড়া খুঁজে বের করার আগেই হয়তো তাকে ধরা যাবে···

আরও কিছুটা এগোনোর পর দূরে সেলিয়াকে দেখতে পেল যুবক। রিমরকের ট্রেইল ধরে নিচের দিকে যাচ্ছে। নিচে পৌঁছে ওপরে তাকাল সে। ওকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে নাড়ল, তারপর দ্রুত ঘোড়া নিয়ে ছুটল। ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে মেয়েটি।

ধপ্ করে বসে পড়ল যুবক। প্রথমে অসহায়ত্ব গ্রাস করতে চাইল, পরে তা হটিয়ে চাঁড়া দিল তীব্র ক্ষোভ। জাহান্নামে যাক্, গুহায় ফিরে বিশ্রাম নেবে ও এখন। খাবে, ঘুমাবে। কষ্ট হলেও একা একাই দুর্বল ঘোড়াটাকে দিনে একবার নিয়ে পানি খাইয়ে আনবে। নিজেকে ওর সুস্থ করে তুলতেই হবে। এখন আর অন্য কিছু নিয়ে ভাববে না ও। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের কথাও নয়।

ছয়

দূর থেকে ডেব্রাইটকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল সেলিয়ার মন। হাসিমুখে হাত তুলে বিদায় জানাল তাকে, ভাবখানা যেন, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে, এখন কেমন জব্দ! থাকো তুমি, আমি চললাম আমার ঠিকানায়। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়া আরও জোরে ছুটিয়ে চলে

এসেছে ও।

কিন্তু পথ যত পিছাচ্ছে, ওর মনও ততই দুর্বল হয়ে পড়ছে। একবার ভাবছে একজন আহত মানুষকে এভাবে একা ফেলে যাওয়াটা কি ভাল হচ্ছে? পরক্ষণে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে, আহত হলেও তার কাছে ঘোড়া, অস্ত্র সবই আছে। নিজেকে রক্ষা করার মত সামগ্রী আর সাহস দুটোই আছে তার। তাছাড়া তার আঘাতও তেমন গুরুতর নয়। ক্ষতস্থানে পচন ধরেনি, সেলিয়া নিজে পরীক্ষা করে দেখেছে। পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজও বেঁধে দিয়েছে। ক্ষতি যা হয়েছে রক্তপাতের কারণে, দুদিন বিশ্রাম পেলে অনেকখানি সেরে উঠবে সে। ভালমত যত্ন নিলে ঘা শুকাতেও সময় লাগবে না। চিন্তার তেমন কোন কারণ নেই।

মনকে জোর খাটিয়ে অন্যদিকে ফেরাল সেলিয়া। সামনে কি আছে তাই নিয়ে ভাবতে বসল। চারদিকে শ'শ' মাইল জুড়ে অসভ্য, বর্বর কোমানচিদের মধ্যে সম্পূর্ণ একা কি করে থাকবে ও? ওকে দক্ষিণে যেতে হবে, কোমানচি ওয়েলস থেকে ক্রু জোগাড় করে আনতে হবে। সম্ভব হলে ওয়েন ডেব্রাইট যে জুজুর ভয় দেখিয়েছে সেই ফাসকেনদের দু'চারজনকেই না হয় ভাড়া করে আনবে। ফ্লোরের নিচে গর্ত করে যে সোনা লুকিয়ে রাখা আছে, তা দিয়ে ক্রু ভাড়া করা সহ দীর্ঘদিন ধরে যাবতীয় খরচ চালানোয় কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া কানসাসে নাকি আজকাল গরুর বাজার বেশ ভাল যাচ্ছে। কাজেই চিন্তা নেই। ঘোড়ার পাঁজরে হীল দিয়ে গুঁতো মেরে গতি খানিকটা বাড়িয়ে দিল।

প্রচণ্ড গরমে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর নতুন ভাবনা ঢুকল মাথায়, যদি কোমানচিদের সামনে পড়ে যায় তাহলে কি করবে? ছুটে পালাবে, ভাবল ও। আশা করা যায় ওদের খাটো পাওয়ালা পনিগুলো ওর তেজি সবল ঘোড়াটার সাথে পাল্লা দিয়ে কুলাতে পারবে না। সাথে কোন অস্ত্র নেই, তাই পালিয়েই বাঁচতে

হবে এ যাত্রা।

এখানে কোন মেয়ের পক্ষে একা বাস করা সম্ভব নয়, সে কথা কেউ না বললেও বোঝে ও। কিন্তু কি করবে, যার জন্য বাপ-ভাই প্রাণ দিল, তা সব এভাবে ফেলে রেখে ও যাবেইবা কোথায়? যদি যায় সবকিছু রক্ষার ব্যবস্থা করতেই যাবে, অন্য কোন কারণে নয়। ওকে এ সব কিছু রক্ষার দায়িত্ব নিতেই হবে। এ কাজে ঝুঁকি আছে, পদে পদে মৃত্যুভয়, তবু পিছপা হবে না।

এমন অবস্থায় ফাসকেনদেরকেও স্বাগত জানাবে সেলিয়া। ওর বাপ-ভাইয়ের মত তারাও সাদা মানুষ। ওকে নিশ্চই সাহায্য করবে তারা। ড্রেব্রাইট কতদূর জানে তাদের সম্পর্কে? একজনকে দিয়েই পরিবারের সবার সম্বন্ধে একটা অলীক ধারণা করে নিয়েছে সম্ভবত। আসলে তাদের সম্বন্ধে সে যা যা বলেছে, তার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে সেলিয়ার মনে হয় না।

বরাবর দক্ষিণে ছুটছে ও। নিজের ঘোড়ার ধুলোর মেঘ আড়াল করতে যতটা সম্ভব নিচু জায়গা দিয়ে চলছে। দুপুর নাগাদ কুড়ি মাইলের মত পথ পেরিয়ে এসেছে বলে ধারণা করল। আশা করছে আর দশ-বারো মাইল যেতে পারলেই বাড়ির পথ চিনতে পারবে, পরিচিত চিহ্নগুলো দেখতে পাওয়া যাবে তখন।

বিকেলের দিকে একটা পরিচিত চিহ্ন দেখে নিশ্চিত হলো সে, আর বারো মাইল পরই বাড়ি পৌঁছতে পারবে। এবার আর এদিক-ওদিক করার দরকার নেই, ঘোড়ার মুখ সরাসরি বাড়ির দিকে করে দিলেই হলো। ভীতিকর একটা ভাবনা মনে জুড়ে বসল, কোমানচিরা এসে বাড়ি খালি দেখে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়, তাহলে তো নিশ্চই এতক্ষণে পুড়ে সব ছাই হয়ে গেছে। নিজ থেকেই ওর চোখ চলে গেল যেদিকে বাড়ি, সেদিকের দিগন্তরেখায়। কোথাও ধোঁয়া উড়তে না দেখে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল।

আচমকা ডানদিকে আবছা নড়াচড়া ধরা পড়তে ছিঁড়ে গেল ওর ভাবনার সুতো। ঝট্ করে ঘুরে তাকাল। অগভীর একটা গিরিখাত থেকে বেরিয়ে এল এক কোমানচি যোদ্ধা। তার পেছন পেছন এল একজন, দু'জন। দেখে বোঝা যায় যোদ্ধাটা ওকে দেখতে পায়নি এখনও, তবু দম প্রায় বন্ধ করে ফেলল সেলিয়া। ভীতি গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, বুদ্ধি-বিবেচনা সব মুহূর্তের জন্য তালগোল পাকিয়ে ফেলল। ইন্ডিয়ানরা কমপক্ষে আধমাইল দূরে হবে এখনও। ওকি ঘোড়া থামিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে থাকবে? নড়াচড়া না দেখলে হয়তো খেয়াল করবে না ওরা। নাকি জানপ্রাণ লাগিয়ে ছুটবে? কিছুই ঠিক করতে পারছে না।

এমনসময় ওর সিদ্ধান্ত নেবার কাজ সহজ করে দিতেই যেন এদিকে হাত তুলে সাথীদের দেখাল দ্বিতীয় যোদ্ধা। ইন্ডিয়ান পনিগুলো সময় নষ্ট করেনি, মালিকের ইশারায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। রঙধনুর মত ঘুরে ওর গতিপথে এসে মিশতে চাইছে সামনে দিয়ে।

সেলিয়াও পাগলের মত ঘোড়ার দু'পাশে হীল ঠুকছে। ওটার পিঠের ওপর উপুড় হয়ে ঝুঁকে রয়েছে সে, মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে দেখছে কোমানচিদের। ওর ধারণার চাইতে অনেক জোরে ছুটছে পনিগুলো। এরমধ্যেই দূরত্ব অনেকটা কমিয়ে ফেলেছে। সেলিয়ার ঘোড়াটা ওদের তুলনায় ভাল হলেও গতকাল পরিশ্রম করেছে, আর আজ সারাদিন তো প্রায় না থেমেই ছুটছে। তাই কিছুটা পরিশ্রান্ত।

ইন্ডিয়ানদের হিংস্র উল্লাসধ্বনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সেলিয়া। ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেছে ওর। এখন যদি বাড়িটা ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কি হবে? নতুন চিন্তা ভর করল মাথায়। আর যদি ধ্বংস নাও হয়, তাহলেইবা ও একা কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে এই অসভ্য জানোয়ারগুলোকে?

পেছনে একবার দেখল সেলিয়া, ব্যবধান আরও কমেছে। হঠাৎ খেয়াল হলো ওরা গুলি করছে না। তার মানে ওকে জীবন্ত ধরতে চাইছে। এর অর্থ ভাল করে জানে ও। শরীরের রক্ত সেই দৃশ্য কল্পনা করে জমাট বেঁধে যাবার অবস্থা হলো।

ঘোড়ার পাঁজরে হাই-বাটন জুতোর হীলের বাড়ি আরও জোরে পড়তে লাগল। আশ্চর্য! জুতোজোড়া ওয়েন ডেব্রাইটই ওর জন্য নিয়ে গিয়েছিল। এটা না থাকলে খালি পায়ে হাজার গুতালেও ঘোড়াটা পাত্তাই দিত না। আজ যদি ও বেঁচে যেতে পারে, তাহলে তার পেছনে এই জুতো অর্থাৎ ওয়েন ডেব্রাইটের অবদান থাকবে।

এগিয়ে আসছে ইন্ডিয়ানরা, তাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও। চেহারার উল্কি, ভয়ঙ্কর শ্বাপদের দৃষ্টি, সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একটু পরই অক্ষত বাড়িটা চোখে পড়ল। প্রত্যাশা বেড়ে গেল। জুতোর জন্য ওয়েনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আরও জোরে হীল দিয়ে আঘাত করতে লাগল। ওটাও বিপদ বুঝে যতটা সম্ভব ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছেই গতি কমাল সেলিয়া, ঘোড়া থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটল। ওদিকে ইন্ডিয়ানরা গতি কমায়নি, ছুটে আসছে গোঁয়ারের মত। আচমকা ঘরের এক জানালা দিয়ে গুলি বেরিয়ে এল। একই সময় সামনের দরজাটা খুলে যেতে প্রায় উড়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মেয়েটি, সাথে সাথে পেছনে বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

তখনও গুলি চলছে। ঘরের মধ্যে পোড়া বারুদের ধোঁয়া আর গন্ধ। তারমধ্যেও অপরিচ্ছন্ন-নোংরা মানুষের গায়ের বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। জানালার পাশ থেকে কারও কর্কশ, উত্তেজিত গলা শুনতে পেল ও। 'দুটো খতম। পালাবার আগে বাকি হারামজাদাকেও শেষ করো।'

ফাসকেন! ওরা তাহলে এখানেই ছিল? উজ্জীবিত হয়ে উঠল

সেলিয়ার মন। এরা ওর জান বাঁচিয়েছে, অথচ এদের সম্বন্ধে কি সব কুকথাই না বলেছে ওয়েন ডেব্রাইট লোকটা!

আরেকজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই হারামীর বাচ্চাও খতম, এড!'

পরমুহূর্তে দরজা খুলে দুদ্দাড় করে বাইরে ছুটল কয়েকজন। দু'জন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল। একজনের নির্দেশমত বাইরের ওরা সবাই জোড়ায় জোড়ায় এগোল। একজন অস্ত্র তাক করে রেখেছে মাটিতে পড়ে থাকা ইন্ডিয়ানের ওপর, অন্যজন খোলা ছুরি হাতে ঝুঁকে কাজ করছে তার মাথার ওপর। পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল সেলিয়ার। একটু আগের চেহারার উজ্জ্বলতা মিলিয়ে গেল সাথে সাথে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ও।

পেছন থেকে কারও গলা শুনতে পেল, 'স্কাল্পগুলো বাইরেই রেখে এসো। ভেতরে একজন ভদ্রমহিলা আছে, তাকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলো না তোমরা।'

কারও খ্যাক্ খ্যাক্ কাশির অথবা হাসির শব্দ হলো। একটুপর হুড়মুড় করে ফিরে এল সবাই। তাদের কেউ নোংরা ট্রাউজারে ছুরি, হাত মুছে রক্ত-চর্বি পরিষ্কার করছে। ছুরির ধারও পরীক্ষা করছে কেউ কেউ।

অসুস্থ বোধ করল সেলিয়া। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। এতক্ষণ সব দেখেছে ও, আটজন লোক। বিভিন্ন বয়সী। দরজায় দাঁড়ানো দু'জন, একজন ষাটের বেশি, মাথার চুল বেশির ভাগ সাদা। বোধ হয় এদের বাপ হবে। তার পাশের জনের বয়স চল্লিশের মত হবে। কানের পাশের চুলে রঙ ধরতে শুরু করলেও স্বাস্থ্য মজবুত তার। সবল।

বাকি ছয়জনের সবাই স্বাস্থ্যবান, লম্বায় পার্থক্য বেশি নয়। সবার চোখেই ধূর্ততা, শঠতা, গোঁয়ার্তুমি আর নির্মম নীচুতা। বয়সের পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে অপরিচ্ছন্নতা আর নোংরামিতে কোন প্রভেদ নেই। সবাই ওর দিকে এমন লোভীর

দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যেন ক্ষুধার্ত কুকুর মাংসের টুকরার দেখা পেয়েছে।

শিরশির করে উঠল শরীর ভয়ে। ওয়েন ডেব্রাইটের কথা মনে পড়ল সেলিয়ার, সে বলেছিল এরা নাকি কোমানচিদের চেয়েও জঘন্য। ভয়ে ভয়ে কামনা করল ও, লোকটা যা বলেছে, তা যেন সত্যি না হয়।

দরজায় দাঁড়ানো মাঝবয়সী লোকটা ফিরল সেলিয়ার দিকে। 'আমি এড ফাসকেন, ম্যা'ম। এ আমার বাবা, আর ওরা সবাই ভাই। আমার ধারণা তুমি এখানেই থাকো।'

কোনমতে নড করল সেলিয়া।

'শকুনে খাওয়া যে দুটো দেহ দেখেছি আমরা, সেগুলো তাহলে এই বাড়ির পুরুষদেরই হবে। তা তুমি কি এখন একা?'

মিথ্যা বলবে কি না ভাবল সেলিয়া। পরক্ষণে মনে হলো তাতে লাভ হবে না। ওয়েন ডেব্রাইটকে বোকা বানানো সম্ভব হয়নি, এদেরকেও সম্ভব হবে না। মাথা সামান্য নড করল ও।

'কোথায় ছিলে তুমি?'

এবারে দ্রুত মিথ্যা বলে ফেলল ও, 'আমার বাবা আর ভাইয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলাম।'

অন্যদের মধ্যে কেউ একজন অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'ও মিথ্যা বলছে, এড।'

'শাট্ আপ,' তাকে ধমকে আবার সেলিয়ার দিকে ফিরল সে। চোখের কঠোর দৃষ্টি ঘুরছে মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত। 'তুমি যে মিথ্যা কথা বলছ তা তুমি যেমন জানো, আমিও জানি। শোনো, ম্যা'ম, সত্যি কথা বললে আমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে ভাল ব্যবহার পাওয়ার আশ্বাস তোমাকে দিচ্ছি। এখন বলো তো, কোথায় গিয়েছিলে?'

'বলেছি তো আমার বাবা-ভাইকে খুঁজতে গিয়েছিলাম,' গলায়

কিছুটা জোর ফুটিয়ে বলার চেষ্টা করল ও। 'তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না আমি, তারা মরতে পারে না।'

একই স্বরে আবার বলল এড, 'তোমাকে আরেকটা সুযোগ আমি দেব, ম্যা'ম। তবে তার আগে আমরা যা জানি তা বলছি, ওয়েন ডেব্রাইট এখানে ছিল। তার ট্রেইল ধরেই এখানে এসেছি আমরা, একইভাবে তোমার বাপ-ভাইর দেহও খুঁজে পেয়েছি। ওগুলো দেখে বুঝেছি কমপক্ষে তিনদিন আগে মারা গেছে তারা। দু'দিন ওয়েন ডেব্রাইটের সাথে বাইরে থেকে একা ফিরলে তুমি। এখন আমার প্রশ্ন, ওকে কোথায় রেখে এসেছ এবং ওর আঘাত কতখানি গুরুতর?'

চোখ নামিয়ে বসে রইল সেলিয়া। চুপ। ধৈর্যের প্রতীক হয়ে এডও ওর দিকে তাকিয়ে রইল একভাবে। ভাইদের একজন বলে উঠল, 'আমি ওকে কথা বলাতে পারি, এড। একটু সুযোগ...'

খেঁকিয়ে উঠল বুড়ো, 'এর আগে যা করেছ তাতেই কয়েক ঘা পাওনা হয়েছে তোমার। বেশি বক্ বক্ করলে তোমার পাওনা এখনই মিটিয়ে দেব আমি।'

শান্ত গলায় এড বলল, 'কনের হচ্ছে কষ্ট দিয়ে মজা পাবার স্বভাব। ওকে নিয়ে তুমি কোন চিন্তা কোরো না, ম্যা'ম। তুমি সত্যি কথা বলো, ওকে আমি সামাল দেব।'

চোখের কোনা দিয়ে কনকে দেখল সেলিয়া। প্রায় ছয় ফুট লম্বা সে। লম্বাটে চেহারা। কুতকুতে চোখ দুটোর মাঝের দূরত্ব খুবই কম। ও দুটো জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওপরের দাঁতের পাটি উঁচু তার, ঠোঁট ফাঁক হয়ে থাকে সারাসময়। লোকটা ঘামছে, জিভ দিয়ে অনবরত পুরু ঠোঁট চাটছে।

সেলিয়াকে শিউরে উঠে তার দিক চোখ সরিয়ে নিতে দেখে দাঁত বের করে হাসল এড। কনকে বলল, 'তুমি কিন্তু ওকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছ।'

ঘুরে কৌতুকের চোখে সেলিয়াকে দেখল। 'কিছুক্ষণের জন্য তোমাকে কোরালের পেছন থেকে ঘুরিয়ে আনার অনুমতি দিতে পারি আমি কনকে। তবে তার চেয়ে ভাল বুদ্ধিও আছে। ধরো, তোমার সব কাপড় খুলে নেয়া হলো। একেবারে উদোম হয়ে আমাদের রান্নবান্নাসহ ঘরের সমস্ত কাজ করবে তুমি।' চওড়া মুখ নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল লোকটার। ভাইদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন হবে সেটা? ও যতক্ষণ কথা না বলে, ততক্ষণ তোমরা সবাই আশ মিটিয়ে দেখতে পাবে। কিন্তু ছুঁতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

অসুস্থ বোধ করল সেলিয়া। ভয়ে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে যেন। নড়াচড়া করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। ভীষণ আফসোস হচ্ছে এখন ওয়েন ডেব্রাইটের কথা শোনেনি বলে। তার কথা বিশ্বাস করেনি বলে। ফাসকেনদের সম্বন্ধে সে যা যা বলেছে, সবই যে সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে! ঘরভর্তি বিকৃত মানসিকতার লোকগুলোর সামনে নিজের বিপর্যস্ত অবস্থার কথা কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছে ও। গলার মধ্যে কিছু একটা দলা পাকিয়ে আছে, ঢোক গিলতে পারছে না। চেহারা মড়ার মত সাদা।

ওর দুরবস্থা উপভোগ করছে এড। কিছুক্ষণ পর আবার বলল সে, 'তুমি মুখ খুললে ওসব কিছুরই প্রয়োজন হবে না, ম্যা'ম। যা জানতে চাইছি ঠিক ঠিক বলে ফেললেই থেমে গেল সে।

ওয়েন ডেব্রাইটের কথা ভাবল সেলিয়া। ও বলুক আর না বলুক, এরা তাকে এমনিতেই ধরবে। ও যদি বলেই দেয়, ক্ষতির মাত্রা তাতে মোটেও বাড়ার সম্ভাবনা নেই। বরং ওর লাভ তাতে। খবরটা পেলে জানোয়ারগুলো সেদিকে ছুটবে ওকে ছেড়ে। ক্ষীণ হলেও আশার একটা আলো দেখতে পেল ও, মুখ খুলতে গেল, কিন্তু শব্দ বের হলো না ভেতর থেকে। গলা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে।

অন্তরঙ্গ গলায় বলল এড ফাসকেন, 'ম্যা'ম, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, নিশ্চিন্ত থাকো তুমি। ভাইদের আমি বলে দিয়েছি, ওরা কেউ তোমাকে ছোঁবে না পর্যন্ত। কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। কারণ আমার কথার অবাধ্য হয় না এরা কেউ। এখন বলো, কোথায় সে?'

'জায়গাটা আমার অচেনা, তাই নাম বলতে পারব না। এখান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল উত্তরে। আর লোকটার সাথে আমি স্বেচ্ছায় যাইওনি, আমাকে অজ্ঞান করে নিয়ে গিয়েছিল সে। আজ সকালে সুযোগ পেয়ে পালিয়ে এসেছি আমি।'

চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার। 'তোমার পালিয়ে আসা ঠেকাতে পারেনি, তার মানে হারামজাদা ভালই আহত হয়েছে, কি বলো?'

'আমি পালাবার সময় ঘুমিয়েছিল সে।'

'আশ্চর্য! তোমার পরিবারের কোন পুরুষ বেঁচে নেই, এখানে কোন মেয়ের একার পক্ষে বেঁচে থাকা এককথায় অসম্ভব। তারপরও কিসের টানে ফিরে আসার ঝুঁকি নিলে তুমি? কোথাও সোনা দানা লুকানো নেই তো?'

লোকটার শকুন দৃষ্টি থেকে মনের ভাব লুকাতে মুখ ঘুরিয়ে নিল সেলিয়া। মাথা নাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হলো না। ফাসকেনদের একজন উৎফুল্ল গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! সত্যিই তাহলে সোনা আছে এখানে! এড, ওর মুখ খোলাও!'

'চুপ করো, লী, ব্যাপারটা আমি দেখছি,' ছোট ভাইকে ধমক দিয়ে ওর দিকে ফিরল বড় ছেলে। 'লুকানো সোনা, না জায়গার টানে ফিরে এসেছ তুমি, ম্যা'ম?'

দুর্বল গলায় উচ্চারণ করল সেলিয়া, 'জায়গার টানে। এটা আমাদের বাড়ি। আমার...'

'নিশ্চই!' বাধা দিয়ে বলল সে। 'অবশ্যই এটা তোমাদের

বাড়ি! কত বড় র‍্যাঞ্চ তোমাদের?'

মেয়েটির মনের কথা যেন পড়তে পারছে এড। মনে হচ্ছে ও যা যা গোপন রাখতে চাইছে, তার সব জেনে গেছে সে। অসহায়বোধ করল সেলিয়া। বাবা আর ভাইয়ের সাথে ও নিজেও কেন মরল না? ভাবল ও। এখন মনে হচ্ছে বেঁচে থাকার মাসুল গুনতে হবে। চরম হতাশা গ্রাস করতে চাইছে।

অসহায় চেহারায় অন্যদের দিকে তাকাল সেলিয়া, লীর মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত লালচে পশমের মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছে অসংখ্য ব্রন। ডেভের চেহারা দেখতে বেজির মত লাগছে। আর কন! ওর চাউনি দেখলেই আশঙ্কায় বুকের মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে।

অন্তর্ভেদী চোখে তাকিয়ে আছে এড। চোখ নামিয়ে নিয়ে দুর্বল গলায় কোনমতে উচ্চারণ করল মেয়েটি, 'একলাখ একরের।'

নিঃশব্দে শিস দেয়ার ভঙ্গি করল সে। 'পশু?'

'আমি জানি না,' আর্তনাদের মত শোনাল মেয়েটির গলা।

'নিশ্চই জানো!' দৃঢ়স্বরে বলল এড। 'কন! ওর কাপড় খুলতে শুরু করো।'

ঠোঁট আরও ফাঁক হয়ে গেল কনের, দু'পা এগিয়ে এল।

মনে মনে আঁতকে উঠল মেয়েটি। 'দশ হাজার।'

আবারও শিস দেয়ার ভঙ্গি করল এড, একে একে তাকাল ভাইদের দিকে। 'বুঝতে পারছ তো, এ কোন ফালতু মেয়ে নয়? একলাখ একর জমি আর দশহাজার পশুর মালিক। তাছাড়া এখানে কোথাও লুকিয়ে রাখা সোনারও মালিক। ওকে আমাদের আরও ইজ্জত করা উচিত, কি বলো!'

ওদের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে সেলিয়ার দিকে ফিরল সে। 'তোমাদের জমির মালিকানা কি ধরনের, ম্যা'ম?'

'স্প্যানিশ ল্যান্ড গ্র্যান্ট।'

উল্লাস চেপে রাখতে না পেরে লাফিয়ে উঠল লোকটা। 'শুনলে সবাই! এই মেয়েই এখন সবকিছুর মালিক। আসলে ওবিকে খুন করার জন্য ওয়েন ড্রেব্রাইটকে বরং আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত এখন। হারামীর বাচ্চা কতবড় এক সম্পদের সন্ধান দিয়ে গেল আমাদের, বাপ্‌রে!'

তার খুশিতে যোগ দিতে পারল না কন। নিরাসক্ত গলায় বলল, 'তাতে কি? ও মালিক হলে আমাদের কি?'

অমায়িক হাসল এড। সবার ছোট লীর দিকে তাকাল দুষ্টুমি ভরা চোখে। 'ছোটর সাথে বয়সের দিক থেকে মেয়েটি উপযুক্ত। আমাদের "জাস্টিস অভ দি পীস" ডেভ আইন ঠিক রেখে ওদের দু'জনের বিয়েটা দিয়ে দিলেই সব জমি আর পশুর মালিক হয়ে যাবে ও। সাথে মেয়েটাকেও পাবে ফাও হিসেবে। কি বলো, চমৎকার, না?'

'ঠাট্টা করছ তুমি!' লাজুক হেসে বলল লী। অন্যদের দিকে তাকাল।

'মোটেই না।' গম্ভীর হয়ে উঠল সে। 'সোনা নিয়ে বাবা, আমি আর ডেভ বাড়ি ফিরে যাব। ওখানেই থাকব। তুমি এখানকার জমি, পশু আর মেয়েটার মালিক হয়ে থেকে যাবে। তবে এত বড় সম্পত্তি দেখেশুনে রাখা তোমার একার কম্ম নয়, তাই ডিক, মিড, হার্ব আর কন থাকবে এখানে, তোমাকে সাহায্য করবে। বিনিময়ে তুমি ওদেরকে সমান ভাগ দেবে সবকিছুর। চাইলে মাঝে মধ্যে ফুর্তির ভাগও এক-আধটু দিতে পারো।' সেলিয়ার দিকে ইশারা করে চোখ টিপল।

বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে থাকল সেলিয়া। কী সাংঘাতিক! ওকে সারাজীবন ধরে দাসী-বাঁদি বানিয়ে রাখার পরিকল্পনা আঁটছে এরা! মেয়েটির মনে হলো ও কোন দুঃস্বপ্ন

দেখছে, ঘুম ভাঙলেই কেটে যাবে··· চারদিকে তাকিয়ে তক্ষুণি ভুল ভাঙল ওর। স্বপ্ন নয়, এটাই যে নির্মম বাস্তব, বুঝতে ভুল হলো না। ওয়েন ডেব্রাইটের সতর্কবাণী কানে বাজল আবার–ফাসকেনরা কোমানচিদেরও অধম। মোটেও যে বাড়িয়ে বলেনি যুবক–এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও। ভীষণ কান্না পাচ্ছে, নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে তার কথা শোনেনি বলে।

গম্ভীর স্বরে বড় ছেলে বলল, 'তবে সবকিছুর আগে আমাদের ওই খুনীটার ব্যবস্থা করতে হবে। খুনের বদলা নিতে হবে। শেরিফকে খুনের দায়ে ওর দেহের অবশিষ্ট অংশ নিয়ে যেতে হবে কোমানচি ওয়েলসে। আমার সাথে হার্ব, কন, তোমরা চলো। এখন বেরোলে দু'দিনের মধ্যে আশাকরি কাজ শেষ করে ফিরতে পারব।'

বেরিয়ে যাবার আগে দরজায় দাঁড়িয়ে লীর দিকে তাকাল সে মুচকি হেসে বলল, 'ওর সাথে দুর্ব্যবহার কোরো না। তোমার সম্বন্ধে ওর মন থেকে ভয় দূর করে দিতে পারলে ভবিষ্যতে সংসার করা সহজ হবে। তাতে আমাদের সবার লাভ।'

মাথা নিচু করে বসে আছে সেলিয়া, কারও দিকে তাকানোর ক্ষমতা নেই। ওর দিকে ফিরল এড। কঠোর গলায় বলল, 'অ্যাই মেয়ে, ভবিষ্যৎ সংসার জীবন কি ভাবে সুখের করা যায়, তা নিয়ে যত ইচ্ছা ভাবতে পারো, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি মাথায় পালাবার ভূত চাপে বা কোন অঘটন ঘটানোর কথা গজায়, তাহলে এমন শাস্তি দেব যা সারাজীবন চেষ্টা করেও ভুলতে পারবে না। কানে গেছে আমার কথা?'

কোনমতে মাথা দোলাল সেলিয়া। কানে গেছে। তবে এ মুহূর্তে সমস্ত ভীতি জয় করে ফেলেছে ও। লীর মত একটা ছেলেকে বিয়ে করে সারাজীবন দাসীগিরি করার চাইতে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? এডের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছে ওর.

এখানে থাকলে লীকে বিয়ে করতেই হবে। অতএব, মনে মনে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে। পালাবে ও। প্রথম সুযোগেই পালাতে হবে এদের হাত থেকে। তারপর যদি কোমানচিদের হাতে পড়তে হয়, তাও সই।

সাত

সেদিন সারা সকাল অস্বস্তিকর ঘুমের ঘোরে কাটল ওয়েন ডেব্রাইটের। যতবার সজাগ হয়েছে, ততবার ক্রল করে বাইরে গিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে এসেছে। সেই সাথে নিজের দুর্বলতা আর অসহায় অবস্থাকে অভিশাপ দিয়েছে। যদিও জানে তাতে কোন উপকার হবে না, ঘা শুকাতে সময় দরকার। সেজন্য ধৈর্য ধরতেই হবে।

মেয়েটি থাকলে অবশ্যই উপকার হত, অনেক সাহায্য করতে পারত ওকে। খাবার-পানি যা আছে, তাতে দিন দুই নিজের চলে যাবে যদিও, কিন্তু সন্ধ্যার পর একবার অন্তত পশুটাকে পানি খাইয়ে আনতে যত কষ্টই হোক, দূরে যেতে হবে ওকে। তাতে ট্রেইল তৈরি হবে। ইন্ডিয়ানরা যদি সেই ট্রেইল দেখে, বুঝতে পারবে এদিকে বাইরের কেউ আছে। বিপদ ঘটে যেতে পারে তাহলে।

মন দুর্বল হয়ে পড়তে চাইছে তার, এ থেকে মুক্তির সহজ কোন উপায় মাথায় খেলছে না। ফাসকেন পরিবার, কোমানচি, এমনকি নিজের অসহায়ত্ব, সবকিছুই যেন ওর সাথে শত্রুতায়

মেতেছে। একটাই য়া ভরসা, এখানে থাকতে পারলে আচমকা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই।

সূর্য হেলে পশ্চিমে সরে যেতে গুহামুখ দিয়ে সরাসরি রোদ ঢুকতে শুরু করেছে, আভেনের মত তাতিয়ে তুলেছে ভেতরটা। অসহ্য গরমে টেকা দায়। দরদর করে ঘামছে ও। পিপাসায় গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। তবু পানির পরিমাণের কথা ভেবে খেল না। ক্লান্ত, দুর্বল দেহ টেনে বিশাল স্যান্ডস্টোনের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসল। সামনে রোদে পোড়া মাটি খাঁ খাঁ করছে। কোথাও কোন প্রাণের চিহ্ন নেই। সমস্ত প্রকৃতি যেন তাপে দগ্ধ হয়ে ঝিমাচ্ছে। শান্ত-সমাহিত চারদিক।

বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন সব ভাবনা এসে জড়ো হচ্ছে যুবকের মনে। এই জমির অধিকার রক্ষার জন্য লড়ছে কোমানচিরা। কিন্তু কতদিন টিকে থাকতে পারবে ওরা? কত জায়গা থেকেই তো হাটিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের। সে সব আজ সাদাদের দখলে। যে যেভাবে পেরেছে ইচ্ছামত দখল করে নিয়েছে। দখল, জবরদখল, উৎখাত নিয়ে সাদারাই আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ বাধিয়েছে। রক্তপাত ঘটিয়েছে। তারপরও সেসব জায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতা। নগর সভ্যতা। পয়সাওয়ালাদের সভ্যতা। সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে একদিন এসব অঞ্চল থেকেও হটে যেতে বাধ্য হবে ইন্ডিয়ানরা। এখানেও পিলপিল করে ঢুকে পড়বে নতুন নতুন ভাগ্যান্বেষীর দল। দখল করে নেবে সবকিছু।

শহর, রাস্তা-ঘাট, সুন্দর সুন্দর দালানকোঠা, এমনকি স্কুলও তৈরি হবে। কিন্তু সে সভ্যতায় ওয়েন ডেব্রাইটের মত গরীবদের জায়গা কোথায়? তবে সেলিয়া ওয়েস্টমেয়াররা যদি সেদিন পর্যন্ত নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে তারাও নিশ্চই সে সভ্যতার অংশীদার হবে।

আচ্ছা, সেলিয়া কি ইন্ডিয়ানদের হাত এড়িয়ে বাড়ি পৌঁছতে

পেরেছে? যদি ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে রাতের আগেই সম্ভবত পৌঁছে গেছে। কিন্তু তারপর? নিশ্চই ফাসকেনদের হাত এড়াতে পারেনি সে। নিশ্চই ওরা তাকে দিয়ে ডেব্রাইটের অবস্থানের খবর বলিয়ে ছেড়েছে। মানুষ নয় ওরা! কথা বের করতে সব পন্থা কাজে লাগাবে প্রয়োজনে।

মেয়েটিকে দোষ দেয় না ও। কারণ সে না বললেও ফাসকেনরা ঠিকই ট্রেইল ধরে পৌঁছে যাবে এখানে। তবে ওর মুখ থেকে জেনে নিতে পারলে খোঁজাখুঁজির সময় কিছু বাঁচাতে পারবে, এই যা। আমাকে খুন করে ওরা কী করবে সেলিয়াকে নিয়ে? কার্লোসের মেয়ের মতই আচরণ করবে ওর সাথে, না কোমানচি ওয়েলসের মত নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাবে? চিন্তাটা নতুন করে উদ্বিগ্ন করে তুলল ওকে।

ধীরে ধীরে অস্ত গেল সূর্য। তাপ কমতে শুরু করেছে, সেই সাথে পুবদিক থেকে আঁধার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে গুটি গুটি পায়ে।

বোল্ডারের আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডেব্রাইট। চারদিক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে ক্যানটিন কাঁধে ঝুলিয়ে রিমের তলা দিয়ে ট্রেইলের দিকে এগোল। অন্ধকার দ্রুত ঘনিয়ে আসলেও অসুবিধা হলো না ওর। বাঁধন খুলে ঘোড়ার পিঠে চাপল, তারপর নামতে লাগল নিচের দিকে।

নিচে মাইল পাঁচেক চলার পর পানির দেখা পেল ও। ঘোড়াকে খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিল। ক্যানটিনের পুরানো পানি ফেলে শীতল তাজা পানি ভরে নিল। তারপর ফিরে এসে পাহাড় চূড়ায় ঘোড়া বেঁধে চলে এল গুহায়।

রাত হয়ে গেছে। পরিশ্রান্ত ওয়েন ডেব্রাইট শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করে ভাবল আগামীদিনের কথা। কালই পরীক্ষার ফল পাওয়া যাবে। ওয়েন ডেব্রাইট নামে কেউ বেঁচে থাকবে, না বিদায় নেবে

পৃথিবী ছেড়ে, কাল বোঝা যাবে।

ওয়েস্টমেয়ারদের র‍্যাঞ্চ ছেড়ে আধ মাইলের মত এসে কন ও হার্বকে বলল এড, 'এবার ট্রেইল খোঁজা দরকার। তোমরা দু'দিকে দেখো। দুটো ঘোড়া, একটা ওই কুত্তার বাচ্চার আর একটা মেয়েটার।'

একজন বাঁয়ে, অন্যজন ডানে খুঁজছে। চোখ মাটিতে। ঘোড়ার পিঠে বসে ভাইদের কাজ দেখছে এড। ওরা দক্ষ জানে সে। অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেইল ঠিকই বের করে ফেলবে, গর্ব করে তা বলতে পারে।

নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে ওদের পুরো পরিবার একতাবদ্ধ। তার জ্ঞান হবার পর এই ওয়েন ডেব্রাইট ছাড়া ফাসকেনদের ওপর হাত তোলার সাহস কেউ করেনি, এমনকি ইন্ডিয়ানরাও এড়িয়ে চলেছে ওদেরকে। আজ যদি এই লোকটাকে শাস্তি দেয়া না যায়, এড বুঝতে পারছে, অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। নতুন নতুন শত্রু এগিয়ে আসবে শক্তি পরীক্ষা করতে। উপদ্রব বেড়ে যাবে।

রাগ হলো এডের, ওবির কী দরকার ছিল কাউকে না জানিয়ে অতদূরে গিয়ে ঝামেলা বাধানোর? না গেলে তো আজ এই গ্যাঁড়াকলে পড়তে হয় না। এখন এই ব্যাটাকে ধরে কোমানচি ওয়েলসে নিতে না পারলে শেরিফের খুনের দায় থেকে বাঁচাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

ডেভ আছে যদিও, তবু, বলা তো যায় না। ফাসকেনদের আঘাত করে একজন পার পেয়ে গেছে, ব্যাপারটা অনেককেই উৎসাহী করে তুলতে পারে। অতএব কোনমতেই ওয়েন ডেব্রাইটকে ছেড়ে দেয়া যাবে না।

আসলে ভাইদের কাউকেই দোষ দেয়া যায় না। কোনদিন

মানুষ হওয়ার সত্যিকার ট্রেনিং পায়নি ওরা কেউ। বাবা চিরদিন সংসারের প্রতি উদাসীন ছিল। মা যতদিন বেঁচে ছিল, একের পর এক সন্তান জন্ম দেয়াই যেন একমাত্র কাজ ছিল তার। যেই কোল থেকে নেমে একটা দাঁড়াতে শিখেছে, অমনি আরেকটা এসে জুড়ে বসেছে সেখানে। ডেভ ছাড়া পরিবারের কারও লেখাপড়া না শেখার এটাও কারণ। শিক্ষা যে মানুষের জন্য জরুরী, এই জ্ঞানটাও কেউ পায়নি উপযুক্ত সময়ে। সবাই আছাড় খেয়ে জেনেছে যে আছাড়ে ব্যথা লাগে। এ জন্যই মানুষ হিসেবে ফাসকেনরা একটু রুক্ষ। নিজেদের প্রয়োজনীয় কোনকিছুই অর্জন করে নয়, কেড়ে নিতে শিখেছে ওরা। কারণ একটাই—ভাল-মন্দের প্রভেদ কেউ বুঝিয়ে দেয়নি।

এইজন্যই মেয়েদেরকে সম্মান করা বা তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করাও শেখেনি। দুর্বল স্বাস্থ্যের মা লীকে জন্ম দিয়ে দম নেয়ার সুযোগ পায়নি। তাকে মাটি দিতে না দিতেই বাবা ওদের খোঁয়াড় দেখাশোনার জন্য কোত্থেকে এক মেক্সিকান মেয়েছেলে ধরে নিয়ে এল। তার এক ছেলে ছিল কনের সমবয়সী।

দিনে সংসারের ঘানি টানতে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত মহিলা। রাত কাটাত ফাসকেনদের যে কোন একটাকে নিয়ে। বয়সের বাছ-বিচার করত না। কনের বয়স যখন এগারো, তখন একদিন ওর সাথে বেরিয়ে আর ফিরে এল না তার ছেলেটা। কৈফিয়ত দিল কন—ওকে নাকি কোমানচিরা ধরে নিয়ে গেছে। যদিও এড বিশ্বাস করেনি, কিন্তু লাভ নেই বুঝে ঘাঁটাঘাঁটিও করেনি। ঘটনার পর মা-টাও একদিন হাওয়া হয়ে গেল। ফাসকেনদের বাড়ি সেই থেকে পুরুষ সাম্রাজ্য।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা ততদিনে পুরোপুরি হয়ে গেছে। মেয়েদেরকে স্রেফ প্রয়োজন মেটানোর সামগ্রী ভাবতে শিখে ফেলেছে ফাসকেনরা। কনও তারপর থেকে হিংস্র, ভয়ঙ্কর হয়ে

উঠল। বাড়ির কুকুরগুলো পর্যন্ত ভয়ে ওর একশো হাতের মধ্যে ঘেঁষত না।

ফাসকেনদের আজ যতটুকু হয়েছে, তাতে সবারই কিছু না কিছু অবদান আছে। এখন অবশ্য ওয়েস্টমেয়ারদের সম্পত্তি নিজেদের দখলে আনার একটা সুযোগ হাতে এসে গেছে। আগামীকাল ওই হারামীর বাচ্চা খুনীটার পাওনা শোধ করে সেলিয়ার র‍্যাঞ্চ আর সোনার ভবিষ্যৎ পাকা করার ব্যবস্থা নিতে হবে। লী সেলিয়াকে বিয়ে করে বাসর রাত কিভাবে কাটায়, একটা দেখার বিষয় হবে সেটা। কথাটা ভেবে মুখে হাসির আভাস ফুটল এডের।

তখনই চিৎকার করে উঠল হার্ব, 'পেয়েছি! এড! কন! জলদি এসো!'

সামনে, ডানদিকের উঁচু এক জায়গার আড়াল থেকে ডাকটা কানে আসতেই সচকিত হয়ে ঘোড়া ছোটাল এড। কিছুদূর যাবার পর বাঁদিক থেকে আরেকটা ঘোড়ার শব্দ পেল, ওটা কনের ঘোড়ার শব্দ।

একটু পর হার্বকে দেখতে পেল এড, ঘোড়া দাঁড় করিয়ে বসে আছে। নজর মাটিতে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দুটো ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখতে পেল সে। পুরানো হয়ে গেছে বলে অস্পষ্ট, তবে খানিকটা আগে পিছে মন দিয়ে লক্ষ করে তিনজনেই নিশ্চিত হলো–এটাই ওদের কাঙ্ক্ষিত ট্রেইল। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন ভাই। দৃষ্টিতে নির্মম প্রতিশোধ নেবার জ্বলজ্বলে শপথ।

আট

অস্বস্তিকর ঘুমে রাত পার করল ওয়েন ডেব্রাইট। একের পর এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে সারারাত। শেষবার দেখেছে আট ফাসকেন ঢাল বেয়ে গুহার দিকে উঠে আসছে। সবাইকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে ও, চেহারা দেখে চিনতে পেরেছে ওদের। বাঁচার কোন সুযোগ নেই আর বুঝতে পারছিল, এইসময় আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। কিছু সময় চুপচাপ শুয়ে থেকে ঘোর কাটানোর চেষ্টা করল যুবক। এখনও বেঁচে আছে বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে স্বস্তি পাচ্ছে।

একটু পর উঠে ঠাণ্ডা পানি খেল। তারপর খাবার নিয়ে পড়ল। কয়েকদিনের মধ্যে আজই প্রথম পর্যাপ্ত খাবার খেতে পারল ও। খাবারের স্বাদও অনুভব করল।

কিছুক্ষণ পর গুহার বাইরে এসে বোল্ডারের পাশে দাঁড়াল, দৃষ্টি মেলে দিল ঢেউ খেলানো বিস্তৃত দিগন্তে। ওরা কি আটজনই আসবে একসাথে? নাকি র‍্যাঞ্চে থেকে যাবে কেউ কেউ? একসঙ্গে আট আটটা ফাসকেনের মোকাবিলা করা কঠিন হবে জেনেও মনে মনে কামনা করল ওয়েন, তাও ভাল, তবু যেন র‍্যাঞ্চে কাউকে রেখে না আসে ওরা। ওরকম অমানুষদের সাথে থাকার বিড়ম্বনা সইতে পারবে না মেয়েটি।

সেলিয়া চলে যাবার পর প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল যুবকের। তবে সময় বয়ে চলার সাথে সাথে মনের বিক্ষুব্ধ ভাব কমছে। মনে হচ্ছে মেয়েটির সব ছেড়ে আসতে না চাওয়া, তারপর ভয়ানক

বিপদ মাথায় নিয়ে ওভাবে চলে যাওয়ার পেছনে যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি আছে। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের মত শিকড় অত গভীর হলে ওয়েন নিজেও হয়তো ফিরে যেত।

বাঁয়ে তাকাল যুবক। অনেক দূরে ছোটখাট একটা ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল। ভাল করে দেখে নিশ্চিত হলো, কয়েকটা ঘোড়া একসাথে চললেই অমন ধুলো ওড়ার কথা। কিছুক্ষণ পর পর ঢেউ খেলানো প্রান্তরের খাদে কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেলেও আবার উদয় হচ্ছে পরের উথানে। এগিয়ে আসছে! কারা হতে পারে? কোমানচি না ফাসকেন? মন বলল ওটা পরেরটা।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওয়েন। জীবনে অনেক দেখেছে ও। মাইলের পর মাইল, ছোটার পর প্রতিবারই মনে হয়েছে, যেখানে ছিল সেখানেই যেন রয়ে গেছে। কোন অগ্রগতি ঘটেনি, কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। বিমর্ষ হয়ে ভাবল, কী লাভ তাহলে ছোটাছুটি করায়? ওর তো কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোথাও যাবার নেই। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের মত কোন অবলম্বন নেই। একটা প্রিয় পরিবেশ, কিছু সুখস্মৃতি, নিজস্ব ঠিকানা, অবলম্বন–জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ তেমন কিছুই নেই ওর জীবনে।

জীবনে কিছু অর্জন করেনি ওয়েন ডেব্রাইট। ওর বাবাও নয়। এক ভাড়া খামারে জন্ম ওর। ফসলের তিনের দুই ভাগ খরচ হয়ে যেত ভাড়া মেটাতে। বাবা তার সন্তানদের নিয়ে ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় অমানুষিক পরিশ্রম করত সেই ফার্মে। কিন্তু ফল হয়নি, সবাইকে নিঃস্ব রেখেই একদিন অন্য জীবনে চলে গেল সে।

মা, ভাই-বোনদের শহরের একটা ভাড়া করা জীর্ণ শ্যাকে রেখে ওয়েন কাজ নিয়েছিল কলোরাডোর পশ্চিমে। বুড়ো অর্চার্ডের আউটফিট পাহারা দেয়ার কাজ। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিত মাকে। কয়েক বছর পর হতাশ হয়ে একদিন দেখল সে-ও বাবার

মত একই ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছে।

একবার মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ভাইবোন সব মরে গেল। মা বিয়ে করে চলে গেল আরেক সংসারে। পিছুটান হারিয়ে নিজের পথ ধরল ডেব্রাইট।

সেই থেকে ছোটার শুরু। মেক্সিকোর স্লাইতে সিলভার মাইনিঙ করত, টের পেয়ে রুরেলেরা তাড়া করে সীমান্ত পার করিয়ে ছাড়ল। কলোরাডোয় লাইন রাইডিঙের সময় ওখানকার ভলান্টিয়ারদের সাথে ঝগড়ার ফলে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে নিউ মেক্সিকোর লা গ্লোরিয়েটা পাসে আহত হয় ও। সেই ঘা শুকাল দীর্ঘদিন পর, কিন্তু ততদিনে কাজে অনীহা এসে গেছে। দক্ষতার অভাব নয়, কাজের কথা ভাবলেই কেমন এক পিছুটান দেখা দিত ওর মধ্যে। সন্ত্রস্ত থাকত, এই বুঝি কাজের নামে আবার কোন ঘূর্ণিপাকে জড়িয়ে পড়ল বাবার মত, আর মুক্তি পাবে না সেখান থেকে।

আজ ওয়েনের মনে হচ্ছে ওর উদ্দেশ্যহীন জীবন ট্রেইলের এখানেই সমাপ্তি। বাবার তো তবু একটা পরিবার ছিল, ওর তাও নেই। থাকার মধ্যে কার্লোস মিগুয়েল পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা, সেটুকুও শেষ করে দিয়েছে দুর্বৃত্ত ওবি ফাসকেন। হতাশা গ্রাস করল ওকে।

ধুলোর মেঘ অনেক এগিয়ে এসেছে। কয়েকবার চেষ্টা করেও তিনের বেশি রাইডার দেখল না ও। লোকগুলোর এগোনোর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, ইন্ডিয়ান নয়, ওরা সাদা। চলার ভঙ্গিটা সেরকমই। অনেক দূরে আছে এখনও।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। রিমের ওপর দিয়ে এসে ওর মাথা, ঘাড়পিঠে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে গনগনে রোদের তাপ। চুলের নিচ থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। শার্ট ভিজে উঠেছে। জায়গা ছেড়ে গুহায় সরে এল ও, চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকল।

এখন আর কিছু করার নেই। ঘোড়াটা এখনও এত ক্লান্ত আর দুর্বল যে তিন খুনীকে পেছনে ফেলে বেশিদূর যেতে পারবে না। যা করার এখানে থেকেই করতে হবে। ওদের হাত থেকে বাঁচতে হলে সঠিক পরিকল্পনা করে লড়তে হবে, ভুল করা চলবে না। শক্তির ভারসাম্য কোনভাবে কমিয়ে আনতে পারলে তবেই সরে পড়ার সুযোগ আসবে। অন্ধকারে উত্তরে চলতে থাকলে সকাল হবার আগে ফাসকেনরা ওর ট্রেইল খুঁজে পাবে না। তারপরও যদি আবার তাড়া করে আসে শয়তানের দল, আরেকটা আশ্রয় খুঁজে নিয়ে লড়া যাবে। এভাবেই এগোতে হবে।

উঠে পড়ল যুবক। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল পাথরের পাশে। রোদের অসহ্য তাপ অগ্রাহ্য করে তাকাল সামনের দিকে। বেশ কাছে এসে পড়েছে শত্রু। ট্রেইল পরীক্ষা করছে।

আরও কিছুদূর এগিয়ে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করে ছড়িয়ে পড়ল লোকগুলো। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত কয়েকবার চলাচলের ফলে ওখানে অনেকগুলো ট্রেইল ওদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছে। অবশ্য বেশি সময় লাগল না, আলাদা আলাদা এসে পাহাড়ের নিচে যেখান দিয়ে ওপরে আসা-যাওয়া করেছে ও, সেখানে মিলিত হলো তিনজনে।

ডেব্রাইট জানে এখন ওকে কি করতে হবে। ওদেরকে এখানে টেনে আনা ছাড়া উপায় নেই, নইলে গুহা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে যাবে ওরা। ওখানে লুকিয়ে রাখা ঘোড়া ঠিকই দেখে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জিতলেও বাঁচা যাবে না তাহলে, কোমানচি দেশে পায়ে হেঁটে কোন সাদা মানুষ বাঁচতে পারে না।

রাইফেলটা নিয়ে এল ও। লোড পরীক্ষা করে তাকাল এদিক-ওদিক। পাথরের খাঁজে এক চিলতে জায়গা পেয়ে সেখানে শুয়ে রাইফেল তাক্ করল নিচের দিকে। রেঞ্জ, বাতাসের বেগ, বুলেটের নিম্নগতি ইত্যাদি মনে মনে হিসেব করে নিয়ে সামনের রাইডারের

ওপর সাইট স্থির করল। তার সামান্য বাঁদিক ঘেঁষে পাঠিয়ে দিল একটা বুলেট।

ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল রাইফেল। নিস্তব্ধ পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো দেয়ালে বাড়ি খেয়ে কয়েকগুণ জোর আওয়াজ উঠল গর্জনের।

সামনের ঘোড়াটা আচমকা থমকে দাঁড়িয়েই পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল, যেন সামনেই কোন র‍্যাটল শাপ দেখেছে পশুটা। পরমুহূর্তে সামনের পা মাটি ছেড়ে সামান্য উঠে গেল ওটার, হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

খরগোশের ক্ষিপ্রতায় রাইডার লাফিয়ে পড়ল ওটার পিঠ থেকে, পাথর, ঝোপ-ঝাড় খুঁজতে লাগল আড়াল নেয়ার জন্য। দেখাদেখি অন্য দু'জনও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে একই কাজে। ওদের দুটো ঘোড়া সুযোগ পেয়ে একছুটে অন্তত দু'শো গজ দূরে পালিয়ে গেল। আর কোন শব্দ নেই দেখে নিশ্চিন্ত মনে চরে ঘাস খেতে শুরু করেছে ওখানে। এদিকে গুলি খাওয়া ঘোড়াটা তীব্র আক্ষেপে বার কয়েক পা ছুঁড়ে নিথর হয়ে গেল।

ওয়েন নড়ল না। এক দৃষ্টিতে কে কোথায় লুকিয়েছে, সে সব জায়গায় নজর রাখতে লাগল। নড়াচড়া নেই ওদিকে কোথাও। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া দুটো চরতে চরতে একসময় একটা শুকনো নালার খাদে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্পূর্ণ এলাকা আবার আগের মত প্রাণীশূন্য মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। ফাসকেনদের একটা ঘোড়া আছে বটে, তবে থেকেও নেই ওটা।

ওয়েন নিশ্চিত ব্যাটারা ওর অবস্থান ঠিকই বুঝে ফেলেছে। এখন হামলার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত, অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আসবে ওরা–এই পরিষ্কার দিনের আলোতে নয়।

নয়

এক সময় দিন শেষ হয়ে গেল। পশ্চিম আকাশ বাহারি রঙের মায়াজাল ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে উঠল। তবু নিচে কোন নড়াচড়ার আভাস দেখতে পেল না ওয়েন ডেব্রাইট। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এগিয়ে আসবে ফাসকেনরা, জানে। কিন্তু সেই পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে ওদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই ওর। সরে পড়াই ঠিক করল। তবে তার আগে আলো আরও খানিকটা কমতে হবে।

একইভাবে নিশ্চল পড়ে থাকল যুবক। চোখ পাহাড়ের নিচের দিকে। দৃষ্টিসীমা যখন একশো গজেরও নিচে নেমে এল, তখন উঠল। তাড়াহুড়ো না করে রিমের নিচের দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে এক পা এক পা করে গুহার কাছ থেকে দূরে সরে চলল।

ও তরফের কোন নড়াচড়া এখনও চোখে পড়ছে না, শব্দও আসছে না কোনকিছুর। দু'পক্ষই যেন একে অপরকে ধোঁকা দিতে বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে। শত্রুপক্ষ জানে আহত সিংহের অবস্থা ওয়েনের, সামান্য অসতর্ক হলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ে। তাই ভীষণ সতর্ক তারা। যতই দুর্ধর্ষ হোক, নিজেদের নিরাপত্তার কথা প্রতি মুহূর্তের জন্য মাথায় রাখতে হচ্ছে।

পঞ্চাশ ফুট, তারপর একশো ফুট সরে এসেও থামল না ডেব্রাইট। সরতে থাকল একইভাবে। যখন বুঝল গুহামুখ থেকে অন্তত দু'শো গজ আসতে পেরেছে, তখন থামল। এর মধ্যে

দিনের শেষ আলোর চিহ্নও মুছে গিয়ে তারা ফুটেছে আকাশে। এতক্ষণ রাইফেল আঁকড়ে ধরে রাখায় আঙুলের প্রতিটি গিঁট টনটন করছে। তবু ঢিল দিল না। বাতাসে কান পেতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত পর মনে হলো এক টুকরো পাথর গড়িয়ে গেল নিচের দিকে। আবার সব চুপচাপ।

চোখ যখন দেখতে পায় না, কান শুনতে পায় না, তখন আরেকটা ইন্দ্রিয় জেগে ওঠে ওয়েনের। ছোটবেলা থেকে নানান বৈরী পরিস্থিতিতে পড়ে এটা আয়ত্ত করেছে। এই মুহূর্তে সেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে উঠেছে ওর, তাই টের পেল ঘাড়ের খাটো খাটো চুল সব খাড়া হয়ে উঠেছে।

রিমরকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও নিশ্চল হয়ে। আবার একখণ্ড পাথর গড়িয়ে নামার শব্দ শুনতে পেল ও। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল রিমের গা ছুঁয়ে। শরীরে শিরশিরে অনুভূতি জাগল ওর। ঘামে ভেজা শার্টের কারণে? না, আতঙ্কে? মৃত্যুর কথা ভেবে?

কান খাড়া রেখে শত্রুর কৌশল নিয়ে ভাবতে বসল যুবক। ওর ধারণা, একজন নিচ থেকে সোজা উঠে আসবে, বাকি দু'জন ওপরে উঠে দু'পাশ থেকে এগিয়ে আসবে। এভাবেই যদি ওরা আসার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে ডানদিক থেকে যে আসবে, তার সাথেই প্রথম দেখা হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, যেখান থেকে গুলি ছুঁড়েছিল, সেখান থেকে দু'শো গজ ডানে সরে এসেছে ও এর মধ্যে।

আচমকা একটা শব্দ কানে এল, কিন্তু তা এতই সামান্য যে কিসের শব্দ, বোঝা গেল না। শব্দের উৎসের দিকে ঘুরে গেল ও, সাথে রাইফেলও। প্রায় ফুট চল্লিশেক দূরে খুব অস্পষ্ট একটা কিছু মনে হলো নড়ছে। শব্দটা আবার হলো–রিমের গায়ে কাপড়ের ঘষা লাগার শব্দ ওটা, সেই সাথে ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে

থাকা অস্পষ্ট কাঠামোটার বালি কাঁকর মাড়ানোর মুড়মুড় আওয়াজ।

চূড়ার দিক থেকে আচমকা একটা নিশাচর পাখি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠেই ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। চমকে উঠল ওয়েন ডেব্রাইট। হাতের অস্ত্র চট্ করে জায়গায় উঠে এল। কাজটা করতে গিয়ে নিশ্চই কিছুটা শব্দ করে ফেলেছে ও, সামনের কাঠামোটা হয়তো থেমে পড়েছে সে জন্য। এখন আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। থেমে গেছে।

অপেক্ষায় আছে ডেব্রাইট, দম ছাড়তেও ভয় পাচ্ছে। ও কি ফাসকেনদের দক্ষতা হিসেব করতে ভুল করেছে? নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেখেছে? কি হবে, যদি ওরা ওকে দেখে ফেলে থাকে? এখন যদি একজন নিচ থেকে, একজন পাশ থেকে, আরেকজন চূড়ার দিক থেকে এগিয়ে আসে, কি করবে ও তাহলে?

ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে চাইল, যদি তাই হত, তাহলে এতক্ষণে ও মরে লাশ হয়ে যেত। ওয়েনের ধারণা অতখানি ধূর্ত বা কৌশলী নয় ফাসকেনরা।

আবার হলো শব্দ, আরও এগিয়ে এসেছে অস্পষ্ট কাঠামো। এখন ত্রিশ ফুটেরও কম দূরে ওটা। অপেক্ষা অসহ্য হয়ে উঠছে ওয়েনের। দেহের প্রতিটি নার্ভ এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অবসান চাইছে, উত্তেজনায় ফেটে পড়তে চাইছে।

এমন সময় হঠাৎ করে বাতাস দিক পরিবর্তন করল। এবং তখনই ওয়েনের নাকে এসে ঝাপটা মারল একটা বোটকা গন্ধ। ঘাম, ধুলো-বালি, তামাক, অপরিষ্কার পোশাক ইত্যাদির মিলিত দুর্গন্ধ। তার সাথে আছে ঘামে ভেজা বুটের কটু গন্ধ।

দিনের আলোয় শত্রুর মোকাবিলা করা যত সহজ, অন্ধকারে তা ততই কঠিন। বিশেষ করে যখন শত্রুর সংখ্যা বেশি এবং প্রথমে কার সাথে মোকাবিলা হতে যাচ্ছে তা অজানা, তখন তো

ডবল কঠিন।

একেবারে কয়েক হাতের মধ্যে চলে এসেছে অবয়বটা। রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে আচমকা ছায়ামূর্তির পেটে জোরে গুঁতো মেরে বসল ডেব্রাইট। এমন অভাবিত ভাবে আক্রান্ত হয়ে ভয়ার্ত গোঙানি বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে। ব্যথায় দেহ দু'ভাঁজ হয়ে এল।

ওরই মধ্যে প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে উঠল আক্রান্ত লোকটা, খপ্ করে ওর রাইফেলের ব্যারেল দু'হাতে আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে উল্টো ধাক্কা মারল। দুর্বল শরীরে তাল সামলাতে পারল না ওয়েন, পিঠ-মাথা পেছনের পাথরে জোরে ঠুকে গেল। চোখে সর্ষের ফুল দেখল ও। কোনটাকে মারছে না জেনে প্রথমেই গুলি করার ঝুঁকি নিতে চায়নি বলে এখন আফসোস হচ্ছে।

শত্রুও কম সেয়ানা নয়, ব্যারেল দেহের পাশে একহাতে চেপে ধরে অন্য হাতে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করছে মরিয়া হয়ে। বুঝতে পেরে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলল ওয়েন। রাইফেল ছেড়ে নিমেষে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে আনল। রাইফেল ছেড়ে দেয়ায় এদিকে কোন অবলম্বন থাকল না, ফলে ব্যাটা একটু বেসামাল হয়ে সামনে ঝুঁকে এল। তখনই ট্রিগার টিপে দিল ও। কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল শত্রু চিৎকার দিয়ে।

প্রতি আক্রমণের লক্ষণ নেই অপরপক্ষের। তারাভরা আকাশের জমিনে শত্রুর কাঠামো দেখতে পাচ্ছে ওয়েন। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দেবার মত করে দেহের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে সে। তার কষ্ট করে শ্বাস টানার ঘরঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কান খাড়া রেখে তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েন। একশো গজমত নিচে কারও পা হড়কানোর আওয়াজ কানে পৌঁছল। দ্রুত হাঁচড়েপাঁচড়ে ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কেউ।

একই সময় ছুটন্ত পায়ে বাড়ি খেয়ে পাথরের টুকরো ছিটকে পড়ার শব্দ হলো, বাঁদিক থেকেও ছুটে আসছে আরও একজন। এতক্ষণ ওর প্রথম অবস্থান লক্ষ্য করে নিঃশব্দে এগোচ্ছিল, কিন্তু গুলির শব্দে ও যে অবস্থান পাল্টেছে, তা বুঝতে পেরে দ্রুত পৌঁছার চেষ্টা করছে। সতর্কতা কমে গেছে।

ওরা এসে পড়ার আগেই এদিকের কাজ শেষ করতে হয়, কঠিন গলায় সামনের লোকটাকে বলল যুবক, 'তোমার নাম কি?'

উত্তর নেই। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আবার বলল ও, 'অ্যাই, কুত্তার বাচ্চা! কথা না বললে তোর মাথা উড়িয়ে দেব। কি নাম?'

মুহূর্ত খানেক পর যন্ত্রণাকাতর স্বরে উত্তর এল, 'আমি হার্ব।'

'সাথে কে কে আছে?'

'এড আর কন। ওরা তোমাকে ঠিকই ধরে ফেলবে, তারপর ইন্ডিয়ানদের মত কষ্ট দিয়ে ধীরে ধীরে খুন করবে। তোমার এই বীরত্ব তখন কোন কাজে লাগবে না, হারামীর বাচ্চা!'

'সে তখন দেখা যাবে,' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'আর সবাই কোথায়?'

জবাব নেই। বুড়ো আঙুলের চাপে নিঃশব্দে হ্যামার রিলিজ করে পরক্ষণেই আবার শব্দ করে টানল ওয়েন। কাজ হলো এতে, নিচু স্বরে ধীরে ধীরে জবাব এল এবার, 'ওয়েস্টমেয়ারদের বাড়িতে।'

'মেয়েটিও ওদের সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'ওর ওপর অত্যাচার চালিয়েছ তোমরা?'

'অত্যাচার চালাব কেন? ও তো লীকে বিয়ে করতে যাচ্ছে!'

রাগ বেড়ে যাচ্ছে ডেব্রাইটের। ও জানে বাধ্য না হলে সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ার এই অসভ্য জানোয়ারদের কাউকে বিয়ে করতেই পারে না। আর ওকে রাজি করার মত জঘন্য, নিকৃষ্ট পন্থাও

ফাসকেনরাই ভাল জানে।

মুখ এগিয়ে নিল ও হার্বের দিকে। 'লীকে বিয়ে করতে তোমরা ওকে রাজি করালেও ফাদারের সামনে আসল কথা ও ঠিকই ফাঁস করে দেবে।'

আহত লোকটা চিঁ চিঁ করে উঠল দুর্বল গলায়, 'তা কেন? ফাদার যদি "জাস্টিস অভ দি পীস" হয়, আর সে যদি হয় ডেভ ফাসকেন, তাহলে ওর রাজি হওয়া না হওয়ায় কিছু এসে যায় না।'

শেষ কথাগুলো বলার সময় কয়েকবার হেঁচকি তুলল হার্ব, গলা বুজে আসছে। ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে নিঃশ্বাসের সাথে। হঠাৎ করে কাত হয়ে ঢলে পড়ল সে। হাঁ করে শ্বাস টানছে, তার মাঝেও দু'দিক থেকে শত্রুর এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছে যুবক।

ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল ও হার্বকে, 'স্লোপ বেয়ে আসছে কে?'

জবাব এল না। বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে সে নিশ্চল, নিশ্চুপ। মারা গেছে, না জ্ঞান হারিয়েছে, দেখার দরকার মনে করল না যুবক। কারণ তাতে কিছু যায় আসে না ওর। লোকটার লড়াই করার ক্ষমতা নেই, ওর প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে, সেটাই বড় কথা। এখন ওর লড়াই দু'য়ের বিরুদ্ধে। কোনভাবে যদি পার্থক্যটা আরেকটু কমানো যায়···।

নিচ থেকে ঢাল বেয়ে উঠতে থাকা লোকটা খুব কাছে এসে পড়েছে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ছে তার। ধীরে, খুব সাবধানে সরে গেল ওয়েন ডেব্রাইট। নিঃশব্দে চলার কারণে গতি খুবই মন্থর। পঁচিশ-ত্রিশ গজ সরে এসেছে, তখনই হার্বের দিক থেকে বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ কানে এল ওর। তাকে খুঁজে পেয়ে তার ওপর ঝুঁকে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছে অন্য দু'জন। ফসফরাসের আলোয় লোক দুটোর চেহারা দেখা গেল।

এই সময় ওয়েনের খেয়াল হলো, রাইফেলটা ওখানেই ফেলে এসেছে সে তাড়াহুড়োয়। রিভলভার তুলল, কিন্তু ট্রিগার টেপা হলো না। হ্যামার টানার আগেই ব্যাটারা দেশলাই নিভিয়ে ফেলায় লক্ষ্য স্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা, কিছু বোঝা যায় না। তবে ব্যাটাদের মনের অবস্থা বুঝতে গবেষণার দরকার পড়ে না। ওয়েন ডেব্রাইট টলিয়ে দিয়েছে ফাসকেনদের আত্মবিশ্বাস। একের পর এক আঘাত করে চলেছে। প্রথমে গেছে ওবি, এবার হার্ব। পরিবারের দু'দুটো তরতাজা সদস্য নেই হয়ে যাওয়ায় ও দুটোর কি অবস্থা হয়েছে একবার দেখতে পেলে হত। নিশ্চই ওর ওপর আক্রোশের সীমা পরিসীমা নেই ব্যাটাদের।

কোন শব্দ পাচ্ছে না ওয়েন ডেব্রাইট। নিচু হয়ে বুট খুলে ফেলল ও। শার্টের বোতাম খুলে দু'পাটি দু'দিকে ভরল। ক্যাকটাসের কাঁটা ঢুকে বা ধারাল পাথরে পা কেটে ফালি ফালি হয়ে যাবে, তবু নিঃশব্দে চলতে পারাই এখন বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। তাছাড়া শব্দ কম করে আগের চাইতে দ্রুত চলতে পারবে ও। নিজের পায়ের শব্দ না হলে ওদের আসার শব্দ স্পষ্ট শুনতেও পাবে।

তৈরি হয়ে পা চালাল ও। কাঁটা ঢুকে পা ঝাঁঝরা হয়ে গেল, পাথরের ঘায়ে ফালি ফালি, তবু থামল না। গুহামুখ থেকে চূড়ায় যাবার ট্রেইলের দূরত্ব আজ মনে হচ্ছে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ওপরে ভাল জায়গা দেখে অবস্থান নিতে চাইছে ডেব্রাইট, অথচ পোয়া মাইল পেরিয়ে আসার পরও ওটার দেখা নেই।

অন্ধকারে ট্রেইল প্রায় ফেলেই যাচ্ছিল ও, খেয়াল হতে থামল। নিশ্চিত হয়ে বিশ ফুটের মত ওপরে উঠল সাবধানে। বড়সড় একখণ্ড পাথরের আড়ালে পা মুড়ে বসে পড়ল গলা বাড়িয়ে। উঁচুতে ভাল অবস্থান পাওয়ায় এখন সেটা কাজে লাগানোর

সুযোগের আশায় অপেক্ষা করতে থাকল।

দশ

অধীর অপেক্ষার যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে নিরাশা ছেঁকে ধরতে চাইছে। দুর্বলতা গ্রাস করতে চাইছে মস্তিষ্ককে, আচ্ছন্ন হয়ে আসতে চাইছে দৃষ্টি। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের বেঁধে দেয়া ব্যান্ডেজ ভেজা লাগছে। হার্বের সাথে ধস্তাধস্তির সময় আঘাত লেগে নতুন করে রক্ত পড়তে শুরু করেছে, তবু কিছু করার উপায় নেই এখন। অথচ শরীরের প্রতি ফোঁটা রক্ত সংরক্ষণ করা এখন খুব দরকার। ও জানে, কোন কারণে ফাসকেনদের সাথে হাতাহাতি লড়াই করতে হলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

কান খাড়া করে আছে যুবক, শ্বাস টানতেও ভয় পাচ্ছে। ফাসকেনরা এখন নিঃসন্দেহে বহুগুণ সতর্ক। হার্বের মৃত্যু ওদের উগ্রতা দূর করে দিয়েছে, নিজেদেরকে আর অজেয় ভাবছে না। তবে মরিয়া যে হয়ে উঠেছে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। একেকবার ওপরে উঠে ঘোড়া নিয়ে পালাবার ঝোঁক চাপছে ওয়েনের মনে। কিন্তু সেটা আত্মহত্যার নামান্তর হবে জেনে সামলে নিচ্ছে। আগে ওদেরকে একেবারে থামিয়ে দেয়া এখন খুবই জরুরী। নইলে, কালকের মধ্যেই আবার ধরা পড়ে যাবে সে। তখন হয়তো কোন সুযোগই আর পাওয়া যাবে না।

রাইফেলটা পড়ে আছে যেখানে হার্ব খুন হয়েছে, আর স্যাডলব্যাগ, পানির ক্যানটিন, খাবারের স্যাক গুহার মধ্যে।

রিভলভারে যে কটা গুলি ভরা আছে, এইই সম্বল। বাকি সব স্যাডলব্যাগে। কাজেই বাঁচতে হলে অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই।

চাউনি সঙ্কুচিত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও, কান খাড়া। অবশেষে একসময় প্রতীক্ষার অবসান হলো; খুব আবছামত একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে। ইন্ডিয়ানরাও এত নিঃশব্দে এগোতে পারত কি না সন্দেহ আছে।

কি করতে হবে ঠিক করাই আছে ওয়েনের, ওদের দিক থেকে পাল্টা গুলি না এলে টার্গেট পাওয়া যাবে না, তাই আন্দাজে হলেও ওকেই প্রথমে গুলি করতে হবে। অবস্থানও পাল্টাতে হবে সাথে সাথে।

রিভলভার তুলল ও। মাত্র তিনটে বুলেট আছে চেম্বারে। ওদের আকর্ষণ করতে খরচ হবে একটা, বাকি দুটো দিয়ে অন্তত ব্যাটাদের একটাকে স্থায়ী ভাবে অকেজো করে দিতে হবে। ফুট ত্রিশেক দূরে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়েই গুলি করল ও। একই সাথে ক্ষতস্থানে নতুন করে চোট লাগার ঝুঁকি নিয়েই জায়গা বদল করার জন্য জোর লাফ দিল। কারণ সেকেন্ডের মধ্যেই যে এখানে ওদের গুলি এসে আছড়ে পড়বে, তা জানে ও।

ঘটলও তাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক সাথে দুটো গুলি ছুটে গেল সেদিকে। তৈরিই ছিল ওয়েন, গানফ্ল্যাশ দেখামাত্র লক্ষ্য স্থির করে দুটো গুলি করল। তারপর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে ছুটতে শুরু করল ওপরের দিকে। পেছন থেকে বৃষ্টির মত ছুটে আসা গুলির পরোয়া নেই, মেসকিটের ঝোপ আর পাথরের আড়ালে আড়ালে ছুটতে থাকল।

যখন আর পারল না, তখন থামল ও। ফুসফুসে বাতাস ঢোকা আর বেরোনোর সময় বাঁশির মত আওয়াজ তুলছে। মাস্‌লগুলো যেন তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। অস্বাভাবিক ভারী লাগছে হাত-পা। দু'হাতে ভাঁজ করা দুই হাঁটু বেড় দিয়ে খাড়া ট্রেইলে

বসে পড়ল ও। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে তাকাল রিমের তলার দিকে। এখনও থেমে থেমে গুলি হচ্ছে, তবে সম্পূর্ণ আন্দাজে।

হঠাৎ ডেব্রাইটের খেয়াল হলো দুটো নয়, একটাই গানফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে ওখানে। তার মানে একটা বুলেট জায়গামতই লেগেছে, পরম স্বস্তির সাথে ভাবল ও।

আরও কিছুক্ষণ থেমে থেমে, উদ্দেশ্যহীন ঠুস্ ঠাস্ করে হঠাৎই থেমে গেল গানফ্ল্যাশ। হয়তো গুলি ফুরিয়ে গেছে। কারও একটানা চাপা কাতরানোর আওয়াজ ভেসে এল। একটা উদ্বিগ্ন গলাও শুনতে পেল ওয়েন। 'কন! কন! কোথায় লেগেছে?'

'পাছায়। হারামী কুত্তার বাচ্চাটাকে তুমি ধরো গিয়ে, এড! উহ্, মাগো!'

'রক্ত বেশি পড়ছে?'

কথায় নয়, জোরাল গোঙানি দিয়ে জবাব দিল কন। একটু পর তার রাগ রাগ গলা ভেসে এল, 'হাসলে কিন্তু আমি তোমাকে খুন করব, এড! ফাজলামো রেখে শুয়োরের বাচ্চাটাকে ধরো গিয়ে। নইলে পালিয়ে যাবে ও।'

'পালাবে কোথায় হারামজাদা! কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি যাব না, হার্বকেও কবর দিতে হবে। ভেবো না, হাজার বছর লাগলেও ওকে আমরা ঠিকই ধরব।'

ধীরে ধীরে লম্বা করে শ্বাস ছাড়ল ওয়েন। স্বস্তির। প্রয়োজনীয় সময় পেয়ে যাচ্ছে ও, আহত আর নিহত দু'ভাইয়ের ব্যবস্থা করতে এড ফাসকেনকে ওয়েস্টমেয়ারদের র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে হচ্ছে। আবার এখানে ফিরে এসে ওর ট্রেইল খুঁজে পেতে ওদের কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যাবে। সেরে ওঠার জন্য সময়টা যদিও যথেষ্ট নয়, তবু দম ফেলার সুযোগ তো পাওয়া যাবে।

নিচ থেকে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে। কনের ক্ষতস্থানে এডের ডাক্তারির সাথে খিস্তি-খেউরও চলছে

সমানে। একটু পর কনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল এড, তারপর ওর ভর অনেকখানি নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

আহত কনকে ঘোড়ার কাছে রেখে হার্বকে নিতে আবার রিমের নিচ পর্যন্ত উঠল সে। ওয়েন নড়ল না, নিশ্চল বসে থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত জমাট বাঁধার সুযোগ দিল।

খানিক বয়ে, খানিক টেনে-হিঁচড়ে হার্বের দেহ নিয়ে ঢাল বেয়ে নামছে এড। হোঁচট খেয়ে, পা হড়কে কয়েকবারই পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলাল বহুকষ্টে। প্রতিবারই ভীষণ রাগে যিশুসহ যাকে মনে পড়ল তার গুষ্ঠি উদ্ধার করল। রাগে উন্মাদ হবার জোগাড় অথচ কোন প্রতিকার করতে পারছে না, জীবনে এরকম অসহ্য পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি এড ফাসকেন, তাই এই অবস্থা। তেরছা এক টুকরো হাসি ফুটল ওয়েনের ঠোঁটে।

ব্যাপারটা হাসির নয়, আরও পাঁচ পাঁচটা ফাসকেন রয়ে গেছে ওয়েস্টমেয়ারদের বাড়িতে। কনকে সেলিয়ার পাহারায় রেখে বাকি সবাই ওর খোঁজে এখানে ছুটে আসবে। ওরা চলে আসার পর যদি ইন্ডিয়ানরা যায় ওখানে...। চোখ বুজে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করল যুবক। কোমানচিরা হামলা করলে ওখানে থেকে ও নিজেই বা কী করতে পারত? কিছুই না। সেলিয়া নিজেই নিজের পথ বেছে নিয়েছে–এখন তাকেই মোকাবিলা করতে হবে এত সব শত্রুর।

অনেক পরে দুটো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল ওয়েন ডেব্রাইট। দক্ষিণে যাচ্ছে ফাসকেনরা। আস্তে আস্তে সে শব্দ মিলিয়ে গিয়ে শূন্যতা গ্রাস করে নিল পরিবেশকে।

আরও কিছু সময় পর উঠে আস্তে আস্তে গুহার দিকে চলল যুবক। সেখান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আবার ট্রেইলের দিকে ফিরে চলল। পথে খানিক খোঁজাখুঁজি করে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিল।

তারপর মন্থর পায়ে নিজের ঘোড়ার কাছে চলল দুর্বল শরীর টেনে টেনে। ওপরে পৌঁছে ছোট একটা গর্তমত জায়গা দেখে ঝুঁকি সত্ত্বেও আগুন জ্বালল ও। ক্যাকটাসের কাঁটা ভর্তি পা নিয়ে চলা সম্ভব নয়, ওগুলো তুলতে হবে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আধঘণ্টা ধরে একের পর এক কাঁটা তুলে গেল ও, তবু সব তোলা সম্ভব হলো না। তারপর রিভলভার রিলোড করে বুটজোড়া পরে নিল। স্যাডল চাপাল। আগুন নিভিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। নিচে নেমে উত্তরদিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল।

এক মাইল এগোনোর পর থামতে বাধ্য হলো। একটানা এতদিন ধরে ঘোড়াটার ওপর দিয়ে যে ধকল গেছে, তা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে ওটার। মাথা ঝুলে পড়েছে পশুটার, চলতে নিশ্চই কষ্ট হচ্ছে খুব। ওয়েনের নিজের অবস্থাও সুবিধের নয়, সামনের দুর্গম বন্ধুর পথ পাড়ি দেয়ার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে আরও সময় দরকার। কিন্তু কি ভাবে সম্ভব তা?

কেটে পড়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে মাত্র, ওটা তিনগুণ বেশি হলে হয়তো যথেষ্ট বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া যেত। সেক্ষেত্রে এখান থেকে এত দূরে সরে যেতে পারত ও যে ফাসকেনদের পক্ষে ওকে ধরা কোনদিনও সম্ভব হত না।

ঘোড়াটার ঝুলে থাকা মাথার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল ও। খুব বেশি ঝুঁকি থাকলেও একটা রাস্তা অবশ্য আছে। ক্যাকটাসের কাঁটা তুলতে গিয়ে সময়টা নষ্ট না হলে বোধহয় ব্যাপারটা কিছু সহজ ছিল। তবু চেষ্টা তো করা যেতে পারে।

মনের সাথে বোঝাপড়া করে নিয়ে ঘোড়ার মুখ দক্ষিণে ফেরাল ওয়েন ডেব্রাইট। স্পার দাবিয়ে খাটো খাটো লাফে যতটা জোরে সম্ভব পশুটাকে ছোটাল সেদিকে।

গাঢ় অন্ধকারে অনেকটা অন্ধের মত পথ চলতে হচ্ছে ওকে।

ফাসকেনদেরও দ্রুত ছোটায় বাধা আছে। একজন আহত, আরেকজন নিহতকে নিয়ে চলতে হচ্ছে এডকে। তারওপর ঘোড়া একটা কম। তাই আশা আছে ওদের ধরে ফেলা সম্ভব হবে।

পালা করে গতি কমিয়ে-বাড়িয়ে ছুটছে ও। অন্ধকারের জন্য শত্রুদের খুঁজে না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপাতত সে আশঙ্কা নেই। কারণ কন ব্যাটা নিশ্চই ব্যথায় চ্যাঁচাচ্ছে, আর বড় ভাই তাকে ধমকে চুপ করাতে চেষ্টা করছে। তাতে যে শব্দ হচ্ছে, তা অনেক দূর থেকেও শোনা যাবে।

কিছুদূর পর পর ঘোড়াকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে যুবক। একবার ঝগড়ার আওয়াজ কানে এল। নিশ্চিত হয়ে নিল, হ্যাঁ, ফাসকেনরাই। ওর ডানদিকে রয়েছে ওরা। মনে মনে একটা বিয়ারিঙ নিয়ে ঘোড়াকে সোজা ছোটাল ওয়েন। আরও পনেরো মিনিট জোরে ছুটে দ্বিতীয়বার থামল। উৎকর্ণ হয়ে ওদের শব্দ শুনে আবারও বিয়ারিঙ নিল।

ফের ছুটল দিক পরিবর্তন না করে। তৃতীয়বার যখন থেমে দাঁড়াল, তখন ফাসকেনদের ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে।

নেমে ঘোড়াটাকে বাঁধল ডেব্রাইট। পরিশ্রান্ত দেহ টেনে নিয়ে এসে দাঁড়াল একটা ছোট ঢেউয়ের মত জায়গার চূড়ায়। কান পেতে রাখল বাতাসে।

দুর্বল হলেও ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পাছায় গুলি খাওয়া কন কিভাবে ঘোড়ায় বসেছে যদি দেখতে পেত ওয়েন! নিশ্চই দারুণ মজার একটা দৃশ্য হবে সেটা। কল্পনা করে হাসি পেল ওর।

পাঁচ মিনিট মন দিয়ে ওদের এগিয়ে আসার শব্দ শুনল যুবক, তারপর জায়গা বদলে দু'শো গজ সরে গেল। দু'তিন মিনিট কান পেতে থেকে আবারও সরে গেল ওই জায়গা থেকে। এবার একটা ঢিবিমত দেখে তার ওপর উঠবে ঠিক করল। ওর ধারণা অনুযায়ী

জায়গাটা ওদের যাবার পথের পাশে পড়বে। কাঁপা হাতে রিভলভারের হ্যামার টানল ও। রাইফেলটা বুট থেকে না এনে ভুল করেছে ভাবল।

ধীর গতিতে এগিয়ে এল ফাসকেনরা। যদিও দেখা যাচ্ছে না এখনও, তবে কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। লোকগুলো এতটা তেতে আছে যে কোমানচিদের পাতা ফাঁদে ঢুকে পড়ার সম্ভাবনার কথাও ভাবছে না।

স্থির হয়ে বসে থাকল ডেব্রাইট। দেহের প্রতিটি মাস্‌ল টান্ টান্ হয়ে আছে উত্তেজনায়। অপেক্ষার মিনিটগুলো পার করতে লাগল অধীর হয়ে।

এগারো

জীবনে কখনও এমন কঠিন দুরবস্থায় পড়েনি এড ফাসকেন। কোথায় ভাইয়ের হত্যাকারীকে শাস্তি দেবে, তা না, উল্টে তাকে ছেড়ে এখন ফিরে যেতে হচ্ছে। এ যেন অনেকটা ভিক্ষা চাই না মা কুকুর ঠ্যাকাও অবস্থা। রাগে মাথা খারাপ হবার জোগাড় তার। একমনে গজগজ করতে করতে চলছে, কোনদিকে খেয়াল নেই।

থাকলে দেখতে পেত, তার ঘোড়ার কান সামনের দিকে একবার খাড়া হয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল। একটু পর ওটা নাক টেনে উঠল, ডানদিক থেকে জবাব দিল অন্যটা। এইবার বাস্তবে ফিরে এল সে। ভেতরে কু বাদ্য বেজে উঠল।

বিপদের আশঙ্কায় গা ছমছম করে উঠল তার। সামনে, ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে মনে হলো রাগে অন্ধ হয়ে থেকে মস্ত ভুল করে ফেলেছে সে। নিশ্চই ওয়েন ডেব্রাইট আবারও ফাঁদ পেতে রেখেছে। মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল এমন পরিস্থিতিতে ও নিজেও একই কাজ করত।

একটা ভাবনা বিদ্যুৎ চমকের মত খেলে গেল মগজে, হার্বকে খুন আর কনকে আহত করে ধুরন্ধর লোকটা ছত্রিশ ঘণ্টার আয়ু বাড়িয়ে নিয়েছে। তাকে অথবা ঘোড়া দুটোকে মেরে আরও ছত্রিশ ঘণ্টা বাড়িয়ে নেবার কথা ভাবতেই পারে সে। শয়তানটার বুদ্ধিকে খাটো করে দেখা উচিত হবে না, এমনিতেই অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। সাথে সাথে চলতি ঘোড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কয়েক গড়ান দিল সে মাটিতে। এবং ঠিক তখনই গানফ্ল্যাশ দেখতে পেল।

একশো ফুটেরও কম দূর থেকে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়েছে ডেব্রাইট। নিস্তব্ধ প্রান্তর কাঁপিয়ে দিয়ে ছুটে চলে গেল বুলেট দুটো। আবারও গুলি ছুটল সামান্য একটু বিরতি দিয়ে। আর্ত চিৎকার ছেড়ে ধপাস্ করে পেছন দিকে উল্টে পড়ল এডের ঘোড়া। কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে, পা ছুঁড়ে চুপ হয়ে গেল ওটা।

কনের ঘোড়া সামনে পা ফেলতে গিয়ে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। পিঠ থেকে বস্তার মত খসে পড়ল কন, ঘোড়ার পিঠের নিচে পা আটকা পড়ল তার। ভয়ঙ্করভাবে চার পা ছুঁড়ছে ঘোড়াটা, সেই সঙ্গে আর্তনাদ করছে। ওটার নিচে চাপা পড়ে কনও গলা ফাড়াচ্ছে পাল্লা দিয়ে।

ওদিকে নজর নেই এডের। কয়েক গড়ান দিয়ে উঠে পড়ল সে, যেদিক থেকে ওয়েন ডেব্রাইট গুলি ছুঁড়েছে, নিচু হয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করল। পিস্তল হোলস্টার মুক্ত করে নিয়েছে দৌড়ের

ওপর। হোঁচট খেয়ে পড়ে মাথা ঠুকে গেল তার পাথুরে মাটিতে। ধুলো-বালি ঢুকে গেল হাঁ হয়ে থাকা মুখে।

থু থু করে সেসব ফেলতে গিয়ে মহা আক্রোশে কিছু অশ্রাব্য খিস্তিও করল এড। থেমে থাকল না সে, উঠেই আবার ছুটতে শুরু করল। সমস্ত সত্তা জুড়ে প্রতিশোধ নেবার অদম্য স্পৃহা তার; নিজের নিরাপত্তার দিকে পর্যন্ত খেয়াল নেই।

যে জায়গা থেকে গুলি হয়েছিল তার খুব কাছে পৌঁছে গেছে সে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে নিশ্চিত হলো ওখানে সত্যিই কেউ নেই। বাতাসে কান পাতল সে থেমে দাঁড়িয়ে, দৌড়ানোর একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল পরক্ষণে। পালাচ্ছে দুশমন! শব্দ লক্ষ করে ছুটতে শুরু করল সে। এবার আরও জোরে। কিছুতেই পালাতে দেবে না ওয়েন ডেব্রাইটকে। ওকে খুন করে সমস্ত জ্বালা জুড়াবে এড ফাসকেন।

নিঃশ্বাস টানা-ছাড়ার সময় হাপরের আওয়াজ হচ্ছে। পেছন থেকে ঘোড়া আর কনের চিৎকার ভেসে আসছে, সেদিকে লক্ষ নেই তার, ছুটছে একরোখা গোঁয়ারের মত। দু'শো গজ পর দূরে একটা ছুটন্ত কাঠামো দেখতে পেল মুহূর্তের জন্য।

হ্যামার টেনে সামনে বাড়িয়ে ধরল পিস্তল, ছোটার ওপরই দু'বার গুলি করল কাঠামোর উদ্দেশে, কিন্তু থামল না সেটা। অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

অন্ধকারে স্যাডলে চাপড় মারা, ঘোড়ার দু'পাশে স্টিরাপ লেদারের বাড়ি খাওয়া, স্পারের ঘষা ইত্যাদি সব আওয়াজ ভেসে আসছে এডের কানে, ঘোড়ার খুরের শব্দও শুনছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। তাকে হতাশার সাগরে ফেলে দ্রুত কেটে পড়ছে ওয়েন ডেব্রাইট।

বোবা আক্রোশে ফুঁসছে এড ফাসকেন। বুঝতে পারছে বিদেশী খুনীটার বুদ্ধির কাছে আবারও হেরে গেছে সে। শয়তানটাকে দেখামাত্র থেমে নিশানা ঠিক করে গুলি করা উচিত ছিল–করেনি বলে আফসোস হচ্ছে। মাথা গরম করার জন্য ধিক্কার দিল সে নিজেকে। ছোটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেব্রাইটের গমনপথের দিকে একের পর এক গুলি চালিয়ে চেম্বার খালি করে ফেলল পিস্তলের।

শুরুতে লোকটাকে খুন করে ওবিকে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা ছিল পারিবারিক চেতনার ফসল। কারণ, যে জন্যই হোক অচেনা লোকটা ওবিকে মেরে পুরো পরিবারেরই অস্তিত্ব নিয়ে টান মেরেছে। প্রতিশোধ নিতে না পারলে অন্য সুযোগ সন্ধানীরাও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে শুরু করবে। কাউকে সে সুযোগ না দিয়ে শুরুতেই একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করা দরকার ছিল ফাসকেনদের। কিন্তু এখন এডের মনে হচ্ছে বিষয়টা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়েন ডেব্রাইট প্রতিপদে যেন ওকেই চ্যালেঞ্জ করছে। খোঁচাচ্ছে, রক্ত ঝরাচ্ছে, আঘাত করছে কিন্তু খুন করার আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

হতাশা, আক্রোশ আর ডেব্রাইটের প্রতি ঘৃণা কুরে কুরে খাচ্ছে মগজ। ভীষণ রাগে কাঁপছে সে। হঠাৎ উন্মাদের মত আকাশের দিকে ঘুসি পাকিয়ে হাত তুলল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে সেখানকার বাসিন্দাদের অভিশাপ দিল যা-তা বলে। বিশাল শূন্য প্রান্তরে সেই চিৎকারের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ক্ষুব্ধ, অবসন্ন এড ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল।

মনে এখন একটাই বাসনা, ওয়েন ডেব্রাইটকে খুন করে বুঝিয়ে দেয়া যে এড ফাসকেনকে চ্যালেঞ্জ করার পরিণতি কত ভয়ঙ্কর। তাতে যদি হাজার বছর লাগে, তাও সই। দরকার হলে তার সব ক'টা ভাইকে উৎসর্গ করবে সে, নিজেও শেষ হয়ে যাবে,

তবু ছাড়বে না হারামজাদাকে।

উঠে অবসন্ন দেহ টেনে নিয়ে চলল সে। কনের ঘোড়া মাটিতে পড়ে এখনও সমানে পা চালাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে পিস্তল রিলোড করতে গিয়ে হোঁচট খেল এড। সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দ্রুত পা চালাল। কাছে গিয়ে অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত পাল্টে নিল। মারা যাবে না পশুটাকে, আহত হলেও এখন ওটাই একমাত্র বাহন। কন আর হার্বকে বয়ে নেবার কাজটা ওটাকে দিয়েই করিয়ে নিতে হবে। হোলস্টারে রেখে দিল সে পিস্তল।

এগিয়ে গিয়ে কনকে টেনে বের করল ঘোড়ার নিচ থেকে, তার চিৎকার-চেঁচামেচি কানেই তুলল না। ঘোড়াটাকে জোরে জোরে লাথি মারতে শুরু করল বিশেষ কায়দায়। লাথির চোটে কিছুক্ষণের মধ্যে চেষ্টা করে উঠল ওটা, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। সামনের একটা পা মাটিতে ছোঁয়াতেই পারছে না।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল এড। কাছে গিয়ে দেখল পা-টা হাঁটুর নিচ থেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে ওটার। অবশ্য তেমন রক্ত পড়ছে না ক্ষত থেকে।

ভাগ্যের গুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে হার্বের মৃতদেহ ওটার পিঠে তুলে দিল সে। তারপর স্যাডলের ওপর আড়াআড়ি কনকেও তুলে উপুড় করে শুইয়ে দিল। শিকার করা হরিণ ঘোড়ার পিঠে করে আনার মত করে দুজনকে বেঁধে দিল ভাল করে। এবার একহাতে রাইফেল আর অন্যহাতে লাগাম টেনে দক্ষিণদিকে ওয়েস্টমেয়ারদের র‍্যাঞ্চের পথে পা বাড়াল।

পথ চলার কষ্ট ভুলে থাকতেই হোক, অথবা প্রচণ্ড আক্রোশের বশেই হোক, ওয়েন ডেব্রাইটকে নিয়ে ভাবতে বসল এড ফাসকেন। পরিকল্পনা আঁটল তাকে কি ভাবে খুন করবে। স্বাভাবিক মৃত্যুর সুযোগ বজ্জাতটাকে দেবে না সে। অনেক পাওনা

হয়েছে ব্যাটার, সে সব আগে শোধ করতে হবে। বন্দীদের ওপর কোমানচিদের অত্যাচার চালানোর অনেক নমুনা জানে এড, ডেব্রাইটকেও সেরকম কোন এক পন্থায় মারবে। আর ওকে সাহায্য করার জন্য সেলিয়ারও কিছু পাওনা হয়েছে–চোখ মেলে ওয়েনের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর পুরো দৃশ্য দেখাটাই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি।

নেংচানো ঘোড়া টেনে নিয়ে হেঁটে চলেছে এড ফাসকেন। ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন, তবু থামছে না। পথেরও যেন শেষ নেই। এতক্ষণে রাগের মাত্রা পড়ে গেছে অনেক, তার বদলে ওয়েনের প্রতি ঘৃণা জমতে শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপ, প্রতি মাইলের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে তা।

এক সময় অবচেতন মন থেকে ওয়েন ডেব্রাইটের চেহারা মিলিয়ে গেল। সেখানে ফুটল তার ভাই কনের চেহারা। তাকেই ঘৃণা করতে শুরু করল সে। ও-ই যত নষ্টের গোড়া, ওর কারণেই এই দেরির মধ্যে পড়তে হলো। নইলে এতক্ষণে খুনীটাকে ধরার জন্য আবার রওনা করার চিন্তা করা যেত।

ঘোড়াটাকে মনে মনে তিরস্কার করছে সে, কারণ লাগাম ধরে তাকেই টেনে নিয়ে এগোতে হচ্ছে ওটাকে। নিজে থেকে চলছে না হারামীটা। অথচ মাত্র একটা পা-ই তো হারিয়েছে শালা।

হার্ব বেঁচে নেই, তবু তার প্রতিও ঘৃণা হচ্ছে ওর। কারণ তার দেহ শোলার তৈরি নয়, ওজন আছে ওটার। ঘোড়াটার ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়েছে ওর জন্য। এতে করে বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রাত শেষ হয়ে সকাল হলো, তবু থামছে না এড। ব্যথা আর পিপাসায় কন চ্যাঁচাচ্ছে। অনুনয় করে পানি চাইছে, কান দিচ্ছে না সেদিকে। গোঁয়ারের মত এগোচ্ছে একটানা। সূর্যের নির্দয় উত্তাপে গতি মন্থর হয়ে এলেও ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার চিন্তা মাথায় নেই

তার। পথে একবার পানি পড়ল সামনে, সামান্য সময়ের জন্য সেখানে থামল সে। কনকে পানি খাইয়ে নিজেও খেলো। তারপর আবার চলা।

এছাড়া সারাদিনে আর মাত্র একবার বাধ্য হয়ে থামতে হয়েছে তাকে। কয়েক জায়গায় বুটের তলা ক্ষয়ে গিয়ে পা বেরিয়ে পড়ায় কষ্ট হচ্ছিল। ট্রাউজারের পায়ের দিকের খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে কয়েক ভাঁজ করে সেখানে ভরে দিল। সীসার মত ভারী হয়ে ফুলে উঠেছে, তবু গা করেনি। কি যেন এক ঘোরের মধ্যে আছে সে।

দিন ফুরিয়ে রাত, তারপর আবার সকাল হলো, বিরামহীন একটানা হাঁটছেই এড ফাসকেন। অবশেষে সূর্য ওঠার অনেক পরে ক্লান্ত, শ্রান্ত মরমর দেহটাকে টেনে ওয়েস্টমেয়ারদের আঙিনায় ঢুকল। চোখের পাতা ভারী হয়ে চোখ ছোট দেখাচ্ছে তার। কিন্তু তার মধ্যেও সে চোখে তীব্র প্রতিশোধের আগুন ঠিকই জ্বল জ্বল করছে।

ঘর থেকে একশো গজমত দূরে থাকতে মাটিতে ঢলে পড়ল এড। দেখতে পেয়ে ছুটে এসে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল তার অন্য সব ভাই।

বারো

এড দুই ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজেকে যাহোক কিছু

একটা কাজে ব্যস্ত রাখার কথা ভাবল সেলিয়া। তাতে মানসিক চাপ থেকে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকা যাবে। ওর মনে হলো অভুক্ত মানুষের তুলনায় ভরপেট মানুষের পশু স্বভাব কিছুটা হলেও দমনে থাকে। কারও অনুমতি না নিয়েই তাই সবার জন্য খাবার তৈরির কাজে লেগে পড়ল।

হাত রান্নার কাজে ব্যস্ত হলেও মন পড়ে থাকল আরেকদিকে। বিপদ থেকে বাঁচার একটার পর একটা উপায় নিয়ে ভাবছে, কিন্তু কোনটাই যুৎসই মনে হচ্ছে না। যা চাইছে তা পাওয়ার জন্য ফাসকেনরা যে স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সব পন্থাই নেবে, তা বেশ বুঝতে পারছে মেয়েটি। কিন্তু দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ফাসকেনদের আশা কিছুতেই পূরণ হতে দেবে না ও।

চরম বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নিজের মনের জোর দেখে নিজেই অবাক হলো সেলিয়া। আড়চোখে ঘরের লোকগুলোকে দেখে নিল। সাথে সাথে গা জ্বলে উঠল ওর, যে চেয়ারে তার বাবা আর ভাই বসত, সেগুলোয় বসে মহা আনন্দে দোল খাচ্ছে একেকটা জানোয়ার। ফাজলামো করছে লীকে নিয়ে। খেয়াল হলো, লীর লোভী দৃষ্টি ওর ওপর পড়ছে ঘুরে ঘুরে।

অন্যরা যদি বিপদ হয় তাহলে ওটা হলো আপদ। শুধু আপদ নয়–মহাআপদ। ছোট বলে সবার সস্নেহ প্রশ্রয় রয়েছে ওর প্রতি, ওদের হাসি-ঠাট্টার বহর থেকেই তা বোঝা যায়। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল লীর, গোলগাল নাদুস-নুদুস শরীর। কিন্তু আর সবার মতই নোংরা। সারা মুখে অসংখ্য ব্রন আর ক্ষতের দাগ। পুরু ঠোঁট চাটছে মাঝে মাঝে। কতদিন গোসল করে না তা ঈশ্বরই মালুম। বড় বড় নখে এত নোংরা জমে আছে যে এত দূর থেকেও সেলিয়ার চোখে পড়ছে তা। তেল-চর্বির শুকিয়ে থাকা দাগে ওর পরনের কাপড়ের আসল রঙ বোঝাই দায়। বোটকা গন্ধে বমি

আসার জোগাড়।

এমন এক জানোয়ারকে বিয়ে করে জীবন কাটানোর কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না সেলিয়া। তেমন কিছু ঘটার আগেই সুযোগ বুঝে পালাতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিল ও। তার আগে পর্যন্ত যতটা পারা যায়, এদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে যাতে কিছু সন্দেহ না করে বসে।

আহত ওয়েন ডেব্রাইটের কথা মনে পড়ল ওর। কেমন আছে সে? অসহায় মানুষটাকে ওভাবে ফেলে রেখে আসার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে এখন সেলিয়ার। তাকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির মানুষ মনে হচ্ছে। এই হিংস্র জানোয়ারগুলোর সাথে কোন তুলনাই চলে না। এই অসভ্যদের সম্বন্ধে সে যে বাড়িয়ে বলেনি, এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ফাসকেনরা ছাড়াও ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত এই অঞ্চল এমনিতেই বিপদসংকুল। তারপরও নিজের মাথায় বিপদ নিয়ে সে ওকে নিরাপদ রাখার কথা ভেবেছে। ঝুঁকি নিয়েছে।

কি হত সেলিয়া যদি তার কথা শুনত? লোকজন জোগাড় করে ও তো একদিন ফিরে আসতেই পারত। ওয়েন ডেব্রাইট তখন নিশ্চই বাধা দিত না। দিলেও সে কথা তখন না শুনলেই হত। তাহলে তো অন্তত এই বিপদের মধ্যে পড়তে হত না ওকে।

যখন এড বাহিনী গিয়ে পৌঁছবে ওখানে, কি করতে পারবে ওয়েন ডেব্রাইট? তিন তিনটে হিংস্র জন্তুর সাথে আহত, একা এক মানুষ কি পারবে এঁটে উঠতে? খাবার, পানি যথেষ্টই আছে তার সঙ্গে, দেখে এসেছে ও। সময় যা পেয়েছে, তাতে দুর্বলতা অনেকখানি কাটিয়েও উঠতে পারবে। লোকটাকে খুব সাহসী মনে হয়েছে, আর সাহসীদেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত। অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে যুবকের সাফল্য কামনা করল সেলিয়া।

খাওয়া শেষে এঁটো থালা-বাটি ধোয়ার জন্য বাইরে যেতে পা বাড়াল মেয়েটি। লী অনুসরণ করল ওকে। কিন্তু থামিয়ে দিল ছেলেটাকে স্বল্পভাষী, শান্ত, তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী ডিক। 'ওকে যেতে দাও, লী,' বলল সে।

'যদি পালিয়ে যায়?'

'ভেবো না তুমি, ও যাবে না।'

লীর চেহারায় রঙের ছোপ লাগল। বিড় বিড় করে কি যেন বলল সে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না।

দরজা থেকে ডিকের দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল সেলিয়া। বাইরের মুক্ত বাতাসে বুক ভরে শ্বাস টানল। ঘরের গুমোট পরিবেশে দম আটকে আসছিল ওর। কিন্তু বেশি দেরি করা যাবে না, তাহলে বাইরে আসার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দ্রুত কাজ সেরে ফিরে এল ও।

ভেতরে শোয়ার আয়োজন করছে সবাই, সেলিয়াকে নিজের রূমে শুতে যেতে বলল তারা। পা বাড়াল ও, এই সময় পেছন থেকে মিডের গলা শোনা গেল। 'লীও যাচ্ছ নাকি ওর সঙ্গে শুতে? তা বেশ, যাও যাও। এড নেই ধারেকাছে, তাছাড়া সে তো তোমাকে ওর সাথে খাতির জমাতে বলেই গেছে! তা, ইয়ে, মানে আমরাও আসব নাকি তোমাদের বিয়ের আগের বাসর রাত যাপনের স্যাম্পল দেখতে?'

'লী যা দেখাতে পারে তা আমার ভাল জানা আছে।' ফোড়ন কাটল আরেকজন। অট্টহাসির রোল পড়ে গেল ঘরের মধ্যে।

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সেলিয়া দেখল, ঠিক ওর পেছন পেছন আসছে লী। পুরু ঠোঁট চাটছে ঘন ঘন।

'আমি খুব ক্লান্ত,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সেলিয়া।

ভুল অর্থ বুঝল লী। আমন্ত্রণ মনে করে দ্রুত রূমে ঢুকে পড়ল

ওর পাশ কাটিয়ে। ভয় পেয়ে সরে গেল সেলিয়া। সেই সুযোগে দরজা লাগিয়ে দিল ব্যাটা। ঘুরে তাকাল সিঁটিয়ে যাওয়া মেয়েটির দিকে। ভয়ে চোখ বড় হয়ে উঠেছে তার। কাঁপছে একটু একটু।

পা বাড়াল লী। 'দু'দিন বাদে তো বিয়ে করছিই আমরা, তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন আমাকে? যা ভাবছ, বয়স কম হলেও অতটা আনাড়ি আমি নই।' হাত বাড়িয়ে দিল সে। চোখ চকচক করছে ল্যাম্পের আলোয়। 'কাছে এসো। কোমানচি ওয়েলসের অনেক মেয়েই আমাকে খুব পছন্দ করে। তুমিও করবে।' হেসে তাকাল বিছানার দিকে।

সাঁৎ করে রুমের অন্যদিকে সরে গেল সেলিয়া। এমনিতেই লী লম্পট, তার ওপর সবার টিটকিরি শুনে পৌরুষ জাহির করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন ঠোঁট চাটছে, চোখে ঘোর লাগা দৃষ্টি। এগিয়ে আসছে সেলিয়ার দিকে।

ঘৃণায় রি রি করছে ওর সারা শরীর। নিষ্কৃতি পাবার পথ খুঁজছে মরিয়া হয়ে। রুমের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছুটছে, আর লী পেছন পেছন ধাওয়া করছে। ক্রমে রেগে উঠছে ছোকরা। চেহারা কদাকার হয়ে উঠছে। জোরে জোরে দম নিচ্ছে। ধরে ফেলার উপক্রম করেছে সেলিয়াকে।

মেয়েটি বুঝতে পারছে ধরা পড়লে কি ঘটবে। বাঁচার পথ পাচ্ছে না বলে ভয় কেটে গিয়ে ওরও রাগ জমছে মনে। বাউলি কেটে লীর বাড়ানো হাত আরও একবার এড়াল ও। দ্রুত সরে যেতে চাইল রুমের অন্য মাথায়, খাটের বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো। কোণঠাসা অবস্থা। দাঁত বের করে ছুটে আসার জন্য পা বাড়াল লী, তাই দেখে ক্ষিপ্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল সেলিয়া, 'কাছে আসার চেষ্টা করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

এতক্ষণের ভীত হরিণের বাচ্চার মত সন্ত্রস্ত মেয়েটির এই

আকস্মিক পরিবর্তন দেখে মুহূর্তের জন্য ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লী। সুযোগ পেয়ে মিনতির সুরে বলল সেলিয়া, 'তোমার ভাইদেরকে যা ইচ্ছা কিছু একটা বলে বুঝ দাও গিয়ে। প্লীজ, এভাবে আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

আবার দাঁত বেরিয়ে পড়ল লী ফাসকেনের। একবার সেলিয়া আরেকবার বিছানার দিকে তাকাচ্ছে। তৈরি হচ্ছে লাফ দিয়ে সেলিয়াকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় পড়বে। তার অবস্থা দেখে চোখ বড় হয়ে উঠল মেয়েটির, হামলা ঠেকানোর পন্থা খুঁজছে।

এক পা এগিয়েই মাথা সোজা রেখে লাফ দিল। সেলিয়াকে ধরবে বলে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। ঝট্ করে বসে পড়ল ও, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল লী। তার হাঁটুর সাথে মাথায় বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেল সেলিয়া। হাজার তারাবাতি জ্বলে উঠল চোখে। তার মধ্যেও খাটের তলায় রাখা কাস্ট আয়রনের চেম্বার পটটা দেখতে পেল ও, হাতের কাছে। কাঁপা হাতে ওটার হ্যান্ডেল ধরে বের করে আনল একটানে। হাঁটু কাঁপছে, কিন্তু পাত্তা না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে শক্ত করে ধরে মাথার ওপর তুলল ভারী জিনিসটা।

বিছানায় পড়ার পরপরই নিজেকে সামলে নিল লী, উঠে বসে সামনে দাঁড়ানো সেলিয়াকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। অমনি ঠকাশ! করে মাথায় বাড়ি খেল চেম্বার পটের। মেয়েটিকে ধরা আর হলো না তার, বসে রইল ঝিম্ মেরে।

কাজ হয়নি মনে করে ভারী জিনিসটা আগেরবারের চাইতেও জোরে নামিয়ে আনল সেলিয়া। লীর কপালের ওপর, ঠিক চুলের গোড়ায় পড়ল ওটা বিকট শব্দ করে। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ঢলে পড়ল লী। কমপক্ষে দশ পাউন্ড ওজনের চেম্বার পটটার দু'দুটো শক্ত বাড়ি হজম করার ক্ষমতা নেই তার মোটা মাথার, জ্ঞান

হারিয়েছে সাথে সাথে।

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপছে সেলিয়া। চেম্বার পটটা ছেড়ে দিল হাত থেকে। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, বসে পড়ল ঝপ্ করে। চোখ ফেটে কান্না আসছে ওর। কিন্তু কাঁদলে চলবে না। পশুরা মানুষের কান্নার অর্থ বোঝে না। ওদের সামনে তাই দুর্বলতা দেখানো চলবে না। দ্রুত নিজেকে শক্ত করে উঠে দাঁড়াল। ওপাশে কোন শব্দ নেই, সবাই চুপ করে আছে।

এগিয়ে গিয়ে দরজা মেলে ধরল সেলিয়া। শব্দ পেয়ে সবাই একযোগে তাকাল উৎসুক চোখে। 'আমার রুম থেকে শুয়োরটাকে বের করে নিয়ে যাও তোমরা। আমি ঘুমাব।'

নিঃশব্দে এগিয়ে এল চারজন, লাইন ধরে রুমে ঢুকল। বিল আর ডিক ধরাধরি করে নিয়ে চলল লীকে। মিড ওদের সুবিধের জন্য দরজা মেলে ধরে দাঁড়াল। ওদিকে ডেভ রুমের চারদিকে নজর বোলাচ্ছে। পড়ে থাকা পট দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে। সেলিয়ার মনে হলো লোকটার ঠোঁটের কোণায় এক চিলতে রহস্যময় হাসি দেখেছে মুহূর্তের জন্য।

সবাই বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিল। টান মেরে বেড কভার মাটিতে ফেলে দিল, লাথি মেরে ওটাকে পাঠিয়ে দিল রুমের কোণায়। তারপর ল্যাম্প নিভিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পাশের রুমে তখন অট্টহাসির রোল চলছে। গম গম করছে পুরো বাড়ি। বাসর রাত জমাতে পারেনি বলে ছোট ভাইকে ব্যঙ্গ করছে সবাই। বুঝতে পারছে সেলিয়া, এতে হারামজাদার পৌরুষ আগের থেকে বহুগুণ বেড়ে উঠবে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে ওর জীবন বিষিয়ে তোলার কসুর করবে না লী ফাসকেন। করুক, সেলিয়া আত্মসমর্পণ করবে না। তাতে প্রাণ যায় যাবে। এখন থেকে সে-ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে

পালিয়ে যাওয়ার। অস্ত্র নেই, সঙ্গী নেই, তাতে কি? মনের বল তো আছে!

পরদিন রাতে রূমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সেলিয়া, একটা চেয়ার দিয়ে মজবুত করে ঠেকা দেয়ারও চেষ্টা করল। অমানুষের দল চাইলে অবশ্য এ বাধা কোন কাজে আসবে না, তবু যাতে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় কাছে আসতে না পারে, সে জন্য এই ব্যবস্থা। দরজা ছাড়া যে এ রূম থেকে পালানোর পথ নেই, তা ওরা ভাল করে দেখে নিয়েছে প্রথমেই। দুই ফুট পুরু পাথর মাটির শক্ত দেয়ালে উঁচু উঁচু জানালাগুলো আসলে একেকটা ফোকরের মত, রাইফেলের ব্যারেল ছাড়া কুঁদোও গলবে না ওর মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ানরা হামলা করে যাতে সুবিধে করতে না পারে সে জন্যই বাবা এই ব্যবস্থা করেছে। দরজাটাই এ ঘরে ঢোকা আর বেরোনোর একমাত্র পথ।

আজ অবশ্য ওরা উত্যক্ত করার চেষ্টা করেনি ওকে। মাঝে মাঝে কপালের ফুলে থাকা সুপারির নিচ থেকে আড়চোখে ওকে দেখেছে লী। সে দৃষ্টিতে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার ধিকিধিকি আগুন দেখেছে সেলিয়া। ভাইদের ঠাট্টা-মশকরা নিয়েও কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি সে।

শুয়ে পড়ল ও। ঠিক করেছে আজ রাতেই পালাতে হবে। এড আর তার ভাইরা ঈশ্বর না করুক সফল হয়ে ফিরলে বিপদ ঠেকানো যাবে না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে রাত গভীর হওয়ার অপেক্ষায় থাকল সেলিয়া। এক সময় মনে হলো সময় হয়েছে, মাঝরাত অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।

উঠল ও। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। খানিক ভেবে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। নিঃশব্দে চেয়ার সরিয়ে হুড়কো খুলে ফেলল। দরজা সামান্য ফাঁক করে পাশের রূমে উঁকি দিল।

বাতি একেবারে টিম টিম করে জ্বলছে। নাক ডাকার শব্দ আসছে কয়েকটা। ফ্লোরে ঘুমিয়ে থাকা কাঠামোগুলো আবছা দেখা যায়।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। দেহগুলো সাবধানে এড়িয়ে পেছন দরজায় পৌঁছে গেল। ওটা খুলে অর্ধেক শরীর বের করে তাকাল ভেতরে, নিশ্চিত হলো, নাহ্, নাকটানায় কোন ছন্দপতন নেই। কাউকে নড়াচড়া করতেও দেখা গেল না। বেরিয়ে এল ও। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে পা ফেলল কোরালের দিকে।

ফাসকেনদেরগুলো ছাড়াও কোরালে আরও কয়েকটা ঘোড়া দেখল। নিশ্চই এরা ধরে এনে বেঁধে রেখেছে। এগুলোও সেলিয়াদেরই, ছাড়া অবস্থায় চরে বেড়ায় দলবেঁধে। একপাশে নিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেল ও। ওটার দিকে এগোতে অন্যগুলো শব্দ করে নড়াচড়া শুরু করে দিল। যথেষ্ট শব্দ হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। এখন কোনমতে বেরিয়ে যেতে পারলে হয়। নইলে···।

নিজেরটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গেটের পাশে টেনে নিয়ে এল সেলিয়া, ওখানে স্যাডল ব্রিডল আছে। অন্ধকারে বাছাবাছির সুযোগ নেই, সামনে যেটা পেল সেটাই পরিয়ে দিল ঘোড়ার পিঠে। যা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ওটা—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবু নজর না দিয়ে হেডস্টল পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাজ শেষ পানি নেই, অস্ত্র নেই, এমনকি পায়ে জুতোও নেই। ঘোড়াটা কথা শুনবে কি না, কে জানে। উপায় নেই, ভাগ্যের ওপর বাকিটা ছেড়ে দিয়ে এভাবেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

পশুটাকে হাঁটিয়ে কোরালের বাইরে নিয়ে এল ও, চারদিকে তাকাল ম্লান চোখে। তারপর স্যাডলে চড়ে ঘোড়ার দু'পাশে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করল, চলতে নির্দেশ দিল। কিন্তু নড়ল না ওটা।

'কোথাও যাবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি, মিসি?'

কলজে লাফিয়ে উঠল সেলিয়ার, কাঁপুনির চোটে স্যাডল থেকে পড়ে যাবার জোগাড়। টেরই পায়নি কখন নিঃশব্দে এসে ঘোড়ার হেডস্টল টেনে ধরেছে ডিক ফাসকেন।

'দু'দিন বাদে লীর বৌ হবে, এই সময় কি না বলে কয়ে কোথাও যাওয়া উচিত তোমার?' কঠিন গলায় বলল ডিক। 'নেমে পড়ো, ঘরে যাও।'

কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে মিনতি করল সেলিয়া, 'প্লীজ, আমাকে যেতে দাও।'

'কথা নয়, যা বলেছি তাই করো,' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা।

মেয়েটির হাতে ধরা লাগাম তখনও খাটো করে ভাঁজ করাই ছিল, আচমকা চালিয়ে বসল ওটা ডিকের মুখ লক্ষ্য করে। মাথা সরিয়ে নিলেও গালের একপাশে বেশ জোরে লাগল বাড়িটা। ব্যথা পেয়ে ভীষণ খেপে উঠল ডিক। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছে ঘোড়া, অসুরের শক্তিতে হেডস্টল টেনে ধরে ওটাকে থামাল সে। এগিয়ে এসে কষে এক চড় মারল সেলিয়ার গালে। পড়ে গেল ও স্যাডল থেকে। মাথার পাশে কেটে গেল ঠুকে গিয়ে।

ওর ডান হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ডিক লাথি মেরে দরজা খুলল। শব্দে ধড়মড় করে ঘুম ভেঙে উঠে বসল সবাই। ডেভ উঠে আলোটা বাড়িয়ে দিল। হতভম্ব চেহারায় সবাই তাকাল দরজার দিকে। চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে সেলিয়াকে ঘরে ঢোকাল ডিক। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'হারামজাদী পালাচ্ছিল।'

'আমি জানতাম এমন কিছু ঘটবে,' মন্তব্য করল বুড়ো বিল।

'জানতে তো পাহারা দাওনি কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ডিক।

লাফিয়ে উঠে আঙুল তুলে শাসাল বুড়ো, 'খবরদার! আমার

সাথে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবে না কেউ! যত্তোসব শুয়োরের দল!'

ফোঁস করে উঠল মিড। 'আমরা শুয়োর নই, বাবা।'

'আলবৎ শুয়োর। শুয়োরের পেটে শুয়োরই জন্মায়, মানুষ নয়। এত শুয়োর জন্ম দিলাম, তবু শুনি আমি নাকি অপদার্থ!'

'কে বলেছে তুমি অপদার্থ?'

'কে আবার, তোমার মায়ের গুষ্ঠির লোকেরা! এখন কোথায় সবাই, এসে দেখে যাক, কেমন একেকটা শুয়োরের ছানা জন্ম দিয়ে গেছে তাদের আদরের দুলালী!'

'বাবা, তুমি কিন্তু...'

'থামো! চুপ করো সবাই,' কর্তৃত্বের স্বরে বলল ডেভ। 'ডিক, ছুকরিটাকে ওর রুমে রেখে এসো। এডের জন্য কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব, তারপর লীর সাথে ওর বিয়ে দিয়ে দেব আমি।' সবার দিকে তাকাল। 'যাও, ঘুমিয়ে পড়ো সবাই। রাত যেটুকু আছে, আমি পাহারা দেব।'

তেরো

বিস্মিত ওয়েন ডেব্রাইট আবার ফিরে চলেছে উত্তরদিকে। এত সহজে কাজ সারতে পারবে তা কল্পনাও করেনি শুরুতে। বরং অন্যরকম আশঙ্কা ছিল। তার কিছু ঘটেনি বলেই অবাক লাগছে।

পেছন থেকে উদ্দেশ্যহীন গুলির শব্দ শুনে মুচকে হাসল ও।

এড স্বর্গবাসীদের গলা ফাড়িয়ে অভিশাপ দিচ্ছে শুনতে পেয়ে হাসি আরও চওড়া হলো। ব্যাটা দুই আহত আর নিহত ভাইর লাশ টেনে এত পথ হেঁটে ফিরছে, কল্পনা করে চুক চুক শব্দ করল জিভ দিয়ে। কি রকম ফাঁপরে পড়েছে ও, তা যেন দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে।

যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে। এই সময়ে হেসে-খেলে পথ চলেও পগার পার হয়ে যেতে পারবে ওয়েন ডেব্রাইট। ফাসকেনরা আর কোনদিন ধরতে পারবে না ওকে। ভাগ্য সহায় হলে ট্রেইলের কোথাও যদি ঝড় ওঠে, তাহলে তো পোয়া বারো। সব চিহ্ন মুছে যাবে।

ঘোড়ার গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ও। ক্ষতস্থানে ব্যথা হচ্ছে, শরীর দুর্বল, তবে কোনটাই আগের মত নয়। সম্ভবত মানসিক চাপ কমে যাওয়ার ফল এটা। হয়তো এ জীবনে ফাসকেনদের চেহারা আর দেখতে হবে না। অযথা খুনোখুনির দরকার পড়বে না। ওবিকে মেরে কার্লোস পরিবারের বদলা নেয়া হয়ে গেছে। তাড়া করার ফল পেয়েছে ওরা আরও একজনকে হারিয়ে। ওয়েন ডেব্রাইট কি জিনিস এডকে তা বোঝানো হয়েছে। এবার বাকি কাজ কোমানচি ওয়েলসের লোকেরাই করবে।

নিরুদ্বিগ্ন মনে পথ পার হয়ে চলছে ও। সাবধানে রাতের বেলা পথ চললে ইন্ডিয়ানদের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম, কাজেই চিন্তা নেই।

রাত শেষ হতে খুব বেশি দেরি নেই। ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে আগের গুহায় ফিরে এল যুবক। দিনটা এখানেই কাটানোর ইচ্ছা।

সন্ধ্যার পর চূড়ায় উঠে ঘোড়া নিয়ে রওনা হলো ওয়েন ডেব্রাইট। নিচে নেমে উত্তরে ঘুরিয়ে দিল ওটার মুখ। সব কাজ

মনমত সারা গেছে বলে খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কেন যেন ভারমুক্ত হচ্ছে না মন, কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকছে। কি হতে পারে কারণ? যুবক জানে না এরপর কোথায় যাবে ও, কি করবে। উদ্দেশ্যহীন ছুটে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, এই জন্যই এমন লাগছে?

ধীর গতিতে চলছে ঘোড়া। অন্যমনস্ক যুবক ওটাকে জোরে ছোটাচ্ছে না। অনেকক্ষণ থেকেই তার মন ছুটে যেতে চাইছে ওয়েস্টমেয়ারদের বাড়ির পথে। অবশ্য প্রতিবারই সে জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইছে। ওই বাড়ি বা ফাসকেনদের হাতে সেলিয়ার কি দশা হচ্ছে, তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই ওর। ফাসকেনরা যতই বজ্জাত হোক না কেন, ওই মেয়ের কোন ক্ষতি তারা করবে না, এসব বলে মনকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সায় দিচ্ছে না মন, কারণ ফাসকেনদের মুঠোয় থাকবে সেলিয়া আর তার কোন ক্ষতি হবে না, এমনটা ভাবাই যায় না।

ব্যাপারটা বারবার ঘুরপাক্ খেতে থাকল মনের মধ্যে। ও যতই বোঝায় এ ব্যাপারে ওর কিছু করার নেই, চেষ্টা যথেষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি নিজেই সব মাটি করেছে। ফাসকেন আর কোমানচি, দুই বিপদ সম্বন্ধেই সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু কানে তোলেনি সে। উল্টে ওকে আহত আর দুর্বল অবস্থায় ফেলে চলে গেছে। এরপর ওয়েনের আর কোন দায় থাকতে পারে না ওই মেয়ের প্রতি। যদি কিছু ঘটেই সে দায় পুরোটাই তার। তবু মন মানে না।

নিজের সাথে বোঝাপড়া করতে করতে এগোচ্ছে সে, কিন্তু চিন্তাটা ছাড়ছে না। মন বারবার পরামর্শ দিচ্ছে ওকে—সামনে কিছু নেই, ওয়েন। তোমার নিয়তি পেছনে, কেন অসম্ভব জেনেও তার

থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ভান করছ? ফিরে চলো তোমার ভবিষ্যতের কাছে। সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারই তোমার ভবিষ্যৎ। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দাও, এখনও সময় আছে।

সেলিয়ার চেহারা মানসপটে দেখতে পেল ও, যেমনটা প্রথমবার দেখেছিল, খালি পা, সাদাসিধা···। তার চোখ দেখতে পাচ্ছে ও। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে যখন ঘোড়ায় চাপাতে নিয়েছিল, ওর তখনকার মনের অবস্থা আবার মনে পড়ল।

হঠাৎ খেয়াল হলো ঘোড়াটা চলছে না, কখন যেন লাগাম টেনে ওটাকে থামিয়ে দিয়েছে ওয়েন ডেব্রাইট। বিরক্ত মনে নেমে পড়ল স্যাডল থেকে, সামনে-পেছনে খানিকক্ষণ পায়চারি করল অন্যমনস্কভাবে। একটু পর আবার চড়ে বসল। তারপর উল্টোদিকে ঘোরাল ওটার মুখ। জানে ওদিকে গেলে চরম বিপদ হতে পারে, তবু নিজেকে ঠেকাতে পারল না যুবক। নিয়তির ডাকে সাড়া দিয়ে স্পার দাবিয়ে দিল। ছুটল ফেলে আসা পথ ধরে।

এখন নিজেকে আগের মত নিঃস্ব আর ভবঘুরে মনে হচ্ছে না ওয়েন ডেব্রাইটের। মনে হচ্ছে ওর মনের রাজ্যে এমন কিছু সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে যার জন্য বেঁচে থাকা যায়। মরাও যায়।

দ্রুত পরিষ্কার হয়ে উঠল পুবের আকাশ। অন্ধকারের কালো চাদর সরিয়ে নতুন এক শোভা নিয়ে প্রকৃতি নিজেকে উদ্ভাসিত করল তার সামনে।

দিনটা কোথাও লুকিয়ে কাটাবার কথা মনে উঁকি দিলেও থামল না। ইন্ডিয়ানদের চোখে ধরা পড়ে যাবার ঝুঁকির কথা মনে রেখে যতটা সম্ভব নিচু জায়গা দিয়ে এগোতে থাকল। এড ফাসকেনের আগেই সেলিয়ার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করতে হবে ওকে, কাজেই রাত পর্যন্ত লুকিয়ে থাকলে চলবে না। দায়িত্ব ভুলে ঝোঁকের মাথায় সারারাত উল্টো পথে ছুটে এমনিতেই অনেক

পিছিয়ে পড়েছে, তারওপর ক্লান্ত, দুর্বল ঘোড়ার কারণে পথ এগোনো দুস্কর।

একটানা চলে দুপুরের আগে থামল ডেব্রাইট। পরিশ্রান্ত ঘোড়া বয়ে চলা স্রোতের পানি খেল, তারপর খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে এক-দু'গাছি ঘাস চিবাল অনিচ্ছুক ভাবে। ওটাকে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম দিয়ে আবার স্যাডলে চড়ে বসল ও।

উত্তেজনা চাড়া দিয়ে উঠছে ভেতর থেকে। সময়মত যেন পৌঁছতে পারে, মনে মনে সেই প্রার্থনা করতে লাগল ওয়েন ডেব্রাইট।

মরমর অবস্থায় ওয়েস্টমেয়ারদের ইয়ার্ডে পৌঁছে জ্ঞান হারাল এড ফাসকেন। দেখতে পেয়ে বাপ-ভাইরা ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, তাকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর অজ্ঞান কনকে নিয়ে একটা কাউচের ওপর রেখে হার্বের দেহ কম্বল দিয়ে ঢেকে ঘরের বাইরে ছায়ায় রেখে দিল।

কি ঘটেছে বোঝার জন্য একটা ঘোড়া নিয়ে ওদের ট্রেইল ধরে পেছনে ছুটে গেল ডিক। তার ধারণা নিশ্চই কোমানচিরা হামলা করেছে ওদের ওপর। তার বিশ্বাস অন্তত ডজনখানেক যোদ্ধা না হলে ওদের এই অবস্থা হতেই পারে না। বিষয়টা দেখা দরকার।

কয়েকমাইল ব্যাকট্র্যাক্ করেও ইন্ডিয়ানদের কোন চিহ্ন না দেখে ফিরতি পথ ধরল ডিক। বড় ভাই সব ক'টাকে খতম করে এসেছে ভেবে পুলকিত। যদি কেউ বেঁচে থাকত, অবশ্যই তাড়া করে আসত ওকে।

এদিকে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল এডের। উঠে বসতে গেলে আবার শুইয়ে দেয়া হলো তাকে। বোকার মত ফ্যালফেলে চোখে ওর ওপর ঝুঁকে থাকা চেহারাগুলো দেখতে থাকল। ওগুলো যে

ওরই বাপ-ভাইদের চেহারা, তা বুঝতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। কোন শত্রুর আস্তানায় নয়, নিরাপদ ঠিকানাতেই পৌঁছতে পেরেছে বুঝে আশ্বস্ত হলো। সব ঘটনা এক সাথে মনে পড়ে গেল তার, সেই সাথে প্রচণ্ড আক্রোশ আর প্রতিশোধ স্পৃহাও নতুন করে চাগিয়ে উঠল।

বড় ছেলেকে ধাতস্থ হতে দেখে বিল বলল, 'কি হয়েছিল, এড, ইনযুন?'

মাথা নাড়ল সে।

'তাহলে?'

শুকনো গলা দিয়ে ভাঙা আওয়াজ বেরোল এডের। 'সেই শুয়োরের বাচ্চা, ওয়েন ডেব্রাইট!'

'কি বলছ তুমি!' চমকে উঠল সে। হার্বকে খুন, কনকে ল্যাংড়া, আর তোমাকে পায়ে হাঁটানো, এত কিছু একা ওই ছোকরা করেছে?

সবার চোখে অবিশ্বাস দেখে খেপে গেল এড, জোর করে উঠে বসল। 'শুয়োরের বাচ্চা মানুষ নয়, নেকড়ে! তোমরা কেউ হলেও এই দশাই হত!'

'কি ঘটেছে?'

ডিকের বাড়িয়ে দেয়া বাদামী রঙের বোতল থেকে খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে একটু সুস্থ হলো এড। ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলতে শুরু করল। মাঝে মাঝে বিরতি দিল গলায় তরল পদার্থ ঢালার জন্য। সেই সাথে চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে সেলিয়াকে দেখল কয়েকবার। যেন ওয়েন ডেব্রাইট যা কিছু করেছে তার জন্য ও-ই দায়ী।

পেছন ফিরে রান্নার কাজে 'ব্যস্ত' সেলিয়া, যদিও কান খাড়া। বোতল খালি হতে ওটাকে মহা আক্রোশে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল

এড, বাড়ি খেয়ে শব্দ করে ছিটকে পড়ল ওটা মাটিতে। চমকে উঠল মেয়েটি। ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে খেঁকিয়ে উঠল সে। 'এই ছুঁড়ি! তোমার চেহারা দেখলেই পেট ভরবে আমার, না কিছু খেতে-টেতে দেবে?'

নীরবে প্লেটে খাবার বেড়ে লোকটার সামনে রাখল ও, কফি বানানোর জন্য চুলোর কাছে ফিরে এল। আসলে পালিয়ে এল বললেই ঠিক বলা হবে। ও জানে, এই মুহূর্তে পালানোর চেষ্টার কথা কেউ ফাঁস করে দিলে সমস্ত ঝাল এড ওর ওপরই ঝাড়বে। একা হওয়ামাত্র অন্য চিন্তা জুড়ে বসল মনে। আহত, দুর্বল শরীর নিয়ে ওয়েন ডেব্রাইট একাই তিন তিনটে ফাসকেনকে শায়েস্তা করে ছেড়েছে শুনে নিজেকেই বিজয়ী মনে হচ্ছে ওর। চাপা আনন্দ ঢেউ তুলছে অন্তরে।

কফি দিয়ে আবার ফিরে এল ও। ফাসকেনদের হাতে পড়ার পর এই প্রথমবারের মত আশার আলো দেখতে পেল সেলিয়া। অবশ্য পরক্ষণেই তা আবার নিভে গেল। মনে পড়ল, বড্ড বেশি দুর্ব্যবহার করে ফেলেছে ও মানুষটার সাথে। সমূহ বিপদ জেনেও তাকে একা ফেলে পালিয়ে এসেছে। সে নিশ্চই ধরে নিয়েছে সেলিয়াই এদের তার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে।

মুহূর্তের জ্বলে ওঠা আশার আলো সম্পূর্ণ নিভে গেল। কখন ওদের কেউ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর, এখন শুধুই অপেক্ষার পালা। লোকগুলোর দিকে পেছন ফিরে কাজ করে চলেছে ও কাঁপা হাতে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে যেন ভুলেও কোন শব্দ না হয়ে যায়, যাতে ওদের নজর ওর ওপর পড়ে।

ডিকের গলা শুনতে পেল সেলিয়া। বড় ভাইকে প্রশ্ন করছে, 'এখন কি করবে, এড?'

বিস্ফোরিত হলো সে। 'আহাম্মকের মত প্রশ্ন করছ! এখন কি

করব মানে? ওই বেজন্মাটাকে নিকেশ করা ছাড়া আর কোন কাজটা আছে, শুনি?'

পরিবেশ শান্ত করার জন্য ডেভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সে কথা নয়। ওকে নিকেশ করার কাজটা তো কোমানচিরাও সারতে পারে, তাই...'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল এড। 'এটা কেমন পুরুষ মানুষের কথা হলো, শুনি? ও আমাদের, আমরাই ওকে ধরব! ও ওবিকে খুন করেছে! হার্বকে খুন করেছে! ও অন্যের হাতে খুন হলে আমাদের প্রতিশোধ নেয়া হবে তাতে? গাধা কোথাকার! আজই রওনা হব আমরা হারামজাদাকে ধরতে।'

মুখ খুলল ডিক। থুতনি তুলে সেলিয়াকে নির্দেশ করে বলল, 'ওর আর এই র‍্যাঞ্চের কি হবে?'

'কন পাহারা দিয়ে রাখবে ওকে। এক সপ্তার মধ্যে ফিরব আমরা।'

'যদি...'

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল এড, 'কি "যদি" "যদি" করছ, কোমানচিরা হামলা করলে কি হবে, তাই তো? ওই মেয়ে মরে গেলেও ডেভ ম্যারেজ সার্টিফিকেট ঠিকই ব্যবস্থা করে ফেলবে। এই র‍্যাঞ্চ আমাদের। কাজেই ও মরলেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এখন যাও, সবাই তৈরি হয়ে নাও। সপ্তাখানেকের জন্য যথেষ্ট খাবার আর পানি নিয়ো সাথে। যত জোরে পারি ছুটব আমরা, পথে শিকার করার সময় হবে না।'

কনকে প্রথম দেখাতেই সবার মধ্যে নিষ্ঠুর আর বিকৃত স্বভাবের মনে হয়েছে সেলিয়ার। এই লোকের সাথে একা এক সপ্তা থাকতে হবে, কথাটা কানে ঢুকতে পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। পর মুহূর্তে আবার অন্যরকম আশার আলোও দেখতে

পেল। অর্ধচেতন অবস্থায় ওদিকের এক কাউচে শুয়ে আছে লোকটা। গুলি হজম করার ধকল কাটাতে নিশ্চই লম্বা সময় ধরে ঘুমাবে সে। সেই সুযোগে…।

আধঘণ্টা পর বাইরে থেকে বিলের গলা শোনা গেল। 'সব তৈরি, এড।'

'কবর খোঁড়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ! মিড আর লী ফিনিশিং করছে!'

উঠে কনকে বলল এড, 'চলো, যাই।'

বেরিয়ে গেল ওরা। দরজার পেছন থেকে গলা বাড়িয়ে দেখল সেলিয়া, কম্বলে মোড়া হার্বের দেহ পাঁজাকোলা করে সাবলীল পায়ে হেঁটে গেল এড। কন তার পেছনে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে এগোল থপ্ থপ্ শব্দ তুলে। ওরা কোরালের আড়ালে চলে যেতে আর কিছু দেখতে পেল না ও।

আরও প্রায় পনেরো মিনিট পর পায়ের শব্দ শুনতে পেল, ফিরে আসছে ওরা। সবার আগে ঢুকল এড। তারপর কন, রুমের এক মাথার সেই কাউচে ফিরে কায়দা করে বসল সে।

সেলিয়ার ওপর দৃষ্টি স্থির হলো এডের। 'কনের দিকে খেয়াল রাখবে তুমি। যদি উল্টোপাল্টা করেছ…'

দরজার ওপর থেকে ডিক বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও যদি আবার পালাতে চেষ্টা করে তখন কি হবে?'

এডের চোখ বড় হয়ে উঠল। 'আবার পালাবে, মানে?'

'তুমি বাইরে থাকতে একবার সে চেষ্টা করেছিল ও।'

'কি!' হুঙ্কার ছেড়ে ওর দিকে তেড়ে এল সে, দূর থেকেই হাত চালাল। মাথা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল মেয়েটি, তারপরও যেটুকু লাগল, তাতেই ঘুরে গেল মাথা। টলমল পায়ে পিছিয়ে গিয়ে

দেয়ালে বাড়ি খেয়ে উল্টে পড়ার হাত থেকে বাঁচল। কিন্তু পানি এল না চোখে, উল্টে জ্বলে উঠল ধক্ ধক্ করে। জীবনে প্রথমবারের মত সত্যি সত্যি কাউকে খুন করার ইচ্ছা জাগল ওর মনে।

'সময় থাকলে চাব্‌কে তোমার চামড়া ঠিকই তুলে নিতাম আমি, চেঁচিয়ে বলল এড।

তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটি। বলল না কিছু।

ডিকের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল লী। ক্ষুব্ধ আক্রোশে বলল, 'বেশি সময় লাগবে না, এড। পাঁচ মিনিট সময় দাও, শালীর চামড়া ছাড়ানোর কাজটা সেরে আসি।'

ততক্ষণে সবাই ফিরে এসেছে, উপভোগ করছে দৃশ্যটা। লী শুয়োরের মত কুতকুতে চোখের বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সেলিয়াকে।

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল ডিক। 'চেম্বার পট দিয়ে মেরে সেদিন লীর মাথায় সুপুরি তুলে দিয়েছিল হারামজাদী। বেচারার কোন দোষ ছিল না, ও কেবল একটু ফুর্তি করতে চেয়েছিল।'

হতাশায়, বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল এড। পেছন ফিরে সবার দিকে তাকাল একে একে। 'কেন কোন কিছুতে তর সয় না তোমাদের? আমি ওকে না ঘাঁটাতে বলে গিয়েছিলাম না? আগের কাজ আগে সেরেই তো লী আর ওর ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতাম। যত্তোসব···! যাও, এখন। রওনা হও! আমি আসছি।'

কথা না বলে বেরিয়ে গেল সবাই। সেলিয়ার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টি হেনে গজগজ করতে করতে লীও গেল সবার পেছনে। কনের দিকে ঘুরল এড, দৃষ্টিতে সন্দেহ। কয়েকমুহূর্ত পর বলল, 'আমি চাই না কাজ শেষ হওয়ার আগে ওর কোন ক্ষতি হোক। হলে কিন্তু আমি তোমাকেই দায়ী করব। হুকুম অমান্য করার

শাস্তি নিজ হাতে দেব, তোমাকে খুন করব আমি। কথাটা মনে রেখো।'

সেলিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। 'আমি ফিরে এসে যেন তোমাদের এখানে পাই।'

এড বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল কন। দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে এক পায়ে লাফিয়ে খোলা দরজার দিকে এগোল। উঁকি দিয়ে সবার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল। মাঝে মাঝে সেলিয়ার দিকেও তাকাল।

লোকটার চোখের রঙ পাল্টে যাচ্ছে দেখতে পেল মেয়েটি, শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল অজানা আশঙ্কায়। এই লোকের সাথে এক ঘরে বেশিক্ষণ থাকলে বুক ধড়ফড় করে এমনিতেই মরে যাবে ও। পালাতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, পালাবেই ও।

দরজা থেকে সরে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াল কন। চোখ সেলিয়ার ওপর। কাঁপা হাতে লোকটার জন্য খাবার বেড়ে টেবিলে রাখল ও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেতে শুরু করল সে। সামনের পানীয় ভর্তি এক বোতলে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে। দরজা বন্ধ করবে বলে সেদিকে এগোল সেলিয়া। বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছেড়ে উঠল কন, 'না, খবরদার! ওদিকে যাবার চেষ্টা ভুলেও করবে না তুমি। তাহলে...'

লোকটার হাতে পিস্তল উঠে এসেছে দেখল মেয়েটি, লক্ষ্য ওর হাঁটুর নিচে। বুঝতে পারল, এই লোক কোন ঝুঁকি নেবে না। নিজের সীমাবদ্ধতার কথা জানে সে। ঠিক আছে। আপাতত একে খেপানোর দরকার নেই, ভাবল সেলিয়া। জানে সুযোগ একটা না একটা আসবেই। ধৈর্য ধরে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।

খাওয়া শেষ করে বোতল থেকে ঢক্ ঢক্ করে বেশ খানিকটা

পানীয় গলায় ঢালল লোকটা, তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। তারপর আরেকটা বোতলের মুখ খুলে ওর সামনে বাড়িয়ে ধরল। 'দু'এক ঢোক গলায় ঢেলে দেখবে নাকি, মিসি?' দু'পা এগিয়ে এল মেয়েটির দিকে। মুখে রহস্যময় হাসি।

পিছিয়ে যেতে যেতে নিজের রুমের দরজা দিয়ে একছুটে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। দরজা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল ঝট্ করে। দরজার ওপাশে এক পায়ে চলার থপ্ থপ্ শব্দ থেমে গেল, চড়া গলার হাসির শব্দ উঠল। একটু পর লোকটার গলা শুনতে পেল। 'বেশ, থাকো তুমি দরজা আটকে। যখন ইচ্ছা হবে, দুটো বুলেট খরচ করে ওটা খুলে নেব আমি। কেমন?'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সেলিয়া। থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। রাতে কি ঘটবে ভাবল, নিশ্চই ওকে বেঁধে রাখবে লোকটা যাতে সে ঘুমিয়ে গেলে ও পালাতে না পারে। তখন আরও কিছু ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে কমজাতটা···। শিউরে উঠল ও। বাধা দেয়ার মত কিছু দেখতে পেল না কোথাও। চেম্বার পটটা সেই রাতের পর সরিয়ে নিয়েছে কেউ। টেবিলের ওপর পানিভর্তি চিনামাটির জারটা ছাড়া আর কিছুই নেই এ ঘরে।

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল সেলিয়া। ঠাণ্ডা মাথায় না ভাবলে পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে একটা মুখ ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। কার মুখ দেখার চেষ্টা করতেই চিনতে পারল, ওয়েন ডেব্রাইট। যেন অভয় দিচ্ছে। শত্রুর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সে বীরদর্পে। সেলিয়ার মনে আশা জাগছে, খুব ইচ্ছা হচ্ছে ওর ওপর ভরসা করতে। চিৎকার করে বলতে চাইছে–তোমাকে আমি বুঝতে পারিনি, ওয়েন। ভুল করেছি। ক্ষমা করো, বাঁচাও আমাকে।

হঠাৎ আরও কয়েকটা ঘোড়া দেখল সেলিয়া, তারদিকে ছুটে যাচ্ছে। রাইডারদের চিনতে পারল, ফাসকেন ওরা। উদ্যত অস্ত্র হাতে তাকে খুন করতে তেড়ে যাচ্ছে হিংস্র নেকড়ের মত।

চমকে উঠে সচেতন হলো সেলিয়া। আফসোস হলো খুব। সুযোগ ওর ঘরে হেঁটে ঢুকেছিল, না বুঝে ও নিজেই তাকে জঞ্জালের মত ছুঁড়ে ফেলেছে। এতদিনে ওয়েন ডেব্রাইট নিশ্চই সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, নিজের পথে চলে গেছে। এখন আর দুরাশা মনে পুষে রেখে লাভ নেই, যা করার ওকেই করতে হবে। মনে মনে সে যেন ভাল থাকে, সুস্থ থাকে, সেই প্রার্থনা করল ও ঈশ্বরের কাছে।

হঠাৎ খেয়াল হলো ওপাশের রুম থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছে না অনেকক্ষণ থেকে। লোকটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? না ও নীরবতার কারণ খুঁজতে দরজা খুললেই ধরে বসবে বলে সামনেই ওত পেতে বসে আছে?

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেয়েটি, আলো দেখে বোঝা যায় সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে অনেকখানি। দিন শেষ হতে কয়েকঘণ্টার বেশি বাকি নেই, যা করার এখনই করতে হবে। নইলে রাতে কোন অঘটন ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

জারটা তুলে নিল ও। অর্ধেকটার মত পানি আছে বলে বেশ ভারী লাগছে। এটা দিয়ে যদি শয়তানটার মাথায় কোনভাবে শক্ত এক ঘা বসিয়ে দেয়া যায়, কাজ হতে পারে।

দরজায় এসে কান পেতে দাঁড়াল ও। নিশ্চিত হলো ওপাশে কোন শব্দ নেই। হুড়কো খুলতে হবে নিঃশব্দে। মুহূর্তের জন্য আস্থায় চিড় ধরল সেলিয়ার, পারবে কি শেষ পর্যন্ত? নাকি কন ফাসকেনের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসবে? মাথা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে শক্ত করল। পারবে। ও খেলার পুতুল নয়, মানুষ হিসেবে

বাঁচতে হলে পারতে ওকে হবেই।

দরকারী কিছু ছোটখাট জিনিস আর জুতো ব্যাগে ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল. খুব সাবধানে হুড়কো খুলে ফেলল, দরজা এক চিলতে ফাঁক করে উঁকি দিল। পাশেই ঘাড় গুঁজে আধা বসার মত দেয়ালে হেলান দিয়ে আছে কন। ঘুমিয়ে আছে কি না বোঝা গেল না। দু'হাতে শক্ত করে জারটা মাথার ওপর তুলে বেরিয়ে এল ও। সাবধানে করা সত্ত্বেও দরজায় সামান্য শব্দ হয়েই গেল। অমনি ঝট্ করে মাথা তুলল কন, সামনেই ওকে দাঁড়ানো দেখে চোখ কোঁচকাল। ওর পা লক্ষ্য করে ডাইভ দেয়ার চিন্তা করছিল সে, এই সময় মাথায় শক্ত বাড়ি পড়ল তার।

মনের সব রাগ, ঘৃণা এক করে জারটা কন ফাসকেনের মাথায় মেরেছিল সেলিয়া, চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল চিনামাটির জিনিসটা। ভেতরের পানি ছিট্‌কে পড়ল চারদিকে। লোকটার কি হলো দেখার জন্য দাঁড়াল না ও, ঘুরেই ছুটল দরজার দিকে। খোলাই ছিল ওটা। কয়েক লাফে ইয়ার্ড পেরিয়ে কোরালে ঢুকে পড়ল।

নিজের ঘোড়াটাকে কাঁপা হাতে তৈরি করে নিল। জুতো পায়ে দিয়ে দ্রুত চেপে বসল স্যাডলে। হীল দিয়ে দু'পাশে আঘাত করতেই ছুটতে শুরু করল ওটা।

কয়েক মিনিট পর মাথা তুলে পেছনে তাকাল। দরজাটা তখনও খোলা দেখা যাচ্ছে, কনের দেখা নেই কোথাও। দূরত্ব যতটা সম্ভব বাড়িয়ে নিতে আরও কিছুক্ষণ একই গতিতে ছুটল ও। তারপর নিশ্চিন্ত হলো, অন্তত কন ফাসকেন ওকে আর ধরতে পারছে না। ধরতে হলে যে গতিতে ঘোড়া ছোটাতে হবে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কোন শহরে গিয়ে উঠবে ঠিক করল সেলিয়া। সভ্য মানুষ

আর আইনের আশ্রয় নেবে। ফাসকেনদের হাত থেকে চিরদিনের জন্য নিস্তার পাওয়ার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনমত সাহসী, কর্মঠ ক্রু জোগাড় করে ফিরে এসে র‍্যাঞ্চ উদ্ধার করবে। বাবা আর ভাইয়ের স্মৃতি রক্ষা করবে। এখন ভাগ্য সহায় হলেই হয়।

র‍্যাঞ্চহাউস থেকে আধ মাইল দূরে নড়ে উঠল এক ইন্ডিয়ান। মুক্তির আনন্দে বিভোর সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ারের নজর পুরোপুরি এড়িয়ে গেল ব্যাপারটা।

চোদ্দ

সূর্য ডোবার ঘণ্টাখানেক বাকি থাকতে ওয়েস্টমেয়ার র‍্যাঞ্চহাউস চোখে পড়ল ওয়েন ডেব্রাইটের। দূরে ঘোড়া থামাল ও, নেমে আড়াল থেকে বাড়িটার ওপর লক্ষ রাখতে লাগল।

দরজা খোলা, অথচ অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরও কোন নড়াচড়া না দেখে চিন্তিত হলো। ভাবল নিশ্চই ফাসকেনরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় আছে। একটু পর খেয়াল হলো তাই বা কি করে হয়, ও যে ফিরে আসছে তা তো কারও জানার কথা নয়! তাহলে কি কোমানচিরা হামলা করে সব শেষ করে দিয়েছে? পর মুহূর্তে এ ধারণাটাও বাতিল করে দিল যুবক। কোমানচিদের হামলা হলে বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকত না, পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাহলে? কারও সাড়াশব্দ বা নড়াচড়া নেই কেন? ব্যাপারটা দেখা দরকার।

ঘোড়ায় চাপল ও। দূর দিয়ে এগোল পেছন দিকে। তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে কোথাও সামান্যতম নড়াচড়া চোখে পড়ে কি না। কোরালটা দেখা যাচ্ছে, গেট খোলা। ভেতরে আধ ডজনের মত ঘোড়া বাঁধা। ঝিমাচ্ছে। এছাড়া আর কোনরকম প্রাণীর অস্তিত্ব দেখতে পেল না যুবক।

পেছনের ঢিবির ওপর চড়ে একটা কবরের পাশ কাটাল। পরীক্ষা করে বুঝল একদম নতুন ওটা, নিশ্চই হার্বের হবে। তার মানে এড পৌঁছে গেছে আগেই। বোঝা গেল ওর এদিকে আসার সম্ভাবনার কথা ফাসকেনরা হয়তো ভাবেইনি।

কোথায় সবাই? ওকে ধরার জন্য যদি গিয়ে থাকে, তাহলে সেলিয়া কোথায়? আহত কনের পক্ষেও এত পথ ছোটার ধকল সহ্য করতে পারার কথা নয়। সবাই উত্তরে গেলেও অন্তত এই দু'জনের তো থাকার কথা।

নাহ্, আর দেরি করার অর্থ হয় না। ঝুঁকি থাকলেও ঘরের ভেতরটা দেখা দরকার। ঘোড়া থেকে নেমে পা টিপে এগোল সে। হাঁ করে থাকা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকল মিনিটখানেক। তারপর আচমকা ভেতরে ডাইভ দিয়ে পড়ল, ফ্লোরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে। মাঝামাঝি যাবার পরও যখন কোন গুলির শব্দ হলো না, তখন থামল। মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখল। কেউ নেই। পাশের রুমের দরজা হাঁ করে খোলা। ওটার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে চিনামাটির কোন পাত্রের অজস্র ভাঙা টুকরো। কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখল ফ্লোরে জমাট বেঁধে গেছে।

উঠে দাঁড়াল যুবক। দ্রুত সব ক'টা রুম খুঁজে দেখল, কেউ নেই। বেরিয়ে কোরালের দিকে চলল। ধুলোর ওপর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে পরীক্ষা না করেই বুঝল ওটা সেলিয়ার, কোরালের

দিকে গেছে। একটু পর বাইরে দুটো ঘোড়ার ছাপ আবিষ্কার করল ও। দাগের গভীরতা বলে দিল একটা সেলিয়ার। এবারে ব্যাপার কিছুটা পরিষ্কার হলো। আরও খানিক ঘোরাঘুরি করে পায়ের ছাপ, ঘোড়ার ট্র্যাকের গভীরতা, চলার ধরন পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, সেলিয়ার পাহারায় আহত কনকে রেখে বাকি ফাসকেনদের নিয়ে এড রওনা হয়ে গেছে ওকে খুন করতে। সেই সুযোগে কনকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে পালিয়েছে সেলিয়া। এবং জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওর ট্রেইল ধরে ছুটেছে কন।

ফাসকেনদের হাতে পড়েও মেয়েটি সাহস হারায়নি দেখে ভাল লাগল ওয়েন ডেব্রাইটের। মনের রাজ্যে নতুন করে শিহরণ জাগছে টের পেল। দ্রুত নিজের ঘোড়ায় চেপে ট্রেইল অনুসরণ করে ছুটতে শুরু করল সে। দক্ষিণ-পুবে গেছে সেলিয়া, পেছন পেছন কনও গেছে সেদিকে।

দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। মাইল তিনেক চলে এসেছে ওয়েন, হঠাৎ তৃতীয় একটা ঘোড়ার ছাপ নজরে পড়ল। ওটা এক নজর দেখেই বুঝল, নালবিহীন, আছাঁটা খুরের ঘোড়াটার মালিক কোন ইন্ডিয়ান, সেলিয়াকে অনুসরণ করে এগিয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে ধুলো ওড়ার চিহ্ন খুঁজল যুবক, কিন্তু পেল না। অবশেষে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় থামতে বাধ্য হলো। এখন ছুটে লাভ নেই।

হতাশ হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ধারণা হলো সেলিয়া বোধহয় আর বেঁচে নেই। ভেতর থেকে উঠে আসা এক শূন্যতাবোধ আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে, রাগও হচ্ছে সেই সাথে। এখন কিছু করার নেই দেখে ওয়েস্টমেয়ার র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে চলল ভারাক্রান্ত মনে।

আগের মতই পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখল ঘরটাকে। সাবধানে

ভেতরে ঢুকল। দেশলাই জ্বালিয়ে একটা ল্যাম্প ধরাল যুবক। খাবার খুঁজে বের করে পেট পুরে খেল। কফি গরম করে খেল পরপর তিন কাপ। গলা পর্যন্ত ভরে উঠতে কোরালে এসে ঘোড়াগুলোকে পরীক্ষা করল ভাল করে। আগেরবার এগুলো ছিল না এখানে। বেশ ভাল ঘোড়া, ওয়েস্টমেয়ার ব্র্যান্ড। সম্ভবত ক্রুর অভাবে ছাড়া থাকত ঘোড়াগুলো, ফাসকেনরা ধরে এনে বেঁধে রেখেছে। খাবার আর পানিও দেয়া হয়েছে পশুগুলোকে।

সবার সেরাটাকে বাছাই করে তৈরি করল ডেব্রাইট, ঘরের পাশে এনে দাঁড় করাল। ওটার জায়গায় নিজেরটাকে রেখে আসার সময় হাসি পেল ওর। ফাসকেনরা ফিরে যখন দেখবে যার জন্য সারা দেশ ছুটে মরেছে ওরা, সে কিনা নিজেই এসে বেড়িয়ে গেছে এখান থেকে, তখন নিশ্চই আফসোসে মাতম করবে সবাই মিলে।

ফিরে এসে অতিরিক্ত একজোড়া কম্বলে অন্তত এক সপ্তার খাবার দাবার গুছিয়ে নিল ডেব্রাইট। গান পাউডার খুঁজে বের করল, তার সাথে লেড আর পারকাশন ক্যাপও। নিজের ফুরিয়ে আসা স্টকের কথা ভেবে সবগুলো নিল যথেষ্ট পরিমাণে। তারপর কম্বল বেঁধে নিল।

ল্যাম্প নিভিয়ে দেয়ার আগে একবার ভাল করে ঘরের চারদিক দেখে নিল। লণ্ডভণ্ড অবস্থা দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। কিছু করার নেই, ফাসকেন খোঁয়াড়ের শুয়োররা যেখানে থাকে, সেখানকার অবস্থা এর কম হওয়ারই কথা নয়।

ল্যাম্প নিভিয়ে বেরিয়ে এল ও। রহাইডের ল্যাচস্ট্রিঙ দিয়ে বাইরে থেকে দরজার খিল এঁটে দিল। তারপর যেখানে অন্ধকারের জন্য থামতে বাধ্য হয়েছিল, সেদিকে এগোল। একসময় জায়গামত পৌঁছল সে।

ঘোড়া পিকেটে বেঁধে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ক্লান্ত আর অবসন্ন দেহ শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ার কথা, অথচ ঘুম এল না। চোখ মেলে তারাভরা আকাশ দেখতে লাগল। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ক্ষুব্ধ। সেই আসাই তো এল, অথচ যার কথা ভেবে আসা, তাকে রক্ষা করা গেল না। হয়তো কাল এড এক সময় সেলিয়ার মৃতদেহ দেখতে পাবে।

কথাটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটি ওর ধারণার চেয়েও বেশি সাহস আর দৃঢ়তা দেখিয়েছে। তার এমন দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর কথা ভাবাও উচিত নয়। মনে মনে শপথ উচ্চারণ করল যুবক, যদি সেলিয়ার কিছু হয়, সে জন্য ফাসকেনদেরই দায়ী করবে ও। চরম শাস্তি দেবে হারামজাদাদের।

দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে জেগে উঠল ওয়েন ডেব্রাইট। ছোট করে আগুন জ্বালল। একটা প্যানে লেড রেখে আগুনের ওপর চাপিয়ে পাশে বসল।

সেলিয়ার কথা মনে পড়ছে আবার। তার সব কথা, ভঙ্গি, চাউনি, সব মনে পড়ছে ওর। মন বলছে বেঁচে আছে সে। কোমানচিরা হয়তো অত্যাচার করবে, নির্যাতন চালাবে, তবু ভাঙতে পারবে না তাকে। উদ্ধার করে আনতে পারলে সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে বলে ওর ধারণা। ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত এলাকায় অনেক মেয়ের জীবনেই এমন ঘটে থাকে, তারপরও বেঁচে ফিরে সংসার করে তারা। সেলিয়াও নিশ্চই পারবে, কারণ তার ভেতর জেদ আছে।

লেড গলতে সময় নিচ্ছে খুব, তবু ধৈর্য ধরে বসে থাকল ও। সামনে প্রচুর বুলেটের প্রয়োজন হতে পারে। এক সময় গলে গেল জিনিসটা। স্যাডলব্যাগ থেকে মোল্ড বের করে যত্নের সাথে বুলেট

তৈরির কাজ শুরু করল ও। লেড় শেষ হয়ে গেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ট্রেইল অনুসরণ করে রওনা হলো।

যতটা পারল জোরে ছুটল ডেব্রাইট। মাঝে মাঝে চারদিক দেখে নিচ্ছে। অনেকটা পথ পার হয়ে দূরে শকুন দেখতে পেল। আকাশে উড়ছে, আবার পাক খেতে খেতে নেমে পড়ছে। কোন শবদেহ হবে।। স্যাডল পমেল দু'হাতে মুঠো করে ধরল শক্ত করে। কে হতে পারে, সেলিয়া না কন ফাসকেন? আরও জোরে স্পার দাবাল সে।

ওকে দেখে শকুনগুলো কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ জানাল, সরে গিয়ে পথ করে দিল এগোনোর। পড়ে থাকা দেহটা দেখল ওয়েন। না, সেলিয়া নয়। পুরুষের দেহ–বোধহয় কন ফাসকেন। শরীরের কোন অংশ আস্ত নেই লোকটার। দেখে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল ওর।

ঘোড়া থেকে নেমে নাক টিপে কাছে এগিয়ে গেল। লোকটা উলঙ্গ অবস্থায় চিৎ হয়ে শোয়া। জিভ আর বিশেষ অঙ্গ উধাও। পেটের ওপর আগুন ধরানোর চিহ্ন। বুঝতে অসুবিধে হয় না কী ভয়ানক কষ্ট দিয়ে লোকটাকে মেরেছে ইন্ডিয়ানরা। সম্ভবত রাতভর তার চিৎকার শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে এক সময় জিভ কেটে নিয়েছে বর্বররা।

সেলিয়াকে খুঁজতে শুরু করল ও। তাকেও খুন করা হয়ে থাকলে নিশ্চই আশেপাশে কোথাও দেহটা পাওয়া যাবে। কিন্তু ঝোপ-ঝাড়, পাথরের আড়ালসহ আশপাশের সম্ভাব্য সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ওর কোন চিহ্ন না পেয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল।

ট্র্যাক্ খুঁজে পাওয়ার আশায় চক্কর দেয়া শুরু করল ও। চক্কর শেষ হওয়ার আগেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। স্যাডল থেকে নেমে

পরীক্ষা করল ডেব্রাইট, ইন্ডিয়ানদের নালবিহীন ছয়টা ঘোড়ার ট্র্যাক চিনতে পারল। সেলিয়ার ঘোড়াও ওদের সাথে এগিয়েছে। দাগের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটিকে বয়ে নিয়েই গেছে ওটা।

ট্রেইল অনুসরণ করে ঘোড়া ছোটাল ও। উত্তরে কিছুদূর গিয়ে সামান্য পশ্চিমে সরে চলে গেছে ট্রেইল। কয়েক মাইল এগিয়ে নিশ্চিত হলো ফলস্ ট্রেইল নয়, এটা আসল। থেমে ভাবতে শুরু করল ও।

করণীয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসে গেছে। একার পক্ষে মেয়েটিকে উদ্ধার করা কতটা অসম্ভব তা ভাল করেই বুঝতে পারছে ও। ছয় ইন্ডিয়ান যোদ্ধার হাতে পড়েছে সে, কিন্তু ট্রেইল দেখলে বোঝা যায় ওকে নিয়ে নিজেদের ক্যাম্পের দিকে গেছে ব্যাটারা। ওখানে কতজন আছে জানা না থাকলেও কয়েকশো হওয়াই স্বাভাবিক।

এই মুহূর্তে কয়েকটা সম্ভাবনার কথা মনে হচ্ছে ওর। প্রথমটা হলো কাছের শহর কোমানচি ওয়েলস থেকে সাহায্য আনার চেষ্টা করা। কিন্তু ওখানে তা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওখানকার সবাই ফাসকেনদের ভয় পায়। ফাসকেনরা ওয়েনকে ধরতে চায়–কথাটা তারা জানে। সবচেয়ে বড় কথা মেয়েটি ওখানে অপরিচিত বলে ফাসকেন অথবা ইন্ডিয়ান কারও বিপক্ষে যাওয়ার আগ্রহ দেখাবে না কেউ।

দ্বিতীয়ত, দু'শো মাইল দূরের রেঞ্জার ব্যারাকে গিয়ে সাহায্য চাওয়া। কিন্তু অতদূর যেতে-আসতে যে সময় লাগবে, তাতে সাহায্য পেলেও তা কাজে লাগার আশা ক্ষীণ।

দুটোই বাতিল করে দিয়ে তৃতীয় সম্ভাবনা নিয়ে ভাবতে বসল ও। সেটা হচ্ছে ফাসকেনদেরই সাহায্য নেয়া। ওরা যে স্বেচ্ছায়

আসবে না তা খুব ভাল জানে ও। তবু এরকম চরম মুহূর্তেই অসম্ভবকে সম্ভব করার কথা নিয়ে ভাবা যায়।

রোদে ঝলসানো দিগন্ত বিস্তৃত ভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টি মেলে ধরে সম্ভাবনার খুঁটিনাটি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভাবল ও। এটা সফল হবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারছে না ওয়েন, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে খুব কম পরিকল্পনাই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। সামান্য ভুলচুক ঘটলেই ভেস্তে যায় সব। তবু আর কোন বিকল্প দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেক পরে আবার ইন্ডিয়ানদের ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল ও। মাঝে-মধ্যে ধুলোর মেঘ বা বেখাপ্পা কিছু দেখতে পাওয়ার আশায় দূর দিগন্তে দৃষ্টি বোলাচ্ছে।

দুপুর গড়িয়ে গেল, পরোয়া নেই। একটানা চলছে ও। কনের পড়ে থাকা দেহ অন্তত কুড়ি মাইল পেছনে ফেলে এসেছে ততক্ষণে। ওর ধারণা এই মুহূর্তে ডানদিকের কোথাও দিয়ে ছুটছে অবশিষ্ট ছয় ফাসকেন।

ওদের সাথে দেখা করার আগে ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে যাবে সে। ধারণায় কাজ হবে না, চোখে দেখে নিয়ে তবে এগোতে হবে। ঘোড়ার শক্তি বাঁচাতে গতি কমিয়ে আনল ও। সরাসরি প্রান্তরের ওপর দিয়ে না চলে ট্রেইলের বিয়ারিঙ নিয়ে ঘুরপথে নিচু জায়গা দিয়ে এগোল।

অবশেষে বিকেলের দিকে পশ্চিমের একটা ব্লাফের আড়াল থেকে ধুলো আর ধোঁয়ার মিলিত কুয়াশা দেখতে পেল। ওটার দক্ষিণ পাশে পৌঁছার জন্য ঘোড়ার মুখ বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিল। ব্লাফে উঠে একটা মেসকিট ঝোপের আড়ালে ঘোড়া বেঁধে ক্রল করে এগোল রিমের দিকে। ওখানে পৌঁছে নিচের কোমানচি গ্রামের দিকে তাকাল।

ব্লিচ করা মোষের চামড়ার শ'খানেক টিপী আছে গ্রামে। প্রতি টিপীতে পাঁচজন থাকলে প্রায় পাঁচশো ইন্ডিয়ানের বাস ওখানে। তার মধ্যে যোদ্ধার সংখ্যা কম করেও একশো ধরে নিতে হবে।

ক্রল করেই ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ওয়েন। যা যা দেখার ভাল করে দেখে নিয়েছে। ঘোড়া নিয়ে ব্লাফ থেকে নেমে সাবধানে কিছুদূর এগোল ও, তারপর ওটার মুখ ডানে ঘুরিয়ে দিল। ছুটল যত জোরে সম্ভব। সন্ধ্যার আগেই ফাসকেনদের ট্রেইল খুঁজে পেতে হবে।

মনে মনে হাসল যুবক। কি ভাগ্য! যাদের ভয়ে ওর পালাবার কথা, তাদেরকেই কি না ধরার জন্য উল্টো ছুটছে ও! কারণ ভেতর থেকে আজ শুধু একটাই সুর বাজছে–সেলিয়াকে বাঁচাতেই হবে। সারাজীবনে এমন করে কোন মেয়ের কথা ভাবেনি ওয়েন। আজ মনে হচ্ছে সেলিয়া ছাড়া ওর কোন সম্বল নেই, ভবিষ্যৎ নেই। যা আছে, তা শুধুই নিঃস্ব ছন্নছাড়া অতীত।

এই-ই বাস্তব। মানুষের জীবনে অবধারিতভাবে এমন একটা সময় আসে যখন কাউকে সে একান্ত আপন করে পেতে চায়। ঘর বাঁধতে চায়। চায় পরিবার গড়তে। এভাবে একসময় মরে গিয়েও পরবর্তী বংশধরদের মাঝে বেঁচে থাকে সে অনন্তকাল। যেমনভাবে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা, ওয়েনের মাঝে ওর বাবা।

একটানা চলেছে যুবক। সজাগ দৃষ্টি অনবরত দিগন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘোড়ার তৈরি ধুলোর মেঘ খুঁজছে। দিন শেষ হয়ে আসছে। দু'দিন আগে লুকিয়ে থাকা পাহাড় পাশ কাটিয়ে এসেছে ও বেশ কিছুক্ষণ। এখন নিজের যাওয়া-আসার ট্রেইল ধরে আরও উত্তরে চলেছে, ফাসকেনরা ওদিকেই গেছে।

সূর্য ডুবে আকাশ কালচে পাথরের রঙ ধরেছে, আধ মাইলের বেশি দৃষ্টি চলে না। একটু পর তাও দেখা যাবে না। হতাশা ছেঁকে

ধরতে চাইছে।

একটা শুকনো খাত পার হলো ও, তখনই দূরে একটা ধুলোর মেঘ নজরে পড়ল। এগিয়ে আসছে এদিকে। একটু পরই দেখল ছয়টা ঘোড়া, রিজের ওপর উঠে এসেছে। উত্তেজিত রাইডারদের দেখা যাচ্ছে। উত্তরে গিয়ে ওয়েনের ফিরতি ট্র্যাক দেখে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসছে লোকগুলো।

আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। সন্দেহ হচ্ছে মাথামোটার দল ওকে না দেখেই চলে যায় কি না। ঝুঁকি থাকলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাইফেলে বুলেট ভরল ও। ছুটন্ত ফাসকেনদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় ওদের একজনকে হাত নাচিয়ে ওর দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখল। অনেকটা এগিয়ে এসেছে রাইডাররা। গুলি করল যুবক, নিস্তব্ধ প্রান্তর কেঁপে উঠল।

পর মুহূর্তে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে শুকনো খাতে নেমে পড়ল ও। ওদিক থেকে গুলির উত্তর আসতে শুরু করেছে। খাত ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁক ঘুরে বোল্ডারের আড়াল নিয়ে ওপরে উঠে এল সে। ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে দিল।

পেছন থেকে ফাসকেনদের উত্তেজিত কথা আর হাঁক-ডাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আর চিন্তা নেই, ওয়েনকে কোণঠাসা করতে পেরেছে, তাড়া করে ধরাই শুধু বাকি। এখন থেকে এই এক ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখবে ব্যাটাদের। অন্ধের মত ছুটতে থাকবে প্রতিশোধের নেশায় মত্ত হয়ে।

অন্ধকার হয়েছে অনেকক্ষণ। গতি কিছুটা কমিয়ে এগোচ্ছে ডেব্রাইট। মাঝে মাঝে কান পেতে পেছন থেকে তাড়া করে আসার শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। মাঝেমধ্যে ঝোপ-ঝাড় পিটিয়ে নিজের অবস্থান জানান দিচ্ছে, যাতে ওরা পথ হারিয়ে না ফেলে।

আজব এক খেলায় মেতেছে যুবক। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ফাসকেনদেরকে ছোটায় ব্যস্ত রাখতে হবে, যাতে তারা ওকে ধরে ফেলতে না পারে, আবার হারিয়েও না ফেলে। সারারাত এভাবেই পার করে দিতে হবে। অথচ একটানা ছোটালে ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়বে। ওদেরগুলো হলে ক্ষতি নেই, কারণ যতক্ষণ পরম শত্রুকে ধরার আশা থাকবে ততক্ষণই ছুটবে ওরা। তাতে যদি পশুগুলো দম ফুরিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভ্রূক্ষেপও করবে না। কিন্তু ওয়েনের ঘোড়ার সে দশা হলে চলবে না। সকাল হলে এটাকে কয়েকগুণ বেশি পরিশ্রম করাতে হবে। যতটা সম্ভব শক্তি বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা করতে হচ্ছে তাই। পশুটাকে খানিক বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেবার চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়ে এক মাইলের মত ছুটল ও। তারপর থেমে কান পাতল, পেছন থেকে ফাসকেনদের সাড়াশব্দ আসছে না। ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডলের পেটি কিছুটা ঢিলা করে দিল, যাতে পশুটা বিশ্রাম পায়। তবে স্যাডল নামাল না। কান খাড়া রেখে বসে বসে ভাবার চেষ্টা করল, এই অবস্থায় ফাসকেনরা কি করতে পারে।

ওরা বোকা নয়। যখন শত্রুকে হারিয়ে ফেলেছে বুঝবে তখন থেমে যাবে। ঘোড়াগুলোকে খানিক বিশ্রাম দেবে। তারপর অ্যামবুশে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও ছড়িয়ে পড়বে সবাই, একা একা এগোবে। ওদের এখন একটাই চিন্তা—শত্রুর ধ্বংসসাধন। তাতে যদি সবাইকে মরতে হয়, তাও সই।

ওরা আসবে নিশ্চিত হয়ে ঘোড়ার স্যাডলের পেটি ধরে সতর্ক অবস্থায় বসে আছে ওয়েন ডেব্রাইট। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এক সময় অস্বস্তি জাগল ওর, কিন্তু দূর করে দিল তা। কেউ এসে পড়লে ঘোড়াই সতর্ক করে দেবে।

হালকা কুয়াশায় ম্লান দেখাচ্ছে আকাশভরা তারার আলো। দূরের এক পাহাড় থেকে একপাল কয়োতির ঝগড়া-ঝাঁটির শোরগোল ভেসে এল। কাছাকাছি কোথাও থেকে একাকী একটা তার জবাবে ডেকে উঠল। ডানা ঝাপ্‌টে অচেনা এক রাতের শিকারি পাখি উড়ে গেল নিচু দিয়ে।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ঘোড়া, চট্ করে মাথা ঘোরাল। উত্তেজনায় দু'কান খাড়া হয়ে উঠেছে। একটানে স্যাডলের পেটি বেঁধে লাফিয়ে চড়ে বসল ও। ডানদিকে আবছামত একটা ছায়ামূর্তির নড়ানড়া দেখতে পাচ্ছে ওয়েন। বাঁদিকেও আরেকটা। সঙ্কেত দিতে দেরি করার জন্য ঘোড়াটার ওপর রাগ হলো ওর। ব্যাটা নিশ্চই অনেক আগে টের পেয়েও চুপ ছিল এতক্ষণ, খেপে গিয়ে ওটার দু'পাশে জোরে জোরে স্পার দাবাতে থাকল ও।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়া, ছুটল উল্কাগতিতে। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় উড়ে গিয়ে নেমে পড়ল একটা শুকনো নালার মধ্যে। ওটা পেরিয়ে ঝোপের আড়ালে আড়ালে ছুটল। পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনল ওয়েন। তুরূপ চালার মত উৎফুল্ল গলায় চেঁচিয়ে উঠল এক ফাসকেন, 'এড! এই যে, হারামজাদা এইদিকে!' একই সাথে ঘোড়ার দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ হচ্ছে।

মুহূর্তেই আবার ঘোড়া ঘুরিয়ে দিল ও, পিছিয়ে এসে নেমে পড়ল নালাটায়। গতি কমিয়ে ছুটল ওটার মধ্য দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'পাড়ে শব্দ শুনে নিজেকে ঘেরাওর মধ্যে আবিষ্কার করল।

চিৎকার করল এড, 'কোনদিকে গেছে?' সামনে ওপর থেকে জবাব এল, 'পেছনদিকে—দেখতে পাচ্ছি না এখন—পালাতে পারেনি ও, এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। থামো, চুপ করো সবাই! ওর ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করো।'

চট্ করে ঘোড়া থামিয়ে দিল ডেব্রাইট। বাঁ দিকে দশ-বারো

গজ দূর থেকে ফাসকেনদের কারও ঘোড়ার শ্বাস টানার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ আসছে। হাত পায়ে কাঁপুনি ধরতে চাইছে ওর। কি ভাবে ঘেরাও ভাঙবে সেই চিন্তায় অস্থির।

বাঁ দিকের লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার সামনে মনে হয় কাউকে দেখতে পাচ্ছি! তোমরা সবাই আওয়াজ দাও তো, যে যেখানে আছ!'

এড প্রথম আওয়াজ দিল। 'আমি আর বাবা এখানে!'

পেছন থেকে এল ডেভের গলা। 'আমি এখানে!'

ঘোড়ার মুখ বাঁয়ে ঘোরাল ডেব্রাইট। ওটার পিঠে বুক প্রায় ঠেকিয়ে দিয়ে জোরে স্পার দাবাল, একই সাথে দু'হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরে বাজখাঁই গলার আচমকা এক হাঁক মারল। বেদিশা হয়ে ছুটতে গিয়ে তিন লাফে সরাসরি বাঁদিকের ঘোড়ার ওপর এসে পড়ল ওটা। নিজের ঘোড়া সরানোর সুযোগ পেল না ডিক ফাসকেন, ওয়েনের ঘোড়ার ধাক্কায় স্যাডল থেকে উল্টে পড়ল সে। বাঁ পা আটকা পড়ল স্টিরাপে।

ওই অবস্থায়ই গুলি চালাল সে, কিন্তু ঘোড়া নড়তে থাকায় লক্ষ্য ঠিক রাখতে পারেনি। তাকে পেরিয়ে ছুটে চলে গেল ওয়েন ডেব্রাইট। অন্য ফাসকেনদের অস্ত্র গর্জে উঠল তখুনি।

মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডিক, 'গুলি থামাও! অ্যাই! গুলি বন্ধ করো সবাই! আমার গায়ে লেগে যাবে তো!'

'হারামীটা কোথায়?'

'ও তো ওইদিকে গেছে! যত্তোসব ইয়ের দল!'

এঁকেবেঁকে ছুটছে ডেব্রাইট। রিজের ওপাশ থেকে ফাসকেনদের উত্তেজিত চ্যাঁচামেচি কানে আসছে। পরস্পরকে দোষারোপ করতে করতে ছুটছে ওরা। তার মধ্যে এডের গর্জন শুনতে পেল ও। 'চুপ করো সবাই! কয়োতির পালের মত নিজেরা

কামড়াকামড়ি করতে থাকলে হারামীর বাচ্চাকে ধরবে কি করে?'

সবাই চুপ করে গেল ধমক খেয়ে। ডেব্রাইট শুধু নিজের ঘোড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে এখন। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে এ যাত্রা! নিজের চোখ-কান এখন থেকে আরও সজাগ রাখবে, আর কখনও ঘোড়ার ওপর ভরসা করবে না, ঠিক করল ও।

নির্দিষ্ট গতিতে চলছে যুবক, মনে মনে দূরত্ব আর সময়ের হিসেব রাখার চেষ্টা করছে। একটা জায়গা দেখে চিনতে পারল, সেলিয়াকে নিয়ে উত্তরে যাওয়ার সময় একবার থেমেছিল এখানে। দুশ্চিন্তা হচ্ছে এভাবে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আসল সময়ে হাত-পা ছেড়ে দেবে ঘোড়া। কিন্তু গতি কমানোরও উপায় নেই, ফাসকেনরা ধরে ফেলবে ভয় আছে। নিজে ছুটে ওদেরকেও ছোটায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি যাওয়া চলবে না, মাথা গরমের দল কোন কারণে গুলি চালিয়ে বসলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আবার এক জায়গায় ঘুরঘুর করলে ফাসকেনরা সন্দেহ করে বসতে পারে বেশি দূরে থাকলে সময়মত পৌঁছতে না পারার ঝুঁকি আছে। এত সব মাথায় রেখে হিসেব করে চলতে হচ্ছে ওকে।

যেন অসতর্ক হয়ে ধরা পড়েই যাচ্ছিল, এমন ভান করে দু'বার ওদের খুব কাছে চলে গিয়েছিল ওয়েন। ওদের উৎসাহ চাগিয়ে দিয়ে কয়েক মাইলের মধ্যে মোটামুটি একই বৃত্তে চক্কর দিয়ে বেড়াল। দিনের বেলায় দেখে রাখা চিহ্নগুলো অন্ধকারে চেনা দুরূহ হলেও তেমন অসুবিধে হলো না শেষ পর্যন্ত।

দুঃসময়ের রাতও ফুরাতে চায় না বুঝি। একেক সময় সন্দেহ জাগছে ওর, পারবে তো শেষ পর্যন্ত কাজটা করতে? নাকি সেলিয়ার দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলাই সার হবে? দরকারের সময় ভাগ্যের উদার সাহায্য পাওয়া যাবে তো? মাঝে মাঝে উৎসুক

চোখে পুবের আকাশ দেখছে যুবক, সময় কি হয়েছে?

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। পুবের আকাশের রঙ পরিবর্তন হচ্ছে দেখল ওয়েন। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে যেতে শুরু করল। গতকাল দেখে রাখা একটা ব্লাফ নজরে পড়ল ওর, ওটা ছাড়িয়ে সামনে কিছুদূর গিয়ে ডানে এগোলে কোমানচি ক্যাম্প।

এখনকার কাজ খুব কঠিন হবে জানে ডেব্রাইট। এমন সব নিচু জায়গা দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওকে এগোতে হবে, যাতে তাড়া করে আসা ফাসকেনদের কারও নজরে না পড়ে যায় কোমানচি ক্যাম্প। আবার সব সময় ওদের দৃষ্টির মধ্যে থাকতে হবে ওকে, নইলে ট্রেইল দেখার জন্য নিচে তাকাবে ওরা। কোমানচিদের সারাক্ষণ চলাচলের অজস্র ছাপ দেখে ফেলবে—সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে।

ছুটছে ওয়েন ডেব্রাইট। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে। দূরে হলেও ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফাসকেনরা। দিনের আলোতে শত্রু নিধনের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে লোকগুলোর উৎসাহ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। এখন আর ফাঁকি দিতে পারবে না হারামজাদা ওয়েন ডেব্রাইট। পাগলের মত ঘোড়ার দু'পাশে স্পার দাবাচ্ছে ওরা। উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, কোনদিকে নজর নেই। সব নজর এক লক্ষ্যে স্থির। ক্যাম্পের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্রীকের উৎসে পৌঁছে গেল ও। ক্যাম্পের দূরত্ব এখান থেকে পোয়া মাইলেরও কম। ঢেউয়ের পিঠের মত কিছুটা উঁচু একটা জায়গায় উঠেই আচমকা ঘোড়া থামিয়ে দিল। পেছন ফিরে ফাসকেনদের উদ্দেশে একনাগাড়ে গুলি ছুঁড়ে রিভলভার খালি করে ফেলল।

শত্রুর হঠাৎ এমন আচরণ দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ল ফাসকেনরা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। ওয়েন যা আশা

করেছিল, তারপর তাই করে বসল। পরিণাম চিন্তা না করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল ওকে লক্ষ্য করে। দূর থেকে মনে হবে যেন যুদ্ধ চলছে।

এইবার শুরু হবে খেল্! হাসি চেপে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিচে নেমে এল যুবক, জায়গাটা ছাড়িয়ে ছুটল উত্তরদিকে।

—

নাকে মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা খেয়ে জ্ঞান ফিরে পেল সেলিয়া। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক স্কুঅ ওকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে ঢোকাল এক টিপীর মধ্যে। স্কুঅটা ওর থেকে অন্তত দশ বছরের বড় হবে। রহাইড দিয়ে ওকে পিছমোড়া করে কষে বাঁধল সে। কোমানচি ভাষায় খানিক দুর্বোধ্য গালিগালাজ করল, তারপর ওর গায়ে থুতু ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল।

কনের মত ওকেও খুন না করার কারণটা এবার বুঝল সেলিয়া, নিশ্চই যোদ্ধাদের কেউ ওকে তার স্কুঅ বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আর এটি তারই বর্তমান স্কুঅ, তাই ভাবী সতীন হিসেবে ওর সাথে দুর্ব্যবহারের খানিকটা নমুনা দেখিয়ে গেল। এখানে পৌছার আগে পর্যন্ত যে ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়নি, তার কারণও বুঝতে পারল। প্রথমে যোদ্ধারা কনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারপর যখন ওর পালা এল, ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে সেলিয়া।

বাঘের হাত থেকে বেঁচে ও যে কুমীরের হাতে পড়েছে, তা বুঝতে বাকি রইল না। লী ফাসকেনের বদলে কোন এক কোমানচি যোদ্ধা ওর বর হয়ে বসবে। ছেলেপুলে হবে আধা-ইন্ডিয়ান। সময়ের সাথে এক দিন ও নিজেও ইন্ডিয়ান হয়ে যাবে হয়তো। বাতিল স্কুঅটা অবস্থান হারানোর জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে কিছুদিন ওর সাথে দুর্ব্যবহার করবে, পেটাবে, সমস্ত কাজ ওকে দিয়ে

করাবে। খেতে-পরতে ঠিকমত দেবে না।

এ সব পরীক্ষায় যদি ঠিক ঠিক উত্তরে যেতে পারে, তাহলে হয়তো ওকে খুন করা হবে না। সম্ভবত অত্যাচারও করা হবে না। ঘটনাচক্রে হয়তো কোনদিন উদ্ধার পেয়ে যাবে। ইন্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে এভাবে মুক্ত হওয়া অনেক মেয়ের কথা শুনেছে ও।

নানান ভাবনায় দিন পেরিয়ে গেল ওর, কেউ এসে বাঁধন খুলল না বা খেতেও দিল না। অবশেষে সেই স্কুঅ এসে ঢুকল টিপীতে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে লম্বা রহাইড ফালির এক মাথা ওর গলায় বাঁধল। অন্যমাথা হাতে ধরে কুকুরের মত টেনে নিয়ে চলল পানির কাছে। সেখানে হাঁটু মুড়ে বসে হাত দিয়ে তুলে পানি খেতে বাধ্য করল।

টিপীতে ফিরিয়ে এনে একটা রহাইডের প্লেটে সামান্য মাংস খেতে দেয়া হলো। খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র আবার বাঁধা হলো ওকে আগের মত।

সেলিয়াকে যে ধরেছে, সেই ইন্ডিয়ানটাকে সারাদিন দেখেনি ও। রাতে আসবে ভেবে ভয়ে ভয়ে থাকল, কিন্তু অনেক রাত পর্যন্ত এল না সে। বোধহয় শিকার অথবা স্কাউটিং পার্টির সাথে বাইরে গেছে।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ার। ঘুম ভাঙল গোলাগুলির বিকট শব্দে। তখন ভোর হয়ে গেছে।

পনেরো

ওয়েনের ধারণামত ইন্ডিয়ানদের বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগল। ক্যাম্পে কি হুলস্থুল কাণ্ড চলছে আন্দাজ করতে পারছে ও। কিন্তু উল্টোপাল্টা ছোটা ছাড়া ওর এখন কিছু করার নেই। ফাসকেনরা পেছনে ছুটে আসছে। কোনদিকে নজর দেবার অবকাশ নেই, একতরফা গুলি ছুঁড়ছে বিকৃত আনন্দে।

একটা ছোট খাদ পেরিয়ে যাবার সময় এড ফাসকেনের উত্তেজিত গলা কানে এল ওর। 'গুলি থামাও সবাই! ট্র্যাকগুলো দ্যাখো! কুত্তার বাচ্চা আমাদেরকে...' থেমে গেল সে।

খাদের ওপর উঠে এল ডেব্রাইট, পেছনে তাকাল। ক্যাম্পের একপাশে খোলা জায়গায় রাখা কোমানচিদের ঘোড়ার পাল চোখে পড়ল। ওখান থেকে ঘোড়া নিয়ে চাক ভাঙা ভিমরুলের মত দলে দলে ছুটে আসছে যোদ্ধারা।

আবার চেঁচিয়ে উঠল এড, 'বেজন্মাটা আমাদেরকে ইনযুনদের মধ্যে নিয়ে এসেছে! জলদি গুলি ভরে তৈরি হও সবাই! ভাগতে হবে এখান থেকে!'

এখন আর ছোটার দরকার নেই, উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে ডেব্রাইটের। ফাসকেনরাও শিকারের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে পালাবার পথ খোঁজায় ব্যস্ত এখন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ না বাঁধা

পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হবে। ঘটনাচক্রে ও নিজেও কোমানচিদের ঘেরাওর মধ্যে পড়ে গেছে।

খাদের তলায় দেখল ও লুকানোর উপযুক্ত জায়গার খোঁজে। পশ্চিম দেয়ালে একটা সংকীর্ণ ফাটল দেখা যাচ্ছে, পানি নামার পথ ওটা। মেসকিটে ছাওয়া ফাটলটা লুকিয়ে থাকার ভাল জায়গা হতে পারে।

ঘোড়া নিয়ে নিচে নেমে এল ও, ফাটলটা পরীক্ষা করে দেখল। এঁকে বেঁকে নিচের দিকে গেছে। তবে সন্দেহ জাগল ওর মধ্যে দিয়ে পশুটা চলতে পারবে কি না। ওটার হেডস্টল ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল যুবক। অনায়াসে ঢুকে গেল ঘোড়া। হাঁপ ছেড়ে সাবধানে এগোতে থাকল সে।

এতকিছুর পর শেষরক্ষা হবে তো! সন্দেহে দুলে উঠল ওর মন। শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে পুরুষরা ক্যাম্প ছেড়ে এলেও বুড়ো, বাচ্চা আর স্কুঅরা থেকে যাবে। স্কুঅদের অনেকেই প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, যুদ্ধ করে। এতসব বাধা পার হয়ে সেলিয়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে কি?

অতীতে অনেক অজানা বিপদ মোকাবিলা করে সফল হয়েছে ড্রেব্রাইট। এ যাত্রায়ও অন্তত আধ ডজনবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত এড়াতে পেরেছে। যেখানেই কঠিন সমস্যায় পড়েছে, সেখানেই ভাগ্য উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল ও।

কোমানচিদের ছোটাছুটির শব্দ দূরে সরে গেছে। রিমের নিচে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওয়েন। জায়গাটা অপ্রশস্ত এক ব্যালকনির মত। দু'ধারে ঘন ঝোপ-ঝাড়। সামনে দু'শো গজের মত খোলা জমির পর অগভীর, অপ্রশস্ত ক্রীকের পাড় ঘেঁষে এক সারিতে টিপীগুলো দাঁড়ানো। ক্রীক ডানদিকে বাঁক নেয়ার কারণে

মাঝামাঝি জায়গা থেকে টিপীর সারিও বেঁকে গেছে। দেখলে বোঝা যায় এটা ক্যাম্পের পেছনদিক। মাঝের সমতল জায়গাটার কোথাও কোথাও প্রায় মানুষ সমান ছন জাতীয় ঘন ঘাসে ছেয়ে আছে। উর্বর মাটি। কিন্তু এসব কাজে লাগানোর চিন্তা ইন্ডিয়ানদের মাথায় খেলে না।

গুলির শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে ডানদিকে কোথাও লড়াই চলছে। টিপীর আড়ালে বলে দেখতে পাচ্ছে না ও, তবে খুব যে বেশি দূরে নয় তা আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়। দু'পক্ষের গুলি আর ইন্ডিয়ানদের চড়া পর্দার রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

ক্যাম্পের দিকে তাকাল ডেব্রাইট। কোথাও কোন মানুষের উপস্থিতি নজরে পড়ল না, এমনকি একটা কুকুরও নেই। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আবার ফাটলের মধ্যে চলে এল ও। একটা ঝোপের সাথে ওটাকে ভাল করে বেঁধে রেখে বেরিয়ে এল। ঘাসের মধ্যে দিয়ে নিচু হয়ে টিপীর দিকে এগোল। কোনটায় সেলিয়া আছে জানা নেই, আন্দাজেই শুরু করতে হবে। তার আগে চারদিকটা দেখে নেয়া দরকার। সবার অবস্থান জানা থাকা ভাল। কোমানচিরা যুদ্ধে গেছে ঠিকই, তারপরও পাহারায় লোক থাকার কথা।

বিনা বাধায় অর্ধেকের বেশি পথ পেরিয়ে এসে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সামনে দেখার চেষ্টা করল ও। সাথে সাথে কলজে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো। একেবারে সামনের ফাঁকা জায়গায় ওর নড়াচড়া দেখছে এক কোমানচি। বয়সে তরুণ, তাই যুদ্ধে যাওয়ার বদলে ক্যাম্প পাহারার কাজে রয়েছে।

চোখের সামনে শত্রু দেখে বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে উঠল ছেলেটার। পর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কাউকে ডাকার

দরকারবোধ করল্ না, কোমরে গোঁজা তীক্ষ্ণধার ছোরাটা ডান হাতে তুলে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপর।

সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ডেব্রাইট, কিন্তু পুরোপুরি পারল না। তার আগেই উড়ে এসে মাথা দিয়ে ওর পেটের ওপর আছড়ে পড়ল ছেলেটা। একই সাথে ছোরাও চালাল। বাঁধা দিতে গিয়ে বাঁ হাতে পোচ লেগে গেল ওর, মাথা বাঁকানো ছোরা বলে ক্ষতটা বেশ গভীর হয়ে গেল। ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিল ও। তাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ল ছেলেটা।

রক্তের ধারা নামছে ডেব্রাইটের ক্ষত থেকে। এমনিতেই হাতটা পুরোপুরি সারেনি, তারওপর নতুন আঘাতে প্রায় অকেজো হওয়ার জোগাড়। ভীষণ জ্বলছে জায়গাটা। গুলি করার কথা ভাবতে পারছে না ও শব্দ হওয়ার ভয়ে, যা করার খালি হাতেই করতে হবে। মার দিয়ে ছেড়ে দিলে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে ছাড়বে ছোকরা, আবার অজ্ঞান করে রেখে দিলে কাজ শেষ হওয়ার আগেই যদি জ্ঞান ফিরে পায় তাহলেও সব ভেস্তে যাবে। নিজকে তৈরি করে নিল ওয়েন।

ওদিকে প্রথম রাউন্ডে বিজয়ী হয়ে উৎসাহ বেড়ে গেছে ছেলেটার। তাড়াতাড়ি জয়ের আশায় সতর্ক হওয়ার কথা ভুলে গেল, শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে একলাফে উঠে দাঁড়াল সে। ছোরা মাথার ওপর তুলে ছুটে এল।

দু'পা এগোতে দিল তাকে ডেব্রাইট, তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে। ছেলেটা কোপ মারতে যাবে, তার আগ মুহূর্তে ছোরাসুদ্ধ ওর হাতের কব্জি ধরে ফেলল শক্ত করে। হাতে আচমকা টান পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রচণ্ড জোরে হাত মুচড়ে ধরল ওয়েন। ব্যথা পেয়ে সামনে ঝুঁকে এল ছেলেটার মাথা, পরক্ষণে ঠকাশ্ করে থুতনিতে ওর হাঁটুর শক্ত এক বাড়ি খেল।

রক্তে ভেসে গেল মুখ। দাঁত ভেঙে গেছে গোটা দুই। সহ্য করতে না পেরে ছোরা ছেড়ে দিল তরুণ।

মাথা সোজা হয়ে গেল তার। চোখে আতঙ্ক। হাত ছাড়ানোর জন্য জোর খাটাচ্ছে, টানছে, বাঁ হাত চালাচ্ছে সমানে। চট্ করে বাঁ হাতে মাটি থেকে ছোরাটা তুলে নিল ওয়েন। ছেলেটা হাঁ করেছে চিৎকার দেবে বলে, কিন্তু পারল না। ঘ্যাঁচ করে ওর বুকে ছোরাটা গেঁথে দিল সে, বুক চেপে ধরে বসে পড়ল ও তীব্র ব্যথায়। তার হাত ছেড়ে দিল ডেব্রাইট, নেতিয়ে পড়ল সেটা ধপ্ করে। ছেলেটার উদোম পেট, পরনের ব্রিচক্লাউট রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। তীব্র ঘৃণা নিয়ে শত্রুকে দেখল ছেলেটা একবার। বুকে গাঁথা ছোরার বাঁট দু'হাতে ধরে বের করার জন্য টানল বার দুই, পরমুহূর্তে কাত হয়ে ঢলে পড়ল।

দ্রুত এদিক-ওদিক দেখে নিল ওয়েন ডেব্রাইট। ধারে কাছে আর কেউ থাকলে নিশ্চই ছুটে আসবে। কিন্তু এল না। দূরে যুদ্ধের তুমুল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কেবল। কতক্ষণ টিকতে পারবে ফাসকেনরা কে জানে। এদিকে মূল্যবান সময়ের কিছুটা এর মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে।

কাজেই আর দেরি না করে এগোল ডেব্রাইট। প্রথম টিপীর পাশে বসে চামড়ার দেয়ালে কান পাতল। কোন সাড়াশব্দ নেই ভেতরে। বেল্টের খাপ থেকে ছুরি বের করে প্রায় নিঃশব্দে ছোট একটা ফুটো করল দেয়ালে। ভেতরে তাকাল। নাহ্, আসলেই কেউ নেই। এবার টিপী ঘুরে সামনে এসে উঁকি দিল, ডানদিকের মোড় পর্যন্ত কোন মানুষের চিহ্ন নেই। পানির ধারেও কেউ নেই।

রাস্তার দিকে এগোল, তবু কাউকে দেখা গেল না। রাস্তা পার হয়ে ক্রীকের পাড়ে চলে এল, একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল। এবার দেখা যাচ্ছে। ছেলে, বুড়ো, স্কুঅ, এমনকি তাদের পেছন

পেছন কুকুরগুলো পর্যন্ত এক ব্লাফে চড়ে পশ্চিমে তাকিয়ে যুদ্ধ দেখছে।

টিপীর সারির দিকে তাকাল সে আবার। যেখানে ক্রীক ডানে বাঁক নিয়েছে, তার সোজাসুজি একটা টিপীর সামনে এক স্কুআ বসে আছে, গলা বাড়িয়ে পশ্চিমদিকে দেখছে। সন্দেহ হলো যুবকের। সবাই গেল, ও কেন গেল না?

সারির পেছনে চলে এল ডেব্রাইট। মনে মনে টিপীটার অবস্থান আন্দাজ করে এগোল পা টিপে। সেখানে পৌঁছে ছুরি দিয়ে লম্বা করে ফেড়ে ফেলল পেছনের চামড়ার দেয়াল। ভেতরে উঁকি দিয়ে থমকে গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এদিকে পিঠ দিয়ে মাটিতে পড়ে আছে সেলিয়া ওয়েস্টমেয়ার।

সতর্ক পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল যুবক। পেছন থেকে আলো পড়তে দেখে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে গেল মেয়েটি। প্রায় ডাইভ দিয়ে তার ওপর পড়ল ও। সেলিয়ার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। বাঁ হাতের তর্জনী ঠোঁটের ওপর খাড়া করে রেখে ডান হাতে তার মুখ শক্ত করে চেপে ধরল ও। ধীরে ধীরে চাউনি স্বাভাবিক হয়ে এল মেয়েটির। এবার দ্রুত ওর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল ওয়েন। রক্ত জমে যাওয়া পা স্বাভাবিক করার জন্য ডলতে শুরু করল মেয়েটি। মুখ তুলে ওকে দেখছে। হঠাৎ যুবকের পেছনে সরে গেল নজর। আতঙ্ক দেখা দিল চোখে, মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে।

ঝট্ করে ঘুরল ওয়েন। বাইরের সেই স্কুআ নিঃশব্দে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'হাতে মাথার ওপর বড়সড় একখণ্ড পাথর ধরে আছে। নড়ে উঠল যুবক, বিদ্যুৎগতিতে ডান হাত চালাল, ছুরিটা আমূল গেঁথে দিল তার বুকে। ফলাফল দেখার জন্য দাঁড়াল না, সেলিয়ার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল পেছন দিয়ে।

কয়েক পা গিয়ে ওর মনে হলো মেয়েটি টলছে। ঘুরে

তাকাল। 'হাঁটতে পারবে?'

''পারব বোধহয়।'

'তাহলে আমার পেছন পেছন এসো। আমি যা করি, তুমিও তাই করবে।'

উজ্জ্বল আলোয় চোখ সয়ে আসতে এদিক-ওদিক তাকাল সেলিয়া। দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ে উঠছে। 'আর সবাই কোথায়?'

তাকাল যুবক। 'কিসের আর সবাই?'

'তোমার সঙ্গীরা? গুলির শব্দ শুনছি যে!'

ম্লান হাসল ওয়েন। 'আমার কোন সঙ্গী নেই। ফাসকেনদের গুলির আওয়াজ শুনছ তুমি। তোমার বিনিময়ে কোমানচিদের হাতে তুলে দেব বলে ওদের এখানে নিয়ে এসেছি আমি। সে যাক্, ছোট এখন।'

বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওয়েনের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করল সেলিয়া। গোলাগুলির আওয়াজ কমে এসেছে, থেমে থেমে হচ্ছে এখন। ফাসকেনদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই অবস্থা, ধারণা করল যুবক। সময় বেশি নেই হাতে। এখনই শেষ হয়ে যাবে লড়াই। দর্শকরাও ফিরে আসতে শুরু করবে, তারপর কি ঘটবে জানা কথা। দু'দুটো মৃতদেহ আর সেলিয়ার অনুপস্থিতি ওদের বুঝিয়ে দেবে কি ঘটে গেছে এখানে। মুহূর্তের মধ্যে যোদ্ধারা ছুটবে ওদের খোঁজে। পুরো একদিন একরাত ছুটে ডেব্রাইটের ঘোড়া যথেষ্ট ক্লান্ত। তার ওপর দু'জনকে নিয়ে কতক্ষণ ছুটতে পারবে কে জানে! কোমানচিদের আস্তাবল থেকে মেয়েটির জন্য যে একটা ঘোড়া নেবে তারও উপায় নেই। পল্লীর লোকজন ওদিকেই সব ভিড় করে আছে।

চিন্তিত মনে ফাটলের মুখে পৌঁছে গেল ডেব্রাইট। সেলিয়াকে ইশারায় ভেতরে ঢুকতে বলে এক নজর দেখে নিল পেছনে। নাহ্,

কেউ টের পেয়েছে বলে মনে হয় না। ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

একটুপর জোরপায়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে এল। খাদের বাইরে এসে সেলিয়াকে পেছনে তুলে নিল, তারপর জায়গাটা থেকে সরে এল কিছুদূর। যখন মনে হলো খুরের শব্দ এখন আর কানে পৌঁছবে না কোমানচিদের, তখন দু'পায়ে স্পার দাবাল শক্ত করে। নির্দেশ পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দক্ষিণে ছুটল ঘোড়া।

খুব বেশি হলে আধঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে, ভাবল ওয়েন, এর মধ্যেই তাড়া করবে যোদ্ধারা। বড়জোর পনেরো কুড়ি মাইলের মধ্যে ধরে ফেলবে। কিছু করার নেই। শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরে ওর পিঠের সাথে মিশে আছে সেলিয়া। নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে যেন ওখানে।

মাঝে মাঝে পেছনে দেখছে ডেব্রাইট, ধুলোর মেঘ খুঁজছে। একবার মনে হলো বাঁদিকে, অনেকটা দূরে ধুলো উড়তে দেখেছে ও। কয়েক মিনিট তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকেও যখন ওটাকে আর দেখল না, বুঝল মনের ভুল অথবা বাতাসের ছোট্ট ঘূর্ণি দেখেছে হয়তো।

দশ মাইলের মত যাবার পর পেছনে ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল ওয়েনের। পঁচিশ-ত্রিশ ফুট ওপরে উঠে দ্রুত এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল ও, যেন চেহারা দেখে সেলিয়া বিপদ আসছে বুঝতে না পারে। তাহলে মুক্তির আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে তার। যে ভাবে নিশ্চিন্তে বসে আছে, সে ভাবেই থাক ও যতক্ষণ সময় পাওয়া যায়।

মাইল খানেক দূরে কিছুটা ডানে সরে একটা ব্লাফ দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দিল ওয়েন। রোদের তাপে মগজ গলে যাবার জোগাড়। সেদিকে নজর নেই, ভাবছে যদি আরও দশ-বারো মাইল এগিয়ে থাকা যেত, তাহলে নিশ্চিতভাবে

বেঁচে যাওয়া সম্ভব হত। ঘোড়াটার যা অবস্থা, তাতে আর বেশিদূর একটানা যাওয়া যাবে বলে ভরসা হয় না। আশ্রয় দরকার।

ব্লাফের পাশ দিয়ে চলছে ঘোড়া। পেছনের মেঘও একইভাবে এগিয়ে আসছে। একবার মনে হলো মেঘটা ওদের দিকে আসছে না, একটু যেন বাঁয়ে সরে গেছে ওটা। ব্লাফের শেষ মাথায় পৌঁছে ঘোড়ার মুখ দক্ষিণ-পুবে করে দিল ডেব্রাইট। এর ফলে কিছুক্ষণ অন্তত ব্লাফের আড়ালে চলা যাবে।

মাইল খানেক পর একটা ঢালু জায়গা দেখে ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল সে। সেলিয়াও নামল। ঘোড়াটাকে আরও নিচুতে বেঁধে ঢালের মাথায় শুয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ধুলোর মেঘের গতিপথ লক্ষ করতে থাকল।

একই গতিতে এগোচ্ছে মেঘ। তবে ও নিশ্চিত, ওটা আগের থেকেও অনেক বাঁয়ে সরে গেছে। ব্লাফের আড়ালের জন্য যদিও দেখা যাচ্ছে না ওদের, তবে ওয়েনের ধারণা কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাটজন আছে দলে। একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মনে, তবে কি···? আরও কিছুক্ষণ মেঘটা লক্ষ করল ও। তারপর নিশ্চিত হলো, ওর ধারণাই ঠিক। সেলিয়া পালিয়েছে জানলে অন্যদিকে যেত না ব্যাটারা, ওদের পেছনেই আসত।

আরও বেশ কিছু পর দলটাকে দেখতে পেল ওরা, ব্লাফের অনেক পশ্চিমে সরে দক্ষিণে যাচ্ছে। উত্তেজনায় টগবগ করছে সবাই। দৃষ্টি সামনে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে রিজের আড়ালে চলে যাবে দলটা।

হাঁপ ছাড়ল ওয়েন ডেব্রাইট। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হলো ওর। পাশে শোয়া সেলিয়ার দিকে তাকাল হাসিমুখে। 'আমরা নই, অন্য কাউকে খুঁজছে ওরা। ফাসকেনদের কেউ পালিয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, এরা যাচ্ছে তাকে ধরতে।'

স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে খানিক ডলাই মলাই করে দিল ঘোড়ার শরীর। অনেক খেটেছে বেচারী। এখনই রওনা হওয়ার তাড়া নেই, তাই ওটাকে চরে বেড়ানোর সুযোগ দিল ও। সেলিয়া আগাগোড়া চুপচাপ, কিন্তু ওর চোখ যে ঘুরে ফিরে তাকেই দেখছে, সে কথা বেশ বুঝতে পারছে ডেব্রাইট। ভবিষ্যতের কথা ভাবছে মেয়েটি

অত দূরের নয়, ওয়েন ভাবছে অন্যকথা, এখনকার কথা। কয়েকদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা র‍্যাঞ্চহাউসটা হয়তো সেলিয়া গিয়ে আর দেখবে না। যদি এখনও খাড়া থেকে থাকে, আর বেশিক্ষণ থাকবে না। পলায়নপর ফাসকেনকে তাড়া করে গিয়ে ঠিকই ধ্বংস করে দেবে কোমানচিরা।

দু'ঘণ্টা বিশ্রাম দিয়ে আবার ঘোড়া ছোটাল যুবক। আগের মতই পেছনে বসিয়ে নিয়েছে সেলিয়াকে। অনেক মন্থর গতিতে চলছে এখন তবু ওকে শক্ত করে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে মেয়েটি, যেন হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে ওর মন গলাতে চাইছে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে সেলিয়া। একটা-দুটো কথাও বলছে এখন। বাবা, ভাই এলভিস, এমনকি অনেক আগে মারা যাওয়া মায়ের কথা, নিজের ছোটবেলার নানান স্মৃতির কথাও বলল ওয়েনকে। আকাশের রঙ বদলের সাথে সাথে দু'জনের মনের রঙও বদল হতে থাকল।

দিনের আলো শেষ হয়ে এসেছে। দু'জনের প্রতি দু'জনের আকর্ষণ বেড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। র‍্যাঞ্চহাউসের অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা। আর বড়জোর ছয়-সাত মাইল যেতে হবে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ শুনল ডেব্রাইট, একসঙ্গে কুড়ি পঁচিশটা রাইফেলের গর্জন। তারপর আবার বিচ্ছিন্ন গুলির শব্দ। থেমে থেমে। মনে হলো ওগুলো এদিকেই আসছে। বিষণ্ন হয়ে উঠল ওয়েনের চেহারা। ওর ধারণা পলাতক ফাসকেনকে ইন্ডিয়ানরা

ধরে ফেলেছে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে। আসলে ওখান থেকেই আসছে গুলির শব্দ, বাতাসের জন্য মনে হচ্ছে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে।

আরও মাইলখানেক এগোনোর পর নিশ্চিত হলো, না, র‍্যাঞ্চহাউস নয়। শব্দ এখন অনেক কাছের কোথাও থেকে আসছে। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। বিভ্রান্ত। কোমানচি ওয়েলস থেকে পাসি এল নাকি?

ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল ও। বাঁদিকে নজর গেল, দেখতে পেল রিজ পেরিয়ে উত্তরে ছুটে পালাচ্ছে কোমানচি দলটা। সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশের জমিনে ছুটন্ত পুতুলের মত দেখাচ্ছে ওদের। ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দিল ও, কি ঘটেছে জানা দরকার। পঞ্চাশজন ইন্ডিয়ানকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অল্প-স্বল্প লোকের কাজ নয়, উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অন্তত বিশ-পঁচিশজনের দল হতেই হবে। কারা হতে পারে ওরা?

গুলি থেমে গেছে। ইন্ডিয়ানদেরও আর দেখা যাচ্ছে না। চিন্তিত মনে রিজের ওপর উঠে এল ওয়েন। সামনে তাকিয়ে যা দেখল, তা এখানে, এ মুহূর্তে দেখার কথা কল্পনাতেও ছিল না ওর। গোটা একটা রেঞ্জার ক্যাম্প! কোমানচিদের ধাওয়ার কাজ রাতের মত তুলে রেখে তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত। কয়েক জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়েছে।

ঘাবড়ে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল সেলিয়া। ওর পিঠে মুখ গুঁজে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে। অভয় দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল ডেব্রাইট, 'ভয়ের কিছু নেই। ওটা রেঞ্জার ক্যাম্প। মনে হচ্ছে এ যাত্রা বেঁচে গেছি আমরা।'

একটু পর ক্যাম্পের দিকে চলল ওরা।

ষোলো

আধঘণ্টা পর ক্যাম্প কমান্ডারের তাঁবুতে খেতে বসেছে ওয়েন ডেব্রাইট ও সেলিয়া। খাবার ফাঁকে সমস্ত ঘটনা তাকে জানাল দু'জনে। বাধা না দিয়ে মন দিয়ে শুনল লোকটা। শেষে প্রশ্ন করল, 'তাহলে তুমি বলছ, ইন্ডিয়ানরা এক ফাসকেনকে তাড়া করে দক্ষিণে যাচ্ছিল। একি সেই লোক, যে কোমানচি ওয়েল্‌সের শেরিফকে খুন করেছে?'

মাথা নাড়ল ওয়েন। 'ঠিক বলতে পারব না। গুলিটা কে করেছিল দেখিনি আমি।'

'ঠিক আছে, সেটা পরে দেখব আমরা। হারামজাদা ইন্ডিয়ানগুলোর বড় বাড় বেড়েছে। অনেকদিন ধরে ভীষণ উৎপাত করছে। বাধা না পেয়ে পেয়ে সাহস বেড়ে গেছে। তাই ওদের শায়েস্তা করতে এসেছি আমরা। পালিয়ে গেলেও ওদের দু'চারটা এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকতে পারে, বলা যায় না। তোমাদের একা যাওয়া ঠিক হবে না, সাথে দু'জন এসকর্ট নিয়ে যাও। আপাতত এর বেশি কিছু করতে পারছি না বলে দুঃখিত।'

আপত্তি করল যুবক। 'তার দরকার নেই। ক্যাম্পের যোদ্ধাদের অর্ধেককে দেখেছ তুমি। তোমার যত লোক আছে সবাইকে দরকার হবে ওদের ঠেকাতে। আমরা নিজেরাই ম্যানেজ করে

নিতে পারব কোনরকমে, অসুবিধে হবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

রেঞ্জাররা ন্যান্সির র‍্যাঞ্চহাউস অক্ষত দেখে এসেছে শুনে ক্যাম্পে রাত কাটিয়ে যাওয়ার অনুরোধও ভদ্রভাবে ফিরিয়ে দিল ওয়েন। সারারাত হাতে পেলে বেঁচে থাকা ফাসকেন অনেক কিছুই করে বসতে পারে। ক্ষ্যাপা কুত্তার অবস্থা তার। ওয়েন চাইছে র‍্যাঞ্চহাউসের কোন ক্ষতি করার আগেই ওটাকে ধরতে।

রেঞ্জার কমান্ডারের দেয়া দুটো নতুন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো ওরা। সামান্য পথ পেরিয়ে যেতে একঘণ্টাও লাগবে না। তবু নিশ্চিন্ত মনে চলতে পারছে না দু'জনে, কেমন এক আশঙ্কায় ভুগছে। সেলিয়াকে বলেনি ওয়েন, কিন্তু জানে বিপদ শেষ হয়ে যায়নি এখনও। এক ফাসকেন বেঁচে আছে, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পরিবারের সবাই শেষ হয়ে গেছে, সে জন্য একজনকেই দায়ী করবে সে—ওয়েনকে। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে এখন একটাই বাসনা থাকার কথা—প্রতিশোধ! পুরো ফাসকেন পরিবার যার জন্য ধ্বংস হলো—সেই ব্যক্তির ধ্বংস।

ওদের কে বেঁচে আছে ওয়েন জানে না, কিন্তু ওর মন বলছে সে আর কেউ নয়, এড।

বাড়িটা অন্ধকার। পাহাড়ের সাথে একাকার হয়ে মিশে আছে। তিনশো গজ দূরে থাকতে ঘোড়া থামিয়ে দিল ওয়েন ডেব্রাইট। দেখাদেখি সেলিয়াও। ফিসফিস করে ওকে বলল সে, 'এখানেই থাকো তুমি।'

প্রশ্ন করল না মেয়েটি। মনে হলো বুঝতে পেরেছে ওয়েন কি ভাবছে। শুধু মিনতির সুরে ওর হাত ধরে বলল, 'সাবধানে থেকো, ওয়েন। সাবধানে!'

বুট থেকে রাইফেল বের করে নামল ও। বাড়ির দিকে

সরাসরি না গিয়ে দূর দিয়ে ঘুরে এগোল, সেলিয়ার অবস্থান ফাসকেনকে জানতে দিতে চায় না।

পশ্চিমদিক থেকে সতর্ক পায়ে বাড়ির দিকে এগোল ও। কোথাও কোন শব্দ, নড়াচড়া নেই, কোরালে কোন ঘোড়াও নেই। দেখে মনে হয় এখানে কেউ নেই। কিন্তু ওয়েনের মেরুদণ্ড বেয়ে এক বিচিত্র অনুভূতি ওঠানামা করছে, ওকে বলতে চাইছে একজন অবশ্যই আছে। ঘন দম নিচ্ছে ওয়েন, হার্টবিট বেড়ে যেতে চাইছে। ফাসকেনদেরকে যে ফাঁদে টেনে নিয়ে আটকে দিয়েছিল, মন বলছে সেখান থেকে বেঁচে আসার যোগ্যতা একমাত্র এডেরই আছে। শক্তি, সাহস, বুদ্ধিমত্তা সবই আছে তার। চরম ঘৃণা নিয়ে ভয়ঙ্কর নেকড়ের মত শিকারকে মেরে রক্ত পান করার আশায় সেই নিঃসাড় বসে আছে ওখানে কোথাও।

অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল ওয়েনের মন। বুটের আঘাতে ছিট্‌কে গেল একটা পাথরের টুকরো। চমকে উঠে নিজেকে তিরস্কার করল ও। দ্বিতীয়বার এমনটা ঘটলে আজ আর রেহাই পাওয়া যাবে না। এডকে হারাতে আজ নিজের যাবতীয় বুদ্ধি, ধৈর্য, সাহস, ক্ষিপ্রতা একসঙ্গে দরকার হবে। কোন একটার সামান্য ঘাটতি দেখা দিলে···।

ইয়ার্ডে পৌঁছে গেল ও। কিছুই ঘটল না। দেখেশুনে যে কেউ পরিত্যক্ত বাড়ির উঠান মনে করবে। ওয়েন জানে এটাই বিশ্বাস করাতে চাইছে এড। উপায় নেই, আজকের চাল এড ফাসকেনের। ওকে তার ইচ্ছাতে খেলতে হবে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগোল ওয়েন। সামান্যতম শব্দও যেন শুনতে পায়, ক্ষীণতম নড়াচড়াও যেন ধরা পড়ে, সে জন্য চোখ-কান দুটোই সজাগ। উত্তেজনায় টান্ টান্ হয়ে আছে সমস্ত পেশী। রাইফেল ধরে রাখতে গিয়ে আঙুলের গিঁট্ টনটন করছে।

অতিরিক্ত খাটুনির ফলে চোখ ব্যথা করছে, ধোঁকা লাগছে।

বাঁদিকে দশ-বারো গজ দূর দিয়ে একটা ছুঁচো ডেকে উঠে ছুটে পালাল। চমকে সেদিকে ঘুরে গেল ও। রাইফেল পজিশনে উঠে এসেছে, আঙুলের চাপ বেড়ে গেছে ট্রিগারে। পরমুহূর্তে নিজেকে নিঃশব্দে তিরস্কার করল। এত দ্রুত নড়াচড়া করলে শব্দ হবে, এবং আজ রাতে তা মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

প্রান্তর ও লাগোয়া নিচু পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে র‍্যাঞ্চহাউসের কাঠামো আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে ওয়েন। মৃদু শীতল বাতাসে খোলা ইয়ার্ডে দাঁড়িয়েও ঘামে ভিজছে। ফাসকেন যে এখানে আছে, এখন পর্যন্ত তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নজরে পড়েনি ওর। কিছুই দেখেনি, শোনেওনি। সময় কত পেরিয়ে গেছে তার হিসেব রাখেনি। শুধু মাঝে মাঝে সেলিয়ার কথা ভেবে অখণ্ড মনোযোগে চিড় ধরছে। কেবলই প্রার্থনা করছে ওর দেরি দেখে মেয়েটি যেন ধৈর্য হারিয়ে না ফেলে, কোন শব্দ করে নিজের অবস্থান ফাঁস না করে বসে। কান পেতে অপেক্ষায় থাকা কোন লোকের পক্ষে ওদের আসার শব্দ শুনে ফেলা অসম্ভব নয়। তবু তাকে নিশ্চিত করে দিলে সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। এড যদি ওকে কোনমতে জিম্মি করতে পারে, তাহলেই সব শেষ।

এখন পর্যন্ত কিছু না ঘটায় অস্থির হয়ে উঠল ওয়েন। ভুরু কুঁচকে ভাবল, ওর মত এডের স্নায়ুও প্রচণ্ড চাপে এতক্ষণে ভেঙে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে নিশ্চই। একটা ছুঁচোর শব্দ চমকে দিয়েছিল ওকে, তাহলে আরেকটা শব্দে এডও চমকে উঠতে পারে। মুহূর্তের অসতর্কতায় শব্দ করে বসতে পারে।

একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। থেমে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রাখল। খুব সাবধানে একটা একটা করে বুট খুলে নিল পা থেকে। ডান হাতে এক পাটি নিয়ে

বাঁ হাতে রাইফেল তুলল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

একপাটি বুটের শব্দে এড হয়তো বোকার মত কিছু করে বসবে না ঠিকই, কিন্তু ওটা যে ফাঁদ, তা বুঝে ওঠার আগে সামান্য হলেও শব্দ করে বসতে পারে। দেখাই যাক না চেষ্টা করে। বুটটা ছুঁড়ে দিল ওয়েন। অখণ্ড নিস্তব্ধতার মাঝে ঘরের দেয়ালে খুব জোরে শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল ওটা। ওটা ছুঁড়ে দিয়েই কান পেতে রেখেছিল ও, যাতে অন্য কোন শব্দ হলে শুনতে পায়।

এবং শুনল। ক্ষীণ হলেও খসখস শব্দটা চিনতে পারল। এড চমকে ওঠায় রাইফেল ঘষা খেয়েছে সম্ভবত ট্রাউজারের সাথে। তবে ব্যাটার অবস্থান ধরা গেল না। অবশ্য তাতে কিছু যায়-আসে না। ও যা চেয়েছে, সে কাজ হয়েছে। এড আছে এখানে। ঘরের মধ্যে নয়, বাইরে, কাছাকাছি কোথাও।

আবার সরতে শুরু করল ওয়েন। এখন আরও সচেতন, সতর্ক। চোখ ছোট করে অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করছে। আহত, দুর্বল শরীরের ওপর দিয়ে এই ক'দিন যা ধকল গেল, তাতে এমনিতেই কাহিল অবস্থা। তার ওপর প্রচণ্ড চাপে নার্ভগুলো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে চাইছে। একবার ইচ্ছা হচ্ছে আন্দাজে গুলি করে, যাতে এড জবাব দিলে ও দেখতে পায় কোথায় আছে জানোয়ারটা। তাতে যদি নিজেও গুলি খায়, তাও বোধহয় এই মানসিক ভোগান্তির চেয়ে ভাল হবে। আবার ইচ্ছা হচ্ছে চিৎকার করে এডকে খোলাখুলি লড়াই করার আহ্বান জানায়।

ওয়েনের বাঁ দিক থেকে হালকা বাতাস বইতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা খেয়াল হতে প্রত্যাশায় চোখ জ্বলে উঠল ওর। আগে খেয়াল হয়নি বলে রাগও হলো নিজের ওপর। শরীরের গন্ধ-টন্ধ নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক এড ফাসকেন নয়। এ মুহূর্তে তার প্রতিটা ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে আছে শুনতে আর দেখতে। কিন্তু

ওয়েনের ঘ্রাণশক্তি জন্তু জানোয়ারের মত তীক্ষ্ণ। বহুবার বহুক্ষেত্রে এই শক্তির বরাতে বেঁচে গেছে ও।

অপরিষ্কার, নোংরা এডের শরীরের গন্ধ নিশ্চই বাতাসে ভেসে চলেছে। এখন সেটাকেই কাজে লাগাবে ওয়েন ডেব্রাইট। দ্রুত ডানে ঘুরে বাতাস পেছনে নিয়ে আগের পথ থেকে সরে যেতে শুরু করল। নিঃশব্দে প্রায় পঞ্চাশ ফুট সরে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল বাতাসের দিকে মুখ করে। মনে মনে প্রার্থনা করল যেন বাতাস বন্ধ হয়ে না যায় এখনই। নাক টানল ও।

মুহূর্তের মধ্যে বিশ্রী একটা গন্ধ নাকে হানা দিল। ঘাম, তেল-চর্বি, টোব্যাকো, ক্যাম্প ফায়ারের ধোঁয়া, ঘোড়ার ঘাড় থেকে বেরোনো ঘামের ফেনা, সব কিছুর গন্ধ মিশে আছে তাতে। ওটা এতই তীব্র যে অন্য সময় হলে বমি করে দিত ওয়েন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, বমি করার বদলে ঘাড়ের পশম খাড়া হয়ে উঠল সাথে সাথে। স্থির দাঁড়িয়ে রইল ও। বাতাস একই গতিতে বয়ে চলেছে, অথচ গন্ধটা কমে আসছে। তার মানে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এড। গন্ধ অনুসরণ করে ওয়েনও সরল, আবার বেড়ে গেল সেটা।

দৃষ্টি আগের থেকেও অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ওর। গন্ধ শুঁকে শত্রুকে খুঁজছে অন্ধকার ভেদ করে। ওর প্রতিটা নার্ভ এই মুহূর্তে কোমানচিদের ধনুকের মত টান্ টান্ হয়ে আছে।

কেউ গুলি চালায়নি, আক্রমণ চালাতে উদ্যতও হয়নি। অথচ তীব্র ঘৃণা, চরম শত্রুতা আর খুনের নেশায় ভারী হয়ে আছে ওয়েস্টমেয়ার র‍্যাঞ্চহাউসের ইয়ার্ডের পরিবেশ।

ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাকালে যেমন দেখা যায়, সামনে তেমনই একটা অস্পষ্ট ছায়া দেখল ওয়েন। চোখের পলকে রাইফেল কাঁধে তুলেই গুলি করল। গানমাযল ফ্ল্যাশ মুহূর্তের জন্য

অন্ধ করে দিল বলে দ্বিতীয় গুলি করতে পারল না।

ওখানে আর দাঁড়াল না সে, এক ছুটে অন্তত কুড়ি ফুট সরে এল। ফিরে তাকাল পেছনদিকে।

ওদিক থেকে ফোঁস ফোঁস শ্বাস-টানার শব্দ; ব্যথা পেলে মানুষ যে ভাবে শ্বাস টানে, সেরকম শব্দ শুনতে পাচ্ছে ডেব্রাইট। ভাল করে খেয়াল করতে বুঝল, আহত হলেও তেমন গুরুতর কিছু হয়নি ব্যাটার। মারা যাচ্ছে না সে।

হঠাৎ এডের ভাঙা গলার ফিসফিস শব্দ শুনল ও। 'অ্যাই, কুত্তার বাচ্চা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস? আবার চালা গুলি! দেখি তো...'

উত্তর দিল না ওয়েন। দ্রুত পিছিয়ে যেতে শুরু করল। সেলিয়ার কাছে পৌঁছতে উদগ্রীব। গুলির শব্দে বিভ্রান্ত হয়ে ও কিছু করে বসলে উপায় থাকবে না। এড এখন ওকে ধরতে চেষ্টা করবে বলেই বিশ্বাস ডেব্রাইটের।

কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, তখনই ওর এতক্ষণের আশঙ্কা পূর্ণ হলো। একটা গুলি, তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই দেখে ভয় পেয়েছে মেয়েটি। চ্যাঁচাতে শুরু করেছে, 'ওয়েন! ওয়েন! তুমি ঠিক আছ!'

এডের ফোঁসফোঁসানি থেমে গেল। ঘুরে সেলিয়ার দিকে দৌড় শুরু করল ওয়েন। এখন কি ঘটবে জানা আছে। ঘোড়া দুটো ছায়ার মত দেখা যাচ্ছে। ওদের মাঝ থেকে বেরিয়ে আরেকটা ছায়া এদিকে ছুটে আসছে। ডাইভ দিয়ে সেলিয়ার পা জড়িয়ে ধরল ও, তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মেয়েটি। ভয় পেয়েছে, অবাকও হয়েছে খুব। সেদিকে নজর নেই ওয়েনের। ততক্ষণে এডের রাইফেল একের পর এক গুলিবর্ষণ শুরু করে দিয়েছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে বুলেটগুলো। একটা গিয়ে আঘাত

করল ওয়েনের ঘোড়াকে। আর্তনাদ করে উঠে পড়ে গেল পশুটা। গড়াগড়ি দিয়ে চার পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নেমে যেতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

এদিকে ওর দেহের সাথে সেঁটে থাকা সেলিয়া ভীষণ কাঁপছে টের পেল ওয়েন। মাথা ঘুরিয়ে পলকের জন্য বিশাল একটা কাঠামো দেখতে পেল, পা টেনে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসছে। যেন একটা গ্রিজলি ভালুক। এ অবস্থায় গুলি চালাতে পারল না ও, লক্ষ্যস্থির করা কঠিন। আর গুলি মিস্ হলে সহজ টার্গেট পেয়ে যাবে এড ফাসকেন। সেলিয়ার জীবন বিপন্ন হবে।

মেয়েটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডানে সরতে সরতে সামনে এগোল। আর লুকোচুরির সময় নেই, শত্রু সরাসরি চার্জ করে আসছে। ঝোপ ঝাড়ের কারণে লোকটার কাঠামো মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, একটু পরই অবশ্য তা দেখা দিচ্ছে। একরোখার মত এগোচ্ছে মস্ত ভালুক। মৃত্যুর পরোয়া নেই। এখন একটাই কামনা তার, নিজের মৃত্যু ঘটে ঘটুক, কিন্তু তা যেন শিকারকে বধ করার পরই ঘটে।

পনেরো ফুট দূরত্বে পৌঁছে গেছে কাঠামোটা, এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গুলি করতে যাচ্ছে ওয়েন, ট্রিগারে আঙুল চেপে বসছে। হঠাৎ গায়েব হয়ে গেল ওটা। শেষ চাল চেলেছে সে, ওয়েনের কাঠামো নজরে পড়ার সাথে সাথে শুয়ে পড়েছে। ও নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরোপুরি মাটি ছোঁয়ার আগে গুলি হলো। এড চালিয়েছে। সাথে সাথে গলার পাশে গরম ছ্যাঁকা লাগল ওর, জ্বলে যাচ্ছে জায়গাটা। শিউরে উঠল ও পলকের হেরফের ঘটলে গুলিটা বুক ফুটো করে দিয়ে যেত ভেবে।

সামলে নিল তাড়াতাড়ি। আবার গুলি চালিয়েছে শত্রু, প্রায় মুখের সামনে থেকে। ঝাঁকি খেল ওর রাইফেল, ব্যারেলের সাথে

সংঘর্ষে ধাতব শব্দ তুলল বুলেট। পর মুহূর্তে দিক্ পরিবর্তন করে ওর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বিঙঙ শব্দ তুলে। ক্ষিপ্রগতিতে গড়িয়ে সরে গেল ওয়েন। হাঁটু গেড়ে উঁচু হলো, তখনই ওর আগের অবস্থান লক্ষ্য করে আবার গুলি করল এড। ভাবনা চিন্তা না করে ফ্ল্যাশের সামান্য ডানে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টিপে দিল ওয়েন ডেব্রাইট।

দানবীয় বিকট এক চিৎকার করে উঠল ফাসকেন। হাত থেকে ছিটকে শূন্যে উঠে গেল রাইফেল। উড়ে এসে আছড়ে পড়ল সেটা ওয়েনের পায়ের কাছে। তারপর সব চুপচাপ। কেবল আহত ঘোড়ার ছট্‌ফটানি আর সেলিয়ার কাঁপা, আতঙ্কিত নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসছে কানে। আর সব শব্দ থেমে গেছে। এডের কোন সাড়া নেই।

রাইফেল প্রস্তুত রেখে উঠে দাঁড়াল ডেব্রাইট। ওটাতে গুলি আছে না চেম্বার খালি হয়ে গেছে, খেয়ালই নেই। একটু তফাতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা দেহটার পাশে দাঁড়াল ও। পা দিয়ে মৃদু ধাক্কা মারল। ঝুঁকে পরীক্ষা করল, নাহ্, প্রাণের কোন স্পন্দন নেই ওটাতে। নিশ্চিত হলো আর কোন ফাসকেন বেঁচে নেই। সব শেষ।

সোজা হয়ে দেহটা ডিঙিয়ে এগোল ও। 'সেলিয়া! আর ভয় নেই, উঠে এসো!'

তার ছুটে আসার শব্দ শুনছে যুবক। ওদের মাঝে আর কোন বাধা নেই, ভয়-ভীতি নেই। দু'হাত প্রসারিত করে ধরল সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি। অবশেষে ঠিকানা পেয়েছে ভবঘুরে গানম্যান, সেলিয়াও ওর বুকে পরম নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে।

***